উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৭,০৪২.৮২ (+৩১৮.৭৪)

নিফটি : ২৩,৩১১.৮০ (+৯৮.৬০)

হিন্ডেনবার্গের ঝাঁপ বন্ধ

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি গৌতম আদানি। যে সংস্থার রিপোর্টে তিনি বিপাকে পড়েছিলেন, সেই হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ আচমকা তাদের ঝাঁপ বন্ধ করেছে। » ৯

নিহত ১২ মাওবাদী

ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার জঙ্গলে বৃহস্পতিবার নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১২ জন মাওবাদী নিহত। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১২°	২৬°	১০°	২৬°	১০°	২৭°	১২°

'আসি, ভালো থেকো', অর্পিতাকে বললেন পার্থ » ৭

৩ মাঘ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 17 January 2025 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 239

ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই। হলও সেটাই। স্যালাইন কাণ্ডে কার্যত মোড় ঘুরিয়ে দিল রাজ্য। চিকিৎসকরা রিংগার ল্যাকটেট নিয়ে প্রশ্ন তুললেও তখন কিছু শোনা হয়নি। এখন অবশ্য ১২ চিকিৎসকের ঘাড়ে কোপ পড়ল।

কাঠগড়ায় গাফিলতিই

স্যালাইন কাণ্ডে ১২ চিকিৎসক সাসপেন্ড

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : শেষ কবে এমন কাণ্ড ঘটেছে, মনে করতে পারছেন না কেউ। আদৌ কখনও হয়েছে কি না, সংশয় আছে তা নিয়েও। এক ধাক্কায় ১২ জন সরকারি চিকিৎসক সাসপেন্ড। যাঁদের মধ্যে সিনিয়ার চিকিৎসক আছেন। এমনকি তালিকায় আছেন ভাইস প্রিন্সিপাল পদমর্যাদার একজনও। এঁরা সবাই মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে কর্মরত। স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিসিন ও সরঞ্জাম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিশেষ সচিব চৈতালি চক্রবর্তীকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এক প্রসূতির মৃত্যুতে ও আরও তিনজনের সংকটাপন্ন অবস্থার কারণে খোদ মুখ্যমন্ত্রী সাসপেনশনের পদক্ষেপ ঘোষণা করেন বৃহস্পতিবার। এর ফলে স্যালাইনের গুণমান নয়, কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল চিকিৎসকদের গাফিলতিকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'এ রকম একটি ঘটনার পর আমরা যদি কোনও পদক্ষেপ না করি, তাহলে মানুষ আমাদের কী বলবে! মানুষের জবাব চাওয়ার অধিকার আছে। যেখানে অন্যায় হয়, সেখানে কথা উঠবেই।'

মুখ্যমন্ত্রীর মুখে কিন্তু স্যালাইন প্রসঙ্গ ছিলই না। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর সাফাই ছিল, 'আমরা যেমন চিকিৎসকদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তেমনই মানুষের দিকটা দেখতে হবে। তদন্ত রিপোর্ট খতিয়ে এই দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' স্বাস্থ্য ভবনের একটি বিশেষ দলের পাশাপাশি সিআইডি'র মেদিনীপুর মেডিকেলে মৃত্যু নিয়ে পৃথক দুটি তদন্ত রিপোর্ট এদিন জমা পড়ার পর তিনি সাংবাদিক বৈঠকে ১২ চিকিৎসকের সাসপেনশন ঘোষণা করেন।

মমতা জানান, দুটি রিপোর্ট মিলে গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'যাঁদের হাতে মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়, যাঁদের হাতে সন্তান জন্মায়, তাঁরা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে মা এবং সন্তানকে বাঁচানো যেত।

এরপর দশের পাতায়

সতর্ক করায় শোকজ ১০ বছর আগে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন নিয়ে হইচইয়ের মাঝে ১০ বছর আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের কোপে পড়েছিলেন আরএল স্যালাইন নিয়ে 'হুইসলব্লোয়ার'। এব্যাপারে আগেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সেই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ উদয়ন মিত্র। ২০১৫ সালে আলিপুরদুয়ার জেলায় পরপর কয়েকজন প্রসূতির মৃত্যু হয় ওই স্যালাইন ব্যবহারের জন্য। এমনকি একইদিনে দুজন প্রসূতির মৃত্যু হয়েছিল। সেই সময় জেলা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক উদয়ন বাইরে থেকে অন্য স্যালাইন কিনে ব্যবহার করে মৃত্যুস্রোত আটকান। চিঠি দিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়েছিলেন, রিংগার ল্যাকটেট ব্যবহারের পর প্রসূতিদের সমস্যা হচ্ছে। আর তাতেই স্বাস্থ্য দপ্তরের বিষনজরে পড়েন ডাঃ মিত্র। হাসপাতালের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন বলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে শোকজ করে কর্তৃপক্ষ। তাতে অবশ্য দমে যাননি ওই চিকিৎসক।

এরপর দশের পাতায়

সুনীতা উইলিয়ামসকে কবে পৃথিবীতে ফেরানো হবে তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। এরই মাঝে মহাকাশচারীর ছবি প্রকাশ্যে আনল নাসা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, দিব্যি হেসেখেলে কাজে ব্যস্ত সুনীতা।

চারগুণ গুলি চালাব, হুংকার ডিজির

পাঞ্জিপাড়ার ঘটনায় বাংলাদেশি-যোগ

> আমরা সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার কাজ করে থাকি। কিন্তু আমাদের ওপর গুলি চালানো হলে আমরা চারগুণ চালাব।
> *-রাজীব কুমার, ডিজি, রাজ্য পুলিশ*

অরুণ ঝা ও শমিদীপ দত্ত

পাঞ্জিপাড়া ও শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশকে গুলি করে বন্দি পালানোর ঘটনায় এবার বাংলাদেশি-যোগ সামনে এল। ওপার বাংলার ঠাকুরগাঁ জেলার বাসিন্দা আবদুল হুসেনই মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলমকে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। আর তারপরই কার্যত মুখে চুনকালি পড়েছে রাজ্য প্রশাসনের। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং পুলিশের মনোবল ফেরাতে পালটা আক্রমণের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। আহত দুই পুলিশকর্মীকে দেখতে এসে শিলিগুড়িতে কার্যত হুংকারের সুরে ডিজি বলেছেন, 'আমরা সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার কাজ করে থাকি। কিন্তু আমাদের ওপর গুলি চালানো হলে আমরা চারগুণ চালাব।'

উত্তরবঙ্গে অপরাধে কিছুতেই যেন লাগাম টানা যাচ্ছে না। মালদায় কাউন্সিলার খুন থেকে কালিয়াচকে তৃণমূল নেতাকে থেঁতলে মারা, পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি- পরপর এই তিন ঘটনায় প্রশ্নের মুখে আইনশৃঙ্খলা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের নতুন ভবনে উত্তরবঙ্গের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ডিজি। তার আগে সকালে মাটিগাড়ার নার্সিংহোমে গিয়ে জখম দুই পুলিশকর্মীর সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নর্থবেঙ্গল আইজি রাজেশকুমার যাদব। পরে বিকেলে পাঞ্জিপাড়ায় ঘটনাস্থলে যান ডিজি।

পুলিশকে গুলি চালানোর ঘটনায় যে বাইরে থেকে অস্ত্র আমদানি হয়েছিল, তার আভাস দিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদই। সেদিন চুপ করে থাকলেও এদিন সেই তত্ত্বেই প্রাথমিকভাবে সিলমোহর দিয়েছে পুলিশ। সূত্রের খবর, জখম অফিসারের সার্ভিস রিভলভার ও গুলি পুলিশ হেপাজতেই রয়েছে। উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব বলছেন, 'আবদুল জামিনে রয়েছে। সে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করেছে বলে আমরা একটা লিংক পেয়েছি। কোর্ট লক আপেই আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'যে বুলেট ব্যবহার করা হয়েছে, সেই বুলেট পুলিশ ব্যবহার করে না।'

এদিকে, আবদুলের খোঁজ দিতে পারলে ২ লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেছে পুলিশ। সঙ্গে মূল অভিযুক্ত করণদিঘি থানা এলাকার বাসিন্দা সাজ্জাক আলমকে ধরিয়ে দিতে পারলেও ২ লক্ষ টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে। পুলিশের জারি করা পোস্টারে আবদুলের ঠিকানা গোয়ালপোখর দেখানো হলেও এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী গোলাম রব্বানি জানিয়েছেন, আবদুল সেখানকার বাসিন্দাই নয়। ইসলামপুর আদালতের সরকারি আইনজীবী মুখতার আহমেদও স্পষ্ট করেছেন, শুটআউট কাণ্ডে 'ওয়ান্টেড' আবদুল বাংলাদেশের বাসিন্দা। ২০১৯ সালে ফরেনার্স অ্যাক্টে তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়।

এরপর দশের পাতায়

পাঞ্জিপাড়ায় ঘটনাস্থলে ডিজি সহ অন্য পুলিশকর্তারা। বৃহস্পতিবার।

প্রশ্নে পুলিশ

- সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে গুলি করা যে অসম্ভব তা তুলে ধরেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ
- পুলিশ সেই তত্ত্ব মেনে নিয়ে জানিয়েছে, আদালতে অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল সাজ্জাককে
- আব্দুল নামে ওই দুষ্কৃতী আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা বলে তথ্য বলছে
- ২৪ ঘণ্টা পরও সাজ্জাক ও আব্দুলকে ধরতে না পারায় প্রশ্নের মুখে পুলিশ

বন্দি পালানো ঠেকাতে নজরদারি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশকে গুলি করে বন্দি পালানোর ঘটনার পর আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরের নিরাপত্তায় জোর দিল জেলা পুলিশ। বিশেষ করে আদালতের বাইরের যাতায়াতের রাস্তা সহ বন্দিদের যাওয়া-আসার জায়গাগুলোতে নজরদারি চালাতে একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

বুধবার উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানা এলাকায় পুলিশের ওপর গুলি চালিয়ে পালিয়ে গিয়েছে খুনের মামলায় অভিযুক্ত। প্রিজন ভ্যানে করে তাকে ইসলামপুর আদালত থেকে রায়গঞ্জ সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথিমধ্যে এই ঘটনা। আর এমন ঘটনা যাতে আলিপুরদুয়ারে না ঘটে, সেজন্যই বাড়তি সতর্কতা। যদিও আদালত চত্বরে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ-প্রশাসন। এছাড়াও সংলগ্ন রাস্তার মোড়গুলিতেও পুলিশের তরফে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি জায়গা সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারির বাইরেই রয়ে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

কেন দুশ্চিন্তা

- আদালত চত্বরে সব জায়গাতে পুলিশের গাড়ি পৌঁছানো সম্ভব নয়
- বন্দিদের পুলিশি পাহারায় হাঁটিয়ে আদালতে তোলা হয়
- আবার বিচার শেষে পুলিশ কোর্টে ফিরিয়ে আনা হয়
- এতে কোনও কোনও জায়গায় প্রায় ৩০ মিটার পথ হেঁটে যাতায়াত করতে হয়
- কোথাও আবার প্রায় ৫০ মিটার হাঁটতে হয়

উত্তরের খোঁজে

প্রহসনের অন্য নাম একদিনের স্কুল ক্রীড়া

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বছরের এই সময়টা আচমকা সক্রিয় হয়ে ওঠেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। হঠাৎ খেলা নিয়ে আবেগ ও অ্যাড্রিনালিন বইতে থাকে একেবারে ভরাবর্ষার তিস্তার মতো। এঁরা এক একজন নিজেকে ভাবতে থাকেন অ্যালেক্স ফার্গুসন, পেপ গুয়ার্দিওলা, গ্লেন মিলস, রিচার্ড উইলিয়ামস। বা রাহুল দ্রাবিড়-পুল্লেলা গোপীচাঁদ। নিদেনপক্ষে অমল দত্ত-পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনেকে শীতঘুমে যায়। আর বাংলাজুড়ে শিক্ষকরা শীতকালেই জেগে ওঠেন। কী খেলা খেলবি যে আয়!

হইহই রইরই ব্যাপার। কী, না স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া হবে! সব শিক্ষকই কোচ হয়ে উঠবেন। কত পরামর্শ!

হায় রে, সেটা শুধু একদিনের জন্য। টুর্নামেন্ট বা মিট বলে তাকে লজ্জা দেবেন না, স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া আসলে উৎসব। অপেশাদারিত্বই যেখানে শেষ কথা। বাকি ৩৬৪ দিন স্কুলের খেলার দিকে শিক্ষকদের নজর থাকে না। গ্রাম ও শহর, দুটোই এখানে এক তারে বাঁধা।

এই সময় কলকাতা ময়দানেও অনেক ছোট মাঠের ধারে দেখবেন, একটি প্যান্ডেল বাঁধা সাদা, নীল, কমলা রং দিয়ে। একটু ধনী স্কুল সেখানে বার্ষিক ক্রীড়া করবে। সামনের মাঠে কিছু অবিন্যস্ত সাদা লাইন দেওয়া হয়েছে চুন দিয়ে। এখানে হবে দৌড়। প্রতিযোগীদের বরাদ্দ পাউরুটি, ডিম ও কলা। আরও একটু বেশি ধনী হলে ময়দানে চিকেন স্টু আর টোস্ট।

এখানেও বার্ষিক ক্রীড়া হবে এবং সেটা একদিনের জন্য। কোনও সাংবাদিক প্রধান শিক্ষকের চেনা থাকলে ধরা হবে তাঁকে। একটু কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করা গেলে কেল্লা ফতে! স্কুলের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে রাখা হবে। ছবি ছাপা হলে তো মার দিয়া হ্যায় কিল্লা।

আসছে বছর আবার হবে গো মা, আসছে বছর আবার হবে!

এই যে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া-- এর থেকে হাস্যকর জিনিস আর কিছু হতে পারে না। এখনও অনেক স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ায় অঙ্ক রেস, বস্তা রেস, চামচ রেস, হাঁড়ি ফাটা রেস, রুমাল চোর, যেমন খুশি তেমন সাজো--র মতো 'খেলা' হয়। যা চূড়ান্ত অর্থহীন। অহেতুক সময় নষ্ট। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়াকে প্রহসনে রূপান্তরের ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ একেবারে ভাই ভাই।

বাম বা তৃণমূল, কোনও আমলেই স্কুল থেকে ভালো ভালো খেলোয়াড় তুলে আনার বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টাই হল না রাজ্যে। স্কুলের পরে ব্লক, তারপর জেলা স্তরে অ্যাথলেটিক্স মিটও একটা হয়। সব একদিন-দু'দিনের। তারপর নো ফলোআপ। হারিয়েই যায় চ্যাম্পিয়নরা।

প্রত্যেক স্কুলে সাধারণত সরকারি গাইডলাইন থাকে, বার্ষিক ক্রীড়ায় ক'টা ইভেন্ট হবে।

এরপর দশের পাতায়

ঘরে হামলা, ছুরিবিদ্ধ সইফ

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : নিরাপত্তার মোড়কেই থাকে মুম্বইয়ের বান্দ্রা। অনেক ধনী ব্যক্তিত্ব ও চিত্রতারকাদের সেই পাড়ায় বজ্র আঁটুনি যেন ফসকা গেরো হয়ে গেল। 'সৎগুরু শরণ ভবন' নামে একটি বাড়িতে তাঁর ১৩ তলার ফ্ল্যাটে মারাত্মক হামলা হল বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খানের ওপর।

ধারালো ছুরির এলোপাতাড়ি কোপে ক্ষতবিক্ষত হন তিনি। হামলাকারীকে শনাক্ত করেছে পুলিশ। তবে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

দুষ্কৃতীকে প্রথম দেখেছিলেন সইফ-পত্নী অভিনেত্রী করিনা কাপুরই। যিনি কয়েক ঘণ্টা আগে একটি ডিনার আউটিং-এর মিষ্টি ছবি পোস্ট করেছিলেন। কয়েকজনের সঙ্গে ডিনার সেরে ফেরার সময় তিনি ভাবেননি, জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাটা অপেক্ষা করছে নিজের বাড়িতেই। বুধবার রাত আড়াইটা নাগাদ অন্ধকার চিরে তাঁর চিৎকারে সচকিত হয়ে ওঠে সইফের বাড়ি।

বাড়িতে ঢোকার সময় হলঘরে অচেনা কাউকে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে দেখে চিৎকার করে ওঠেন করিনা। চিৎকার শুনে প্রথমে বেরিয়ে আসেন এলিমা ফিলিপ্স ওরফে লিমা নামে এক পরিচারিকা। হামলাকারীকে বাধা দিতে তিনি এগিয়ে গেলে পুত্র তৈমুরকে নিয়ে দ্রুত ভিতরে চলে যান সইফের স্ত্রী। তাঁর চিৎকার শুনে ততক্ষণে বেরিয়ে এসে পরিচারিকার সঙ্গে অচেনা কারও ধস্তাধস্তি হচ্ছে দেখে সইফ বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন।

পরপর ছুরিকাঘাতে গুরুতর জখম সইফকে রক্তাক্ত অবস্থায় অটোতে তুলে মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁর ছেলে ইব্রাহিম খান। বৃহস্পতিবার পরিবারের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়, 'আমরা গণমাধ্যম এবং অনুরাগীদের অনুরোধ করছি, দয়া করে ধৈর্য ধরে থাকুন এবং গুজব ছড়াবেন না। পুলিশ তদন্ত করছে। আপনাদের চিন্তা ও উদ্বেগের জন্য ধন্যবাদ।'

হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিনেতার শরীর থেকে ছুরির অংশ বের করা হয়েছে। স্নায়ুর অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। হয়েছে 'কসমেটিক সার্জারি'ও। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। হাসপাতালের চিকিৎসক নীরজ উত্তমানি জানান, 'ছ'টি আঘাত লেগেছে শরীরে। তার মধ্যে অন্তত দুটি মারাত্মক। আঘাত রয়েছে শিরদাঁড়ার কাছেও।'

এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, যদি সেলেব্রিটির বাড়িতে এ ধরনের হামলা হয়, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? যদিও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ জানিয়েছেন, 'পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করেছে।

এরপর দশের পাতায়

বনকে ভালোবেসে কাজ, দিল্লিতে ডাক শ্রীবাসকে

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৬ জানুয়ারি : কখনও চোরাশিকারি বা লিংকম্যানের গোপন তথ্য বনকর্তাদের জানিয়েছেন। আবার কোথাও হাতির হানায় কোনও গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে, সেখানে গিয়ে জনরোষের মুখে পড়েছে বন দপ্তর। আর সেক্ষেত্রে বনকর্মী ও গ্রামবাসীর মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছেন নতুনপাড়ার বাসিন্দা শ্রীবাস রায়। কখনও হয়তো গ্রামে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছেন। এক-দু'বছর নয়, এভাবে প্রায় দুই দশক ধরে জলদাপাড়া বন দপ্তরকে নানাভাবে সহযোগিতা করে আসছেন শ্রীবাস। আর এতদিনের সেই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আগামী ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে 'বন ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষার স্বেচ্ছাসেবক' হিসেবে ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রকের আমন্ত্রণ পেয়েছেন শ্রীবাস।

তিনি বর্তমানে শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। আর একজন যৌথ বন পরিচালন কমিটির (জেএফএমসি) প্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্রায় দুই দশক ধরে কাজ করে আসছেন। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'শ্রীবাস প্রায় কুড়ি বছর ধরে বন ও বন্যপ্রাণ সুরক্ষায় কাজ করছেন। বন দপ্তরকে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। বন সংলগ্ন এলাকায় কোনও সচেতনতামূলক কর্মসূচি করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লি থেকে এরকম নাম চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। আমরা সব দিক বিবেচনা করে তাঁর নামই পাঠিয়েছি। জেএফএমসির একজন প্রতিনিধি হয়ে বিশেষ অতিথি হিসেবে ২৬ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে তিনি দিল্লিতে যাচ্ছেন।'

বছর পঁয়তাল্লিশের শ্রীবাসের বাড়ি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বনাঞ্চল লাগোয়া শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনপাড়া গ্রামে। পেশায় একজন প্রান্তিক কৃষক। কিন্তু যখন পঁচিশ বছরের তরুণ, সেই ২০০৫ সাল থেকেই তিনি যৌথ বন পরিচালন কমিটির সঙ্গে যুক্ত। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বহু বনকর্তার সঙ্গে তাঁর পরিচিতি। বনাঞ্চল লাগোয়া গ্রামের মানুষের সঙ্গে বন দপ্তর সব সময় সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে। এজন্যই বন দপ্তর ও গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে ওঠে যৌথ বন পরিচালন কমিটি। সেই কমিটিতে বনকর্তারাও থাকেন। এই জেএফএমসির মাধ্যমে বন লাগোয়া গ্রামে সচেতনতার পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কাজও করা হয়। আর এই জেএফএমসি'র প্রতিনিধি হিসেবেই বছরের পর বছর ধরে দায়িত্ব সামলে যাচ্ছেন শ্রীবাস। তিনি এখনও জলদাপাড়া দক্ষিণের জেএফএমসির সভাপতি পদে রয়েছেন। তবে বর্তমানে তাঁর আর একটি পরিচয়ও আছে। তিনি তৃণমূল পরিচালিত শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। যদিও রাজনীতি ও জনপ্রতিনিধির সঙ্গে যৌথ বন পরিচালন কমিটির প্রতিনিধির কোনও সম্পর্ক নেই বলেই শ্রীবাস জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমি এখন হয়তো গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। কিন্তু রাজনীতিতে আসার অনেক আগেই জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষার

এরপর দশের পাতায়

শ্রীবাস রায়ের নেতৃত্বে জেএফএমসির মিটিং। শালকুমারহাটে। ফাইল ছবি।

জেআইএস-এর সম্মেলন

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে উচ্চশিক্ষা সম্মেলন ২০২৫ আয়োজিত হল। জেআইএস স্কুল অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চে আয়োজিত একদিনের এই সম্মেলনে শিক্ষা, শিল্প এবং প্রযুক্তিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এক হন। তাঁরা ভারতে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ গঠনের রূপান্তরমূলক ধারণা নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা করেন।

সম্মেলনে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি সমিতির সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ পঙ্কজ মিত্তল, শিক্ষা ও অনুসন্ধানের উপাচার্য প্রদীপ্তকুমার নন্দ, মাইক্রোসফট ইন্ডিয়ার সিনিয়ার এসকেলেশন ইঞ্জিনিয়ার শ্রী শমীক মিশ্র, আইবিএম-এর এগজিকিউটিভ আর্কিটেক্ট শ্রী শুভেন্দু দে ও জেআইএস-এর একাধিক আধিকারিক সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ভবেশ ভট্টাচার্য ও জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং জানিয়েছেন, এই সম্মেলনটি শিক্ষাক্ষেত্রে উদীয়মান প্রযুক্তির একীকরণ, ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার গ্লোবাল দৃষ্টিভঙ্গি সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনার জন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্যে ই-নিলাম কার্যসূচী

তিনসুকিয়া মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনে ফেব্রুয়ারি/২০২৫ মাসের জন্যে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে

ক্রমিক সংখ্যা.	মাস	তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৫	তিনসুকিয়া মণ্ডলের জন্যে ১১-০২-২০২৫, ১৯-০২-২০২৫ এবং ২৭-০২-২০২৫ ডিএসডি/ডিব্রুগড় টাউনের জন্যে ০৬-০২-২০২৫, ১৩-০২-২০২৫ এবং ২১-০২-২০২৫

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ডিওয়াই.সিএমএম/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকের প্রতি পরিষেবায়"

Office of the Sub-Divisional Officer,
Siliguri, Darjeeling
(SWASTHYA SATHI SECTION)
Email : rsbyslg@gmail.com, Siliguri.sdo1@gmail.com
Memo No. 01/SS/25 **Date : 16/01/2025**

e-tender Notice No. 01/SwasthyaSathi/(1st call) dated : 16.01.2025. Office of the Sub-Divisional Officer, Siliguri invites Rates through e-Tender in TWO BID SYSTEM for Supply of Desktop Computer, Laptop, Accessories & IT related items at Swasthasathi Cell, Siliguri SDO office. Details may be seen downloaded from the website https://wbtenders.gov.in For any query, one may contact Confidential Section of SDO, Siliguri & Nezarath Section of this office email : Siliguri.sdo1@gmail.com/sdonazarat@gmail.com, during office hour (11 A.M. to 05 P.M.) on any working day. If any rectification is required, corrigendum will be published in website https://wbtenders.gov.in Relevant documents may be downloaded on line from 17.01.2025 10.00 A.M. (time)

Sd/-
Sub-Divisional Officer,
Siliguri

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রণক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ প্রেমী, বিকেল ৪.০০ চন্দ্রমল্লিকা, সন্ধে ৭.৩০ বড় বউ, রাত ১০.৩০ গয়নার বাক্স, ১.০০ ফাইট-ওয়ান : ওয়ান

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাওয়ার, বিকেল ৪.৩০ সন্ত্রাস, সন্ধে ৭.২৫ জামাই বদল, রাত ১০.১৫ গোত্র

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ প্রতিশোধ, দুপুর ২.৩০ চৌধুরী পরিবার, বিকেল ৫.৩০ অভিমন্যু, রাত ১২.০০ বিয়ে বিভ্রাট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দাদাঠাকুর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্নেহের প্রতিদান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল

জি সিনেমা : দুপুর ১.৩৭ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.১৮ গাউলি, সন্ধে ৭.৫৫ খাকি, রাত ৯.৪৬ ধমাল

সোনি ম্যাক্স : সকাল ১১.০০ রামপুরী দমাদ, দুপুর ১.০০ রিভলভার রানি, বিকেল ৩.৩০ রুদ্র অবতার, ৫.৪৫ সুরমা, রাত ৮.১৫ সূর্যবংশম

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৭ সাইলেন্স, দুপুর ২.০৫ রানওয়ে থার্টিফোর, বিকেল ৪.৩০ ভিকি ডোনার, সন্ধে ৬.৪১ হ্যাপি এন্ডিং, রাত ৯.০০ ইত্তেফাক, ১০.৪৮ উড়তা পঞ্জাব

মুভিজ নাও : দুপুর ১২.৫৫ লিটল মনস্টার্স, ২.২৫ রকি-ফোর, বিকেল ৩.৫৫ দ্য ট্রান্সপোর্টার, ৫.২৫ আইজ এজ-টু, সন্ধে ৬.৫০ টুমরো নেভার ডাইজ, রাত ৮.৪৫ স্পাইডারম্যান-থ্রি।

অভিমন্যু বিকেল ৫.৩০ জি বাংলা সিনেমা

ইত্তেফাক রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

টুমরো নেভার ডাইজ সন্ধে ৬.৫০ মুভিজ নাও

রেস অফ লাইফ বিকেল ৫.১৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

তাঁদের জীবনে আছে বেঁচে থাকার লড়াই। তবে তাঁরা কেউই সহজ-সরলভাবে এগিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতে নেই। তবে হার না মানার লক্ষ্যেই যেন স্থির তাঁরা। দুই নারীর সংগ্রামের গল্প।

অক্ষতা, এক লড়াইয়ের নাম

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : বেঁচে থাকার অন্য নাম লড়াই। প্রতিনিয়ত সেই লড়াই করছেন অক্ষতা তিওয়ারি। সাকিন, মাটিগাড়ার পতিরামজোত। আগুন কেড়েছে তাঁর রূপ। শরীরময় শ্বেতির দাগ। হালে আক্রান্ত লিভারের সমস্যায়। তবুও থামেনি লড়াই। ভোর থেকে গভীর রাত অবধি চলে তাঁর অবিরত লড়াই। ঘরে অসুস্থ স্বামী আর ছোট্ট ছেলে। কাজ শেষে ঘরে ফিরে তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে সারাদিনের অমানুষিক খাটুনি বেমালুম ভুলে থাকেন অক্ষতা।

শৈশবে সাধ করে বাবা-মা নাম রেখেছিলেন অক্ষতা। কিন্তু নামের সঙ্গে রয়েছে তাঁর অদ্ভুত বৈপরীত্য। আজ গোটা শরীর ধীরে ধীরে গ্রাস করছে একের পর এক ক্ষত। সময়ের সঙ্গে সমাজ নাকি আধুনিক হয়েছে! সমাজের অলিখিত 'রূপ, সৌন্দর্য'-এর সংজ্ঞা কি আদৌ বদলেছে? অন্তত তেমনটা মনে করেন না অক্ষতা। তাঁর জবানিতেই, 'নিজের চেহারার জন্য রোজই নানা মন্তব্য শুনতে হয়। জীবনযুদ্ধে প্রতিনিয়ত সেই প্রতিবন্ধকতার মুখেই পড়তে হয়।'

রোজ সকাল থেকে এক হোম ডেলিভারি অ্যাপের হয়ে বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দেন তিনি। কাজের অন্যতম শর্ত, খাবার সরবরাহ থাকতে হবে হাসিমুখে। শর্ত মেনে খাবার পৌঁছে দিতে গিয়ে বদলে পেয়েছেন একরাশ ঘৃণা, বঞ্চনা, অপমান। কখনো-কখনো মুখের ওপরই সশব্দে বন্ধ হয়েছে দরজা। অক্ষতার কথায়, 'অনেকে আমাকে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা দেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই অনেকের চোখেই দেখি ঘৃণা। মুখে না বললেও তাঁদের আচরণ, শরীরী ভাষায় বুঝি, আমাকে দেখে তাঁরা ঘেন্না পান।'

সেই লড়াকু মেয়েটি কথায় কথায় বলেন, 'শৈশবেই দুর্ঘটনায় মুখ, গলা সহ শরীরের অনেকটাই পুড়ে যায়। আগুনে পোড়ার কষ্টের চেয়ে সমাজের তাচ্ছিল্য আজ অনেক বেশি কষ্ট দেয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা বুঝতে পারি। তবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন থেকে কোনওদিন পিছু হটিনি। বিয়ের পর সেই জেদ আরও বেড়ে যায়। তখন থেকেই কোমর কষে লড়াই শুরু।' ঝাপসা চোখে ফিরে গিয়েছিলেন অতীতে। বললেন, 'তখন স্বামী নানা দোকানে মালপত্র পৌঁছে দিতেন। তাঁকে সাহায্য করতে, দুটো বাড়তি

অক্ষতা তিওয়ারি।

পয়সা আয়ের আশায় আমিও কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। স্বামী এখন মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। ছেলেটা মাটিগাড়ার এক হিন্দি স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে।' অক্ষতার কথায়, 'প্রথমে তিন বছর একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করি। গত দেড় বছর ধরে বাড়ি বাড়ি খাবার বিলি করছি। যা আয় হয় তাতে খেয়েপরে কোনও মতে চলে যায়।' প্রতিনিয়ত তিনি যে লড়াইয়ের মুখে পড়ছেন তাকেই চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন। ইতিমধ্যে নিজে লিভার সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। চোখে-মুখে তার প্রভাব স্পষ্ট। অক্ষতার ভাষায়, 'কেউ যখন দরজা খুলে প্রথম খাবার নিতে আসেন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাহকরা আমাকে দেখে অখুশি হন। তাঁদের চোখ-মুখের ভঙ্গি, শরীরী ভাষায় সেটা স্পষ্ট বুঝি। অনেকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খাবার নেন।'

দোকানে বসে বাঁশ দিয়ে ঝাড়ু বানাচ্ছেন।

সোজা না হয়েও সংসার সামলান

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : সকাল হলেই হাতে গলিয়ে নেন হাওয়াই চটি। তারপর হাতে ভর দিয়ে দোকানে চলে আসেন বছর পঞ্চাশের নিভা দাস। বাঁশের জিনিসপত্র বানিয়ে বিক্রি করে যা উপার্জন হয়, সেটাই এখন একমাত্র সম্বল বিশেষভাবে সক্ষম নিভার। ঘরসংসারের সমস্ত কাজ সেরে তবেই দোকানে আসেন। সব কাজ হাতে ভর দিয়েই করেন। কারণ, জন্ম থেকেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো হাঁটতে পারেন না নিভা। তার মধ্যেও ছোট মেয়ের পড়াশোনা থেকে বড় ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া সবই করেছেন একা হাতে। স্বামীহারা নিভা নিজেই সংসারের হাল ধরেছেন।

জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ধারাপট্টি এলাকার বাসিন্দা নিভা। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে ঘর বাঁধার পর স্বামীর হাত ধরেই বাঁশ কেটে ঝুড়ি, কুলো, ঝাড়ু, চালন বানানো শেখেন। চার বছর আগে স্বামী বিয়োগের পর সংসারের হাল কীভাবে ধরবেন তা ভেবে উঠতে পারছিলেন না নিভা। এদিকে, খিদের জ্বালা যে বড় জ্বালা, তাই কোনওরকম পথ খুঁজে না পেয়ে শুরু করেন বাঁশের জিনিসপত্র বানানোর কাজ। তবে, বর্তমানে প্লাস্টিকের জিনিস বাজারে চলে আসায় ছট কিংবা অন্য কোনও পুজো ছাড়া সে অর্থে বিক্রি হয় না বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র।

নিভা বলেন, 'ছোট মেয়ে নবম শ্রেণিতে উঠল। ওকে টিউশনে দেওয়ার সামর্থ্যটুকুও নেই। কারণ, বাজার ভালো না থাকায় উপার্জনের রাস্তা প্রায় বন্ধ। তবুও দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছি। কোনওদিন বিক্রি হয় তো কোনওদিন কিছুই বিক্রি হয় না।'

প্রতিবন্ধী ভাতা পান কিন্তু তা দিয়ে সংসার চলবে নাকি মেয়ের জন্য গৃহশিক্ষক রাখবেন, তা বুঝে উঠতে পারেন না নিভা। চলার মতো ক্ষমতা নেই, তবুও সংসারের রান্না করা থেকে বাজন মাজা, কাপড় কাচা, বাজার করা সবই করতে হয় বলে জানালেন। নিভার প্রশ্ন, 'মাঝেমধ্যে মনে হয় আমি কীসের মা যে সন্তানের শিক্ষার দিকটিও ভালোভাবে দেখতে পারছি না?' তবে নিভার বার্তা, জীবনে চলার পথে যে কোনও বাধা আসুক কোনওভাবেই ভেঙে পড়লে চলবে না। উঠে দাঁড়াতেই হবে। তা না হলে জীবনে চলার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

দোল দোল দুলুনি... বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

পাম্প চুরিতে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা

মেখলিগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্তে খোলা সীমান্তের সুযোগে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা কোথাও ফসল নষ্ট করছে, কোথাও চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে গোরু, ছাগল। আবার কাঁটাতারের ওপারেও কাংড়াতলি সংলগ্ন এলাকায় বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে চা বাগানের দু'হাজার গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। আর এবার অভিযোগ উঠল, চা বাগানের পাম্পসেট চুরি করে নিয়ে যাওয়ার। এনিয়ে কুচলিবাড়ি থানার দ্বারস্থ হয়েছে কুচলিবাড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার চা বাগানের ম্যানেজার জয়বাহাদুর সিং বলেন, 'আমাদের একটি পাম্পসেট চুরি হয়েছে। যার বাজারমূল্য ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। আমাদের প্রাথমিক ধারণা, কলসিগ্রামের শামিন হোসেনের সহযোগিতায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা সেটি চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।' এনিয়ে কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায় বলেন, 'আমরা একটি চুরির অভিযোগ পেয়েছি। সেই মতো তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

এই চা বাগানের একটা অংশ রয়েছে কাঁটাতারের ওপারে থাকা কলসিগ্রামে। সেচের জন্য সানিয়াজান নদীর ধারে একটি উচ্চক্ষমতার পাম্পসেট বসিয়েছিল চা বাগান কর্তৃপক্ষ। রবিবার রাতে সেই পাম্পসেটটি চুরি হয়। তবে বিষয়টি বৃহস্পতিবার জানাজানি হয়। সীমান্তের বাসিন্দারা চান, কাঁটাতারের ওপারেও বিএসএফ জওয়ানরা পাহারায় থাকুক। রঞ্জন রায় নামে এক তরুণ বলেন, 'জিরো পয়েন্টে গিয়েই বিএসএফ পাহারা দিক।'

চায়ের মানোন্নয়নে কাল সভা ডিবিআইটিএ'র

শুভজিৎ দত্ত ও জ্যোতি সরকার

নাগরাকাটা ও জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : জলবায়ুর আমূল বদলের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে চা শিল্পে। এর হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজবে ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (ডিবিআইটিএ)। আগামী শনিবার বিন্নাগুড়ির সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাবে ওই চা বণিকসভার ১৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এনিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি চায়ের আরও গুণগতমান বাড়ানোর সম্ভাব্য কৌশল নিয়েও কথা হবে।

দেশের কুলীন চা বণিকসভা হিসাবে পরিচিত ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএ)। সংগঠনের ডুয়ার্স শাখার ওই বার্ষিক সাধারণ সভার দিকে তাকিয়ে আছে ডুয়ার্সের রুগ্নপ্রায় চা বাগানগুলি। সংস্থার সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'চা শিল্পের সার্বিক নানা সমস্যার কথা ও প্রতিকারের বিষয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনা হবে। উঠে আসবে আরও নানা বিষয়ও।'

ওই সভায় থাকবেন সংগঠনের ডুয়ার্স শাখার চেয়ারম্যান ত্রিযোগী নারায়ণ পান্ডে, ভাইস চেয়ারম্যান রাজকুমার মণ্ডল, অ্যাডিশনাল ভাইস চেয়ারম্যান শংকরকুমার পান্ডে প্রমুখ। থাকবেন বিভিন্ন চা বাগানের পরিচালকরাও। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কয়েকজন বিশিষ্টজনকেও। তাঁদের বক্তব্যেও চা শিল্পকেন্দ্রিক বিষয়গুলি যে প্রাধান্য পাবে তা বলাই বাহুল্য।

চা মহল সূত্রের খবর, বর্তমানে বাগানগুলিতে জলবায়ু বদলের জন্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়া নয়া চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। একইসঙ্গে তৈরি চায়ের দাম না মেলাও মাথাব্যথার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে কিলো প্রতি ৩০০ টাকার বেশি দরে বিক্রি হয়েছে মোট নিলামকৃত চায়ের মাত্র ৬.৩৬ শতাংশ। ২০০-২৯৯ টাকার মধ্যে দাম পেয়েছে নিলামে বিক্রি হওয়া মোট চায়ের ৩১.৮৯ শতাংশ। ১৯৯ টাকার কমে বিক্রি হয়েছে ৬১.৭৫ শতাংশ চা। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উৎপাদন খরচ। এখন চা বাগানগুলিতে শীতকালীন পরিচর্যা চলছে। টি বোর্ডের নির্দেশে গত ৩০ নভেম্বর থেকে উৎপাদন বন্ধ। নয়া মরশুম শুরুর কথা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। সূত্রের খবর, ২০২৪-এ নয়া মরশুম শুরু হয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে। এবার এখনও মরশুম শুরুর কথা ঘোষণা করা হয়নি। জানুয়ারির শেষ লগ্নে টি বোর্ডের সভা হওয়ার কথা। সম্ভবত সেখানে এনিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এক নজরে

- শনিবার বিন্নাগুড়ির সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাবে ডিবিআইটিএ'র ১৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা হবে
- সেখানে জলবায়ুর আমূল বদলের নেতিবাচক প্রভাব সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হবে
- বর্তমানে বাগানগুলিতে জলবায়ু বদলের জন্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়া নয়া চ্যালেঞ্জ
- পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উৎপাদন খরচ

Office of the Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block
Tufanganj, Cooch Behar
Notice Inviting Tender

Tender are invited vide this office Memo no. 160, NIT No-14(BDO)/2024-25, Dated : 16.01.2025. Last date of Bid Submission is 22-01-2025 Intending tenderer may contact this Office for details.

Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj-I Development Block

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। দূরের কোনও বন্ধুর জন্য কোনও কাজ পেতে পারেন। **বৃষ :** পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দ। নতুন ব্যবসা নিয়ে বেশ সমস্যা হতে পারে। **মিথুন :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। ব্যক্তিগত কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **কর্কট :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। **সিংহ :** বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। বাবাকে নিয়ে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। **কন্যা :** শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকবেন। পেটের রোগে ভোগান্তি বাড়বে। **তুলা :** দাদার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। খেলোয়াড়রা ভালো সুযোগ পাবেন। **ধনু :** পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা বিবাদ মিটবে। **মকর :** মায়ের শরীরের দিকে নজর রাখুন। কোনও আত্মীয়ের কূট চালে সংসারে অশান্তি। **কুম্ভ :** বাবার পরামর্শে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। চোখের সমস্যা কেটে যাবে। **মীন :** অধ্যাপক ও ইঞ্জিনিয়িররা কিছু সমস্যায় পড়তে পারেন। অপ্রত্যাশিত কোনও সম্পদ আজ হাতে পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ২৭ পৌষ, ১৭ জানুয়ারি, ৩ মাঘ, সংবৎ ৪ মাঘ বদি, ১৬ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১০। শুক্রবার, চতুর্থী শেষরাত্রি ৫।৪৫। মঘানক্ষত্র দিবা ১।৩৭। সৌভাগ্যযোগ রাত্রি ২।৩। ববকরণ সন্ধ্যা ৫।৯ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৫।৪৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১।৩৭ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈরৃঋতে,শেষরাত্রি ৫।৪৫ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৯।৭ গতে ১১।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।২৯ গতে ১০।৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।৩৭ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ২।৯ গতে নৈরৃঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৫।৪৫ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ৮।৩১ গতে ১০।৪৪ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।১৭ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৫১ মধ্যে ও ৩।৪৩ গতে ৪।৩৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৬।২৬ মধ্যে।

অ্যাফিডেভিট

The name of my wife wrongly recorded as Mahima Roy in my Service Book instead of her actual name Mahima Barman Roy, who is same of one identical person. Swear before Ld. J.M. Court Siliguri on 8.1.25 by Affidavit. Lokesh Ch. Roy, Dhupguri, Dt. Jalpaiguri. (C/113387)

•

তুফানগঞ্জ জে এম কোর্টে 15/1/25 এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manoj Alam Ansari পিতা Shibli Ansari কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে Manojalam Ansary পিতা S. Ansary ও Sibbi Ansary একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (S/A)

কর্মখালি

Wanted a Lady Staff for a Tea Leaf Shop preferably XII passed below 28 years of age. Knowledge of English essential. Contact : 8372059506. (M/M)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও CAR লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। (M) 97751-37242. (C/114350)

ভর্তি

Siliguri Tea Training Institute, Shivmandir-Siliguri, Phone : 8372059506. Post Graduate Diploma in Tea Management. Duration : 6 Months, Course Fee : Rs. 50000/- (Payable in 5 instalments). Certificate Course in Tea Management. Duration : 4 Months, Course Fee : Rs. 40000/- (Payable in 4 instalments). (M/M)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ আমার নাম এবং আধার কার্ডে পিতার নাম ভুল থাকায় ৭/১/২৫-এ APD. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Ajay Saha এবং পিতার নাম Kalachand Saha করা হল। (C/113756)

•

আমার আধার কার্ড নং 9589 7063 8180 নাম ভুল থাকায় গত 07-01-25, তুফানগঞ্জ, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manoyara Begam এবং Anju Manoyara Begam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম ও পোঃ শৌলধুকরি, থানা- তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। (C/113168)

•

The Name of my (Rabiul Hossain) father wrongly recorded as Md. Mupasel Miya in my all school documents has been changed as Mofachel Miya vide affidavit sworn before the court of the LD. 1st class Judicial Magistrate 1st court, Siliguri on 25-10-24. (C/114484)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯২০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯২১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কাটিহার ডিভিশনে স্টেশন ইয়ার্ডের গ্রেডিয়েন্ট যাচাইকরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./০২ অফ ২০২৫; তারিখ : ০৯-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং : ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার ডিভিশনে লাইডার সার্ভে প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্টেশন ইয়ার্ড এবং সেকশনের গ্রেডিয়েন্ট যাচাইকরণ। টেন্ডার মূল্য : ২,১৮,৬১,৯৫৩.৩০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২,৫৯,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৫-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পাওয়ার কারের রেডিয়েটরের আভ্যন্তরীণ পরিষ্কারকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০৪_২০২৫/কে/১১৪৪ তারিখঃ ০৮-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০৪_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার এবং নিউ জলপাইগুড়িতে ৩জি এবং আইডি২৭/ রেডিওয়াশ ব্যবহার করে পাওয়ার কারের রেডিয়েটরের আভ্যন্তরীণ পরিষ্কারকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৪০,৭১,০০০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮১,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩১-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ৩১-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
KHADAAN
(Bengali)
*ing : Dev, Jisshu Sengupta, Idhika Paul
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
Dolby Digital

Now Showing at
BISWADEEP
PUSHPA-2
*ing : Allu Arjun, Rashmika
Time : 1.00 & 5.00 P.M.
(2 show daily)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শিকড়

চা শিল্পের ইতিহাস ইউরোপিয়ান ক্লাবে

এক সময় চা বাগানের ইউরোপিয়ান মালিক এবং বাগান সঞ্চালকদের আনাগোনায় গমগম করত এই জায়গাটি। ক্লাবের সামনে বিশাল মাঠটি ইউরোপিয়ান মাঠ নামে পরিচিত ছিল। সেখানে সাহেবরা এক সময় গল্ফ করতেন, পোলো খেলতেন। কথিত আছে কোচবিহারের এক মহারাজা ওই মাঠে গলফ খেলতে এসেছিলেন। ওখানেই ছোট বিমান নামাতেন সাহেবরা। ক্লাবের একপাশে ছিল আস্তাবল, আরেক পাশে ফুলের বাগান। সপ্তাহের শেষে কিংবা বর্ষবরণের রাতে এখানকার পার্টি অন্যতম বিখ্যাত ছিল, সেখানে আসতেন মেমসাহেবরাও। ইউরোপিয়ান সাহেবরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পড়েও বহু বছর পর্যন্ত ভারতীয় চা বাগানের সাহেবরা একইরকমভাবে এই ক্লাবে পার্টি করতেন। অথচ পাশ্চাত্যের ছোঁয়ায় সুসজ্জিত বিশালাকায় ক্লাবটি যেখানে ছিল সেখানে এখন ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ।

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি চা বাগানের গুদাম লাইনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এখন কংক্রিটের রাস্তা তৈরি হয়েছে। সেই রাস্তা শেষ হয়ে কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে রায়মাটাং চা বাগানের দিকে। কিছুটা এগোলেই দেখা যায় ঝোপঝাড়ে সাফ করে কিছুটা এলাকাজুড়ে তৈরি ছোট একটি গির্জা। সেটি তৈরি হয়েছে ৪-৫ বছর আগে। তবে প্রায় ৫ বিঘা জমির ওপর ১৯১৩ সালে চা বাগানের ইউরোপিয়ান সাহেবরা আমোদপ্রমোদের জন্য তৈরি করেছিলেন যে সুবিশাল ক্লাবটি তার বেশির ভাগ জমি এখন ঝোপঝাড় আর বাঁশঝাড়ে ঢাকা পড়েছে। ২০০১ সালে কালচিনি চা বাগান বন্ধ হয়ে যায়। সেসময় বাগানের কিছু শ্রমিক ক্লাবের ওপর চড়াও হন। লুট হয়ে যায় ক্লাবের ভেতরে থাকা মেহগনি, সেগুন সহ মূল্যবান কাঠের আসবাবপত্র, ঝাড়বাতি। এমনকি কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ ক্লাবটির সব ইট চুরি হয়ে যায়।

পাঞ্জিপাড়ার শুটআউটের পর নয়া ভাবনা

ডিটেক্টরে ওতরালে মিলবে কয়েদির দেখা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়ায় দুই পুলিশকর্মীকে গুলিবিদ্ধ করে বন্দি পালানোর ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যবাসীকে। এই ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ পুলিশকর্তাদের কপালে। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের সমস্ত সংশোধনাগার, জেল হাজত, আদালত হাজতে কয়েদিদের সঙ্গে দেখা করার ক্ষেত্রে সম্মুখীন হতে হবে তীক্ষ্ণ নজরদারির। যিনি বন্দির সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, প্রথামাফিক প্রথমে তাঁর নথি যাচাই করা হবে। বন্দির সঙ্গে কী সম্পর্ক, কেন দেখা করতে চান? এসব প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর তো দিতে হবেই, পাশাপাশি উতরাতে হবে মেটাল ডিটেক্টরের পরীক্ষায়। তার পরই মিলবে দেখার অনুমতি। পাশাপাশি হাজতে থাকা কয়েদিদের ওপরও রাখা হবে বিশেষ নজর। ইতিমধ্যে ভবানী ভবন থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের এক পদস্থ কর্তার বক্তব্য, 'কয়েদি এবং তার পক্ষ-বিপক্ষের লোকেরা নানা সময় থানা, সংশোধনাগার ও আদালত চত্বরে ঝামেলা পাকিয়েছেন। কোনওভাবেই যাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই কারণেই কড়া নজরদারি শুরু হচ্ছে।'

বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে শিলিগুড়ি সংশোধনাগারের এক কর্তা বললেন, 'নজরদারি আগেও ছিল। তবে এখন তা আরও তীক্ষ্ণ করা হবে।' তাঁর সংযোজন, 'ইতিমধ্যে ওপরমহল থেকে কয়েদিদের ওপর নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ এসেছে। কয়েদিদের সঙ্গে দেখা করতে এলেও মানতে হবে বিশেষ কিছু নিয়ম। চলবে স্পেশাল তল্লাশি।'

হেপাজতে থেকে ঝামেলা পাকানোর উদাহরণ শিলিগুড়িতে রয়েছে ভূরিভূরি। মাসখানেক আগে প্রধাননগর থানা থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বের করার সময় দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে রানা রায় নামে এক অপরাধী। যদিও পর মুহূর্তেই তাকে ধরে ফেলে পুলিশ। পরে তার ঠাঁই হয় সংশোধনাগারে, সেখানেই সে নিজের হাত কেটে ফেলে।

বছর খানেক আগে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বরেও ঘটেছিল একটি ঘটনা। নিজের স্ত্রীকে খুন করতে গিয়ে শাশুড়িকে খুনের অভিযোগ ওঠে এক তরুণের বিরুদ্ধে। আদালত চত্বরে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে মারধর করে। এই ঘটনাকে ঘিরে সেদিন আদালত চত্বরে পরিস্থিতি যথেষ্ট ঘোরালো হয়েছিল।

ইসলামপুর কাণ্ডে আবার বাইরে থেকে রিভলভার দেওয়া হয়েছিল অপরাধীকে। এমনটাই বক্তব্য উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদবের। সাংবাদিকদের সামনে আইজি বলেছেন, 'প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি, অপরাধী আদালতের হাজতে থাকার সময় তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।' এসব ঘটনাতেই নজরদারির ফাঁকফোকর স্পষ্ট। এনিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে পুলিশের নীচুতলায়। নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানার এক আধিকারিক তো বলেই ফেললেন, 'ল' অ্যান্ড অর্ডার আমাদের হাতে কোথায়? সামান্য মাতালদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলেই তো পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান, ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের ফোন চলে আসে। ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য নেতা, দাদাদের লাইন পড়ে যায় থানায়।' তবে নয়া নির্দেশে কয়েদি ও তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসা লোকজনের ওপর আলাদা করে নজর রাখা যাবে, তা মানছেন সকলে।

নজরদারি

- রাজ্যের সমস্ত সংশোধনাগার, জেল হাজত, আদালত হাজতে কয়েদিদের সঙ্গে দেখা করার ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ নজরদারি
- যিনি বন্দির সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, প্রথামাফিক প্রথমে তাঁর নথি যাচাই করা হবে
- ওতরাতে হবে মেটাল ডিটেক্টরের পরীক্ষায়
- হাজতে থাকা কয়েদিদের ওপরও বিশেষ নজরদারি

দুর্ঘটনায় দুই বন্ধুর মৃত্যু

বানারহাট ও নাগরাকাটা, ১৬ জানুয়ারি : বানারহাটে ঘুরতে এসে দুই বন্ধুর আর বাড়ি ফেরা হল না। চামুর্চি থেকে বানারহাটের দিকে ফেরার পথে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরবোঝাই ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারায় বাইক আরোহী দুজনের মৃত্যু হল। পুলিশ সূত্রে খবর, সাহিল ওরাওঁ (১৭) ও কৃশ মুন্ডা (১৯) নামে ওই দুজন নাগরাকাটা ব্লকের ধরণীপুর চা বাগানের পানিয়াটি লাইনের বাসিন্দা ছিলেন। বুধবার রাতে বানারহাট এলাকার পলাশবাড়ি চা বাগান সংলগ্ন ভারত-ভুটান আন্তর্জাতিক সড়কে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পর পুলিশ আহত দুজনকে বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সেখানে কৃশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত অন্যজনকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সাহিল বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে মারা যায়। প্রতিবেশী দুই বন্ধুর মৃত্যুতে চা বাগানে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বানারহাটের ভারত-ভুটান আন্তর্জাতিক সড়কে রাতের অন্ধকারে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির পিছনে ধাক্কা মেরে দুর্ঘটনা আগেও ঘটেছে। ভুটান থেকে বালি-পাথর বোঝাই করে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় হাসিমারা থেকে মালবাহী ট্রাকের একটি শ্রেণিকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বলে অভিযোগ। বেশ কয়েকটি গাড়ি আলো জ্বালিয়ে রাখে না। অন্ধকারে ট্রাকগুলিকে ঠাওর করতে না পারাতেই দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। বুধবার রাতেও একই ঘটনা ঘটে বলে মনে করা হচ্ছে। বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করে রাতেই থানায় নিয়ে আসা হয়। ট্রাকচালক পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

স্ত্রী ও সন্তানকে খুন, তরুণ 'আত্মঘাতী'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : বিছানায় সাত বছরের শিশুর দেহ শুইয়ে রাখা। পাশেই তার মায়ের দেহ। দুজনের গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর দাগ স্পষ্ট। বিছানার পাশেই সিলিংয়ে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় পরিবারের কর্তার দেহ ঝুলছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির সমরনগর বৌবাজারের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম পিন্টু রায় (৭), টুম্পা রায় (২৬) ও শ্যামল রায় (২৭)। আর্থিক অনটনের কারণেই এহেন মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে বলে তদন্তকারীদের অনুমান। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বললেন, 'ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অর্থনৈতিক সমস্যা থাকায় স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করে ওই তরুণ আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে আমরা মনে করছি। যে অস্ত্র দিয়ে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে সেটিকে ওই ঘর থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে।'

ওই পরিবারটি যে অর্থকষ্টে ডুবে ছিল সে বিষয়ে প্রাথমিক তদন্তের আভাস মিলেছে। পরিবারটি সমরনগর বৌবাজারে ভাড়া থাকত। পরিবার সূত্রে খবর, টুম্পা ওই ভাড়াবাড়ির কাছেই একটি দোকান ভাড়া নিয়ে ফাস্ট ফুডের দোকান চালাচ্ছিলেন। ভাড়া দিতে না পারায় সপ্তাহ দুয়েক আগে তিনি ওই দোকানটি ছেড়ে দেন। শ্যামল পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। দু'দিন ধরে তিনি কাজে যাচ্ছিলেন না। টুম্পার মা শান্তি রায় বললেন, 'ওরা বেশ ধারদেনা করেছিল। কিন্তু কী কারণে এই ধারদেনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে ওরা কিছুই বলত না।'

প্রথমিকভাবে পুলিশকে অনুমান, বুধবার রাতেই শ্যামল স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করেন। সকাল ৯টায় পুলিশ যখন মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে তখন সেগুলি বেশ শক্ত হয়ে গিয়েছিল। দেহের রক্তও শুকিয়ে গিয়েছিল। তবে শ্যামলের দেহ তখনও নরম ছিল। যেভাবে দুটি দেহ বিছানায় রাখা ছিল তা দেখে তদন্তকারীদের অনুমান টুম্পাকে মেঝেতে খুন করা হয়। তারপর মৃতদেহ বিছানায় তুলে দেওয়া হয়। স্ত্রী ও সন্তানকে খুনের পর শ্যামল নিজেকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন।

স্ত্রী ও সন্তানের মধ্যে টুম্পাকেই আগে খুন করা হয় বলেও মনে করা হচ্ছে। দুপুরের দিকে টুম্পা তাঁর বোন রুম্পার সঙ্গে বাইরে বেরিয়েছিলেন। রুম্পার কথায়, 'এটিএম কার্ড চালু করার ডন্য দিদিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য দিদি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসেও গিয়েছিল। দুজনে একসঙ্গেই বাইরে বিরিয়ানি খেয়েছিলাম। তারপর ও বাড়ি ফিরে যায়।' পিন্টু বুধবার সন্ধ্যায় ওই ভাড়াবাড়ি থেকে কয়েক হাত দূরে টুম্পার বাড়িতে ছিল। শান্তি বলেন, 'পিন্টু সকাল থেকে আমাদের বাড়িতেই থাকত। মাঝেমধ্যে রাতে আমাদের বাড়িতেই ঘুমোত। বুধবার রাতে শ্যামল এসে ওকে নিয়ে যায়। পিন্টুকে রাতে খাইয়ে দেওয়ার পর ওকে শ্যামলের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

অনটনের জের?

- বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ির সমরনগর বৌবাজারে ভাড়াবাড়ি থেকে তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার
- বিছানায় স্ত্রী ও সন্তানের মৃতদেহ রাখা ছিল, ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের গলায় কোপানোর দাগ স্পষ্ট
- বিছানার পাশেই সিলিংয়ে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় পরিবারের কর্তার দেহ ঝুলছিল
- অনটনের জেরে স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করে ওই তরুণ আত্মঘাতী হন বলে প্রাথমিক অনুমান

পদত্যাগ স্বপনের, চেয়ারম্যান উৎপল

মালবাজার, ১৬ জানুয়ারি : অবশেষে পদত্যাগ করলেন স্বপন সাহা। বৃহস্পতিবার লাটাগুড়িতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে উৎপল ভাদুড়ির নাম ঘোষণা করলেন জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। শীঘ্রই নতুন পদে শপথ নেবেন বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল। এদিন দীর্ঘ বৈঠকের পর মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়, মাল ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ, টাউন সভাপতি অমিত দে, জেলার যুব সভাপতি সন্দীপ ছেত্রীকে পাশে নিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মহুয়া।

লাটাগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে মাল পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক শুরু হয় দুপুর সাড়ে বারোটায়। ঘণ্টা দেড়েক বৈঠকের পর দলের উচ্চ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত সংবাদমাধ্যমকে জানান মহুয়া। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান পদে উৎপল ভাদুড়ির নাম ঘোষণা করেন। তবে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা হয়নি। তবে, পুরসভার দলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নারায়ণ দাসকে।

লাটাগুড়িতে বৈঠক শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় বসে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন স্বপন। সেখানে তিনি লিখেছেন, '...আজ বোধহয় সেই আমিই রণক্লান্ত। শত শত মিথ্যা চক্রান্তে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত।' এরপরই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে স্বপন লিখেছেন, 'দিদি তাই আমি মালবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগ করছি। এই চিঠিকে আমার পদত্যাগপত্র হিসাবে দেখার অনুরোধ করছি।' এদিন স্বপনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'দলের নির্দেশ মেনেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি। দল যেটা করেছে নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করেই করেছে।'

জেলা সভানেত্রী জানান, দল থেকে সাসপেন্ড হলেও স্বপদে বহাল ছিলেন স্বপন সাহা। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হয়েছে মাল পুরসভায়। যার অবসান ঘটানো খুব প্রয়োজন ছিল। চেয়ারম্যান পদত্যাগ না করলে দলের তরফে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হত। সেক্ষেত্রে দলের সমস্ত কাউন্সিলার তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিতেন। মহুয়া বলেন, 'সোম-মঙ্গলবারের মধ্যেই নতুন চেয়ারম্যানের শপথগ্রহণের সম্ভাবনা আছে।' উৎপল এদিন বলেন, 'সকল কাউন্সিলারের মতামত নিয়েই আগামীদিনে মাল পুরসভার কাজকর্ম চলবে। দলের নির্দেশ মেনে নাগরিক পরিষেবা দেব।'

গত সেপ্টেম্বরে দল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর প্রায় দেড় মাস ছুটিতে ছিলেন স্বপন সাহা। নভেম্বরের মাঝামাঝি পুরসভায় তিনি নিজের পদে যোগ দিতেই জটিলতা বেড়ে যায়। চেয়ারম্যানের পদে স্বপন থাকলেও পুরসভার দায়িত্ব দেওয়া হয় ভাইস চেয়ারম্যান উৎপলকে। মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক নিজে সেই ঘোষণা করেছিলেন। তার পরেও জট কাটেনি। সে সময় স্বপন জানিয়েছিলেন, একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই তিনি পদত্যাগ করবেন।

পরবর্তীতে জেলা সভানেত্রী মহুয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয় কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক করে বিষয়টি সমাধান করার। কয়েকদফা বৈঠকে প্রথমে জট কাটেনি। অবশেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে উৎপলকে দায়িত্ব দিল দল।

সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'স্বপন সাহা আরও আগে পদত্যাগ করলে ওঁর সম্মান রক্ষা হত, যেটা উনি পারলেন না।' যাঁর মামলার জেরে মাল পুরসভায় এত তোলপাড় সেই আইনজীবী সুমন শিকদার বলেন, 'আমার লড়াই অর্ধসমাপ্ত। প্রাক্তন চেয়ারম্যানের পাশাপাশি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে হবে।' বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী বলেন, 'বিজেপি বরাবরই মাল পুরসভাকে দুর্নীতিগ্রস্ত দাবি করেছে। আজ তৃণমূল নিজেই তা প্রমাণ করে দিল তাদের দলের চেয়ারম্যানকে সরিয়ে। নতুন চেয়ারম্যানকে স্বচ্ছভাবে কাজ করার অনুরোধ করব।'

দীর্ঘ বৈঠকের পর নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করছেন মহুয়া গোপ।

চল একটু গেম খেলি।।

মালদা বইমেলায়। বৃহস্পতিবার। ছবি : অরিন্দম বাগ

কোটি টাকা প্রতারণায় ধৃত ১

সাইবার ক্রাইম

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : ভুয়ো ওয়েবসাইট বানিয়ে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতের নাম দিনেশ ছাতুই। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার সিতাকুরদিয়া এলাকায়। নিজেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বলে দাবি করেছেন ধৃত।

অভিযুক্ত তরুণ শেয়ার বাজার সহ একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়েবসাইট খুলে কারও টাকা দ্বিগুণ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে, কাউকে আবার সরকারি চাকরি দেওয়ার নাম করে কোটি কোটি টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নেয়। সম্প্রতি রায়গঞ্জের এক বাসিন্দা শেয়ার বাজারে টাকা দ্বিগুণের কথা শুনে দশ লক্ষ টাকা ডিপোজিট করে। একমাস পরে দেখায় তাঁর টাকা শেয়ার বাজারে কুড়ি লক্ষ টাকা হয়ে গিয়েছে। সেই টাকা তুলতে গিয়ে হয় বিপত্তি। ব্যাংকে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, একটি ভুয়ো ওয়েবসাইটের প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এরপর রায়গঞ্জ সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হন প্রতারিত। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই অভিযুক্তের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে বুধবার গভীর রাতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে গ্রেপ্তার করে কর্ণজোড়া সাইবার ক্রাইম থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

এপ্রসঙ্গে প্রতারিত এক ব্যক্তি বলেন, 'আমি শেয়ার বাজারে ৩০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিলাম। পরবর্তীতে সেটা ৪০ লক্ষ টাকা হয়। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সেই টাকা তুলতে গেলে আমার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।' তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণ রাজ্য সরকারের ওয়েবেল সহ অন্য দপ্তরে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি দেওয়ার নাম করেও টাকা হাতিয়েছে অভিযুক্ত। এই ঘটনায় প্রায় ১০০ জন জড়িত রয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। এই মুহূর্তে চার কোটি টাকা প্রতারণার হদিস মিললেও আরও দশ কোটি টাকা প্রতারণা করেছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর। পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার জানান, 'ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

> ধৃতের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
>
> **মহম্মদ সানা আখতার**
> *পুলিশ সুপার, উত্তর দিনাজপুর*

রেলের জরিমানা

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণকারী ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ১৪১ জন যাত্রীর থেকে মোট ৪৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকার জরিমানা আদায় করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এই পরিসংখ্যান গত এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাসের। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বললেন, 'এই অভিযান জারি থাকবে।'

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্ট অফিস : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা, সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৩৬, তারিখ : ১৪.০১.২০২৫। কাজের নাম :** মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে (৮৯টি স্টেশন) দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ (অমৃত স্টেশন ব্যতিরেকে)। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৭৮,৮৪,৩৩৬.০৬ টাকা। **বায়নামূল্য:** ১,৫৭,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় :** ২২.০১.২০২৫ তারিখ থেকে ০৫.০২.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশবোর্ড:** www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে অফিস/এমএলডিটি। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

(MLD-199/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ১৯০-১৯২-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ: ১৩.০১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পো.অ.: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ক্র.নং-১। টেন্ডার নম্বর: ১৯০-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম :** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে এইএন/নিউ ফরাক্কা-র অধীনস্থ সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/নিউ ফরাক্কা-এর চামাগ্রাম (ব্যতীত) নিউ ফরাক্কা-বড়হারোয়া (আপ ও ডাউন ২৬১.০-২৭২.০), বনিডাঙ্গা-বনিডাঙ্গা লিঙ্ক কেবিন (আপ ও ডাউন ০.০-১.৫), বিসি কার্ড (আপ ও ডাউন ০.০-২.৩৪৫) এবং নিউ ফরাক্কা এ-বি (এসএল ০.০-০.৯)-এর সেকশনে বিভিন্ন ট্র্যাক কার্যকলাপ সংক্রান্ত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৫৪,২৮,৫৯৮.২০ টাকা। **ক্র.নং-২। টেন্ডার নম্বর : ১৯১-এমএলডিটি- ২৪-২৫। কাজের নাম :** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/জামালপুর-এর অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/জামালপুর-I-এর ভাগলপুর (ব্যতীত)-জামালপুর (ব্যতীত) সেকশনে ম্যানুয়াল মাধ্যমে লুপ লাইনের সিটিআর(এস) ৩ কিমি. এবং টিআরএফ ১৯.৩ টিকেএম.-এর কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৭৭,৯৫,৬৭১.৬২ টাকা। **ক্র.নং-৩। টেন্ডার নম্বর : ১৯২-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম :** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/এল/জামালপুর-এর অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে-I/জামালপুর-এর সেকশনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ আকবরনগর, বরিয়ারপুর, সুলতানগঞ্জ ও কল্যাণপুর রোড-এ ডিরেকশনাল লুপ এবং আইআরপিডব্লুএম অনুযায়ী যেখানে ডিউ/ওভারডিউ রয়েছে এমন অবস্থানে টিএফআর-এর সংস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৮০,৮৯,৯৪৫.৯১ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৫.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড:** www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/মালদা।

(MLD-198/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পর্যটন মানচিত্রে আসছে হিলির 'রণাঙ্গন'

বিধান ঘোষ

হিলি, ১৬ জানুয়ারি : জাতীয় পর্যটন মানচিত্রে হিলিকে যুক্ত করল ভারতীয় সেনা। ১৯৭১ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে হিলির রণাঙ্গন পর্যটকের কাছে তুলে ধরবে ভারতীয় সেনা। বিশেষ পোর্টালের মাধ্যমে পর্যটকরা আবেদন করে ওই রণাঙ্গন ভ্রমণ ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে সমৃদ্ধ হতে পারবেন। সেনা দিবসে হিলির রণাঙ্গনকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে উদ্বোধন করেছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী। উদ্বোধন মঞ্চ ভারতীয় সেনার বীরগাঁথা ভূমি পরিদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন রাজনাথ সিং।

১৯৭১ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন ছিল হিলি। পশ্চিম পাকিস্তানের অতর্কিত হামলায় চারশোরও বেশি সেনা শহিদ হন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও যুদ্ধে এমন ঘটনা নেই। ওই যুদ্ধের সবথেকে বেশি দিন চলা রণাঙ্গন হিলি। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিলি রণাঙ্গন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রক ভারতীয় সেনার সাফল্যমণ্ডিত স্থলগুলিতে পর্যটনকেন্দ্র গড়তে তুলতে উদ্যোগী হয়। ভারতীয় সেনার সূর্যগাঁথা নামে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভারতের ৮টি রণাঙ্গনকে চিহ্নিত করে তুলে ধরেছে সেনা। ওই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের হিলি রণাঙ্গনকে তুলে ধরেছে ভারতীয় সেনা। ভারত সরকারের ভারত রণভূমি দর্শন নামে ওয়েব পোর্টালে আবেদন করে পর্যটকরা হিলি রণাঙ্গন ভ্রমণ, সেনার বীরত্ব ও যুদ্ধকাহিনী জানতে পারবেন। বুধবার ভারতীয় সেনা দিবসের সন্ধ্যায় মহারাষ্ট্রের পুনেতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ওই পোর্টালের উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ওই অনুষ্ঠানে হিলির শহিদ বেদি প্রাঙ্গণ থেকে লাইভে উপস্থিত ছিলেন সেনার ত্রিশক্তি বাহিনীর সেনারা। হিলিকে পর্যটন মানচিত্রে যুক্ত করার পাশাপাশি জাতীয় যুদ্ধ সংগ্রহশালা নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। সেনা দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'ভারতীয় সেনার বীরত্ব মানুষের কাছে তুলে ধরতে রণাঙ্গনগুলিতে পর্যটনকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। ভারত রণভূমি দর্শনের মাধ্যমে মানুষ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৮টি যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যটকরা যেতে পারবে। সীমান্তে পর্যটনের বিকাশ হবে ও মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।'

স্থানীয় নৃত্যশিল্পী সুচরিতা পান্ডের কথায়, 'ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি জানতে পারি। হিলি রণাঙ্গনকে পর্যটনকেন্দ্রে তুলে ধরায় আমি তথা সমগ্র হিলিবাসী গৌরবান্বিত বোধ করি। আমাদের স্থানীয় মানুষও পর্যটনকেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে উপকৃত হবেন। তার সঙ্গে যুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে পরিকাঠামোগত উন্নয়নেরও আবেদন করি।'

হিলি ওয়ার মেমোরিয়াল। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

> ভারতীয় সেনার বীরত্ব মানুষের কাছে তুলে ধরতে রণাঙ্গনগুলিতে পর্যটনকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। ভারত রণভূমি দর্শনের মাধ্যমে মানুষ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৮টি যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যটকরা যেতে পারবে।
>
> **রাজনাথ সিং**
> *কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী*

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা নূতন হাজরা - কে

14.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 59B 42978 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার খবরটি জানতে পেরে খুবই অবাক হয়েছিলাম। আমার সুখ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল কারণ আমি কখনও এক কোটি টাকা জিতবো কল্পনাও করিনি। এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমাদের সাহায্য করবে আর্থিক পরিস্থিতি উন্নতি করতে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সরস্বতীপুজোর আর বেশিদিন বাকি নেই। আলিপুরদুয়ারে চলছে তোড়জোড়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মহাসড়কের যানজটে ভোগান্তি

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৬ জানুয়ারি : মহাসড়কের কাজে ভোগান্তি আমজনতার। প্রত্যেকদিন যানজট এতটাই তীব্র আকার নিচ্ছে যে তার নাগপাশে আটকে চরম ভোগান্তিতে অধ্যাপক থেকে স্কুল পড়ুয়া, প্রতিটি শ্রেণির মানুষ। কবে শেষ হবে কাজ, অধীর আগ্রহে প্রত্যেকেই। ট্রাফিক পুলিশ থাকলেও অনিয়ন্ত্রিত ডাম্পার চলাচলও যে যানজটের অন্যতম কারণ, তাও অজানা নয় কারও। যা নিয়েও রয়েছে ক্ষোভ। ফালাকাটা থেকে আলিপুরদুয়ারের সলসলাবাড়ি পর্যন্ত ৪১ কিলোমিটার চার লেনের ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর বা মহাসড়কের কাজের জন্যই সময়ের মূল্য চোকাতে হচ্ছে সকলকে।

ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক শান্তনু রায় বুধবার এক ঘণ্টা দেরিতে কলেজে পৌঁছান। তাঁর এই দেরির মূলেই পলাশবাড়ির সনজয় ডাইভারসনের তীব্র যানজট। কালীপুর থেকে ফালাকাটার একটি স্কুলে সন্তানকে মোটরবাইকে পৌঁছে দেন অমল সরকার। যানজটের জন্য তাঁরও প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি হয়। এমন উদাহরণের শেষ নেই প্রতিদিন। কার্যত ১ ডিসেম্বর থেকে চলছে দুর্ভোগ। ওইদিন থেকেই ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে জোরকদমে রাস্তার কাজ চলছে। এখন পুরোনো রাস্তার দু'পাশে মাটি ফেলা হচ্ছে। এই কাজ চলছে ফালাকাটার সন্তোষ দোকান, নতুন সাইনবোর্ড, গরম চা, আসাম মোড়, বালুরঘাট, শিশাগোড়, কালীপুর এবং আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের গুদামটারি মোড়, নিউ রোড, শিমুলতলা, মেজবিল, নিউ পলাশবাড়ি, পুঁটিমারি মোড়, শালকুমার মোড়, সাহেবপোঁতা এলাকায়। মাটি ফেলার কাজে শতাধিক ডাম্পার চলছে প্রত্যেকদিন। আবার আর্থমুভার দিয়ে ওই মাটি লেভেল করা হচ্ছে। যার জন্য মূলত যানজট।

পাশাপাশি ডাম্পারের কারণে অবরুদ্ধ রাস্তা। ফালাকাটার শিশাগোড়ে।

প্রতিদিন হয়রানি

- ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে রাস্তার কাজ চলছে
- পুরোনো রাস্তার দু'পাশে মাটি ফেলা হচ্ছে
- মাটি ফেলার কাজে শতাধিক ডাম্পার চলছে প্রত্যেকদিন
- আবার আর্থমুভার দিয়ে ওই মাটি লেভেল করা হচ্ছে, যার জন্য মূলত যানজট
- কারণ, নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে রাস্তার ধারে মাটি ফেলছে ডাম্পার

কারণ, নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে রাস্তার ধারে মাটি ফেলছে ডাম্পার। কখনও একটি ডাম্পারের পেছনে আরেকটি ডাম্পার দাঁড়িয়ে থাকছে। কখনও আবার দুটি ডাম্পার মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছে। ফলে ওই সময় অন্য যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। এছাড়াও ফালাকাটার চরতোর্ষা ডাইভারশন বেশি প্রশস্ত নয়। একই পরিস্থিতি পলাশবাড়ির সনজয় ডাইভারশনেরও। তাই এই দুটি ডাইভারশনেও যানজট যেন নিত্যদিনের সমস্যা। আবার শিলতোর্ষা নদী থেকে বালি, পাথরের প্রচুর ট্রাক এই রাস্তায় যাতায়াত করাতেও যানজট হচ্ছে। মাটি ফেলার কাজ চলতে থাকায় ধুলোময় হয়ে উঠছে প্রতিটি এলাকা।

অধ্যাপক শান্তনু রায় বলেন, 'শুধু একদিনের সমস্যা নয়। মাঝেমধ্যে এরকম যানজটের কারণে সঠিক সময়ে কলেজে পৌঁছোতে পারছি না।' কালীপুরের বাসিন্দা অমল সরকারের কথায়, 'এমনিতে রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা। তার মধ্যে একবার যানজটে ফেঁসে গেলে ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিতে খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে।' শিশাগোড়ের আরেক বাসিন্দা মিঠুন সরকার পেশায় ব্যবসায়ী। রোজ মোটরবাইকে যাতায়াত করেন। মিঠুন বলেন, 'যানজটের জন্য মাঝেমধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোতে দেরি হচ্ছে।' মহাসড়কের সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্তা বলেন, 'যেখানে যেখানে মাটির কাজ হচ্ছে, সেখানে ডাম্পার নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক পুলিশ রয়েছে। কোথাও খুব বেশি যানজট হচ্ছে না।'

নাশকতা রোধে টহল আলিপুরদুয়ারে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৬ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসের ঢের বাকি। কিন্তু আন্তর্জাতিক সীমান্তের পাশাপাশি এখন জেলা সীমানাতেও রাতদিন পুলিশি তৎপরতা, নজরদারি। ২৬ জানুয়ারিকে কেন্দ্র করে নাশকতা রোধে আলিপুরদুয়ারে এত আগাম প্রস্তুতি কেন? কিছুদিন আগে জঙ্গিদের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ার প্রমাণ হাতে আসা এবং বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে বজ্র আঁটুনির পরিকল্পনা, শোনা যাচ্ছে পুলিশ মহল থেকে। বিশেষ নিরাপত্তার কথা বলছেন জেলার পুলিশকর্তারাও। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর বক্তব্য, 'অন্যান্য বছরের মতো এবছরও আমরা প্রজাতন্ত্র দিবসকে কেন্দ্র করে আগাম গোটা জেলাকে নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলছি। নাকা তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। দিনরাত এই নাকা তল্লাশি চলবে। এতে আমরা অপ্রত্যাশিত মানুষের

আনাগোনা যেমন রুখতে পারব, তেমনই চোরাচালান, পথ দুর্ঘটনা রোখার ক্ষেত্রেও ভালো ফল পাওয়া যাবে।'

অস্থির বাংলাদেশ খুব কাছেই। জেলা ঘেঁষে রয়েছে ভুটান। সীমানা রয়েছে অসমের। ফলে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ার জেলা সবসময়ই স্পর্শকাতর। এর মধ্যে কিছুদিন আগেই জেলায় আনসারউল্লা বাংলা টিমের তৎপরতা টের পাওয়া গিয়েছে। একসময় (যদিও তখন আলিপুরদুয়ার জেলা হয়নি) কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা কেএলও-র বেশ কয়েকটি ডেরাও ছিল আলিপুরদুয়ারে। ফলে বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি আলিপুরদুয়ারের মাটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নতুন করে তৎপর হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। এমন সমস্ত দিকে নজর রেখে এবছর প্রজাতন্ত্র দিবসকে কেন্দ্র করে বিশেষ নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে চাইছে জেলা পুলিশ। যে কারণে ১০ দিন আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে নাকা চেকিং। পুলিশ সূত্রে খবর, অসম সীমানার পাশাপাশি ভুটান ও বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলিতে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। চলছে নাকা চেকিং। জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে কোচবিহার সীমানার ভাটিবাড়ি, অসম সীমানার পাখড়িগুড়ি, জয়গাঁ, ফালাকাটা, তেলিপাড়া, কুমারগ্রাম সহ কয়েকটি এলাকায় বিশেষ তল্লাশি শুরু হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের ট্রাফিক ইনস্পেকটর অভিষেক ভট্টাচার্য জানান, অসম, ভুটান এবং কোচবিহার জেলার দিক থেকে জেলায় ঢোকা প্রত্যেকটি গাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি, বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। নজর রাখা হচ্ছে শপিং মল সহ জনবহুল এলাকাগুলিতে।

জেলা পুলিশের এক কর্তার বক্তব্য, একসময় এই জেলায় কেএলও আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এখানে অসমের বিভিন্ন জঙ্গিদের আনাগোনাও বেড়েছিল। তারমধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই নিরাপত্তায় জোর।

কড়া নজর

- ও'পারের বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি
- আনসারউল্লা বাংলা টিমের তৎপরতা
- ভুটানের পাশপাশি রয়েছে অসম সীমানা
- নিরাপত্তার বিশেষ নজরে প্রজাতন্ত্র দিবস

সরকারের ভরসায় সঞ্জীবের পরিবার

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৬ জানুয়ারি : ১১ দিন পরও অসমের কয়লা খাদান দুর্ঘটনায় এরাজ্যের এক শ্রমিক সঞ্জীব সরকার এখনও নিখোঁজ। তাই প্রবল আর্থিক দুরবস্থায় অসম ও বাংলার দুই সরকারের কাছেই সাহায্যের আবেদন করল তাঁর পরিবার। ফালাকাটার রাইচেঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জীবই পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য। বাড়িতে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও চার বছরের পুত্রসন্তান। সঞ্জীবের বাবা বছর ৬৫-র কৃষ্ণপদ সরকার টোটো চালান। তবে বার্ধক্যজনিত কারণে বেশি পরিশ্রম করতে পারেন না। এই অবস্থায় সঞ্জীবের খোঁজ না মেলায় উদ্বিগ্ন গোটা পরিবার। অন্যদিকে, আগামীদিনে সংসার চালানো নিয়েও অত্যন্ত চিন্তিত পরিবার। যেহেতু দুর্ঘটনাস্থল অসম এবং ওই শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা, তাই দুই রাজ্য থেকেই সরকারি সাহায্য আশা করছেন তাঁর পরিজনেরা।

গত ৬ জানুয়ারি অসমের উম্রাংসোতে এক কয়লা খাদানে মাটি চাপা পড়েন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। পরে খাদানের ভিতরে কয়েকশো ফুট জল ঢুকে যায়। সেখান থেকে চারজন শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হলেও এখনও অনেকে নিখোঁজ। তাঁর মধ্যে আছেন ফালাকাটার সঞ্জীবও। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান তাঁর বাবা, শ্বশুর অনিল সরকার এবং বোনের স্বামী বিচিত্র দাস। তাঁরা এখনও সেখানেই আছেন। বৃহস্পতিবার ফোনে বিচিত্র বলেন, 'এখনও ১২টি পাম্প চলছে। তবে খাদানের জলস্তর খুব বেশি কমছে না। আমরা আপাতত বাড়ি ফিরতে চাইছি। তবে অসম সরকার এই ঘটনায় কোনও ঘোষণা করতে পারে, তাই অপেক্ষায় আছি।' আর কোনও সুবিধা না পেলে শুক্রবার স্থানীয়

> দুর্ঘটনাটি ঘটেছে অসমে। তাই অসম সরকার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলে ভালো হয়। আবার আমাদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানবিক। দুরবস্থায় পড়ে তাই আমরা রাজ্য সরকারের কাছেও সহায়তার আর্জি জানাচ্ছি।
>
> **অনিল সরকার,** *নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের শ্বশুর*

থানায় দরকারি নথি জমা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। যদিও এখনও মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। তবে এতদিন খাদানের ভিতরে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম বলেই মনে করছেন পরিজনরা। ইতিমধ্যেই চারজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাই তাঁর অবর্তমানে ভবিষ্যতের কথা ভেবে ক্ষতিপূরণ নিয়ে চিন্তিত সঞ্জীবের পরিবার।

বিচিত্র আরও জানান, বাড়িতে সঞ্জীবই মূল রোজগেরে। তিনিই সংসার চালাতেন। তাঁর বাবা স্নায়ুর রোগে আক্রান্ত। তিনি সেভাবে টোটো চালাতেও পারেন না। তাই সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলে ভালো হয়। সঞ্জীবের বাবা বলার মতো অবস্থায় নেই। সঞ্জীবের শ্বশুর বললেন, 'দুর্ঘটনাটি ঘটেছে অসমে। তাই অসম সরকার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলে ভালো হয়। আবার আমাদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানবিক। দুরবস্থায় পড়ে তাই আমরা রাজ্য সরকারের কাছেও সহায়তার আর্জি জানাচ্ছি।'

সরকারি সাহায্য ছাড়া গোটা পরিবারটি দাঁড়াতে পারবে না। চার বছরের নাতির ভবিষ্যৎও এখন প্রশ্নের মুখে বলেও তিনি জানান। সঞ্জীবের পরিজনদের আবেদনে সহমত ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন। তিনি বলেন, 'অসম সরকার নিশ্চয়ই কোনও ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করবে। সঞ্জীব আমাদের রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে অসমে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। তাই এই রাজ্য সরকারের কাছে আমারও দাবি যাতে সঞ্জীবের পরিবারের কাউকে কোনও একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।'

ছোট্ট তারা

১১ মাস বয়স থেকেই ভারতের জাতীয় সংগীত না দেখেই গাইতে পারে জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব হেদায়েৎনগরের সৌমিলি বিশ্বাস। এখন তার বয়স ২ বছর। তার এই দক্ষতার জন্য জুটেছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিও।

বুথ কমিটি গঠন নিয়ে সভা

ফালাকাটা, ১৬ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার ফালাকাটার কালীপুরে বিজেপির সভা হয়। বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি বুথ কমিটি গঠন করা নিয়ে আলোচনা হয়। দলের এই মণ্ডলের অধীনে ফালাকাটা-২ ও পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে ৩৬টি বুথ কমিটি রয়েছে।

এবিষয়ে মণ্ডল সভাপতি ভবেশচন্দ্র বালো বলেন, 'প্রতিটি বুথ কমিটি নতুন করে গঠিত হবে। সেসব প্রক্রিয়া নিয়েই এদিন মণ্ডল স্তরে মিটিং করা হয়। সেখানে মণ্ডল কমিটির সব কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।' এছাড়াও আলোচনা সভায় ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, দলের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চালু পিকনিক স্পট

কালচিনি, ১৬ জানুয়ারি : বক্সা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে থাকা রায়মাটাং বনবস্তি পিকনিক স্পট পুনরায় চালু করা হল। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি অসীমকুমার লামা ফিতে কেটে ওই পিকনিক স্পটটির উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, 'বন দপ্তরের নির্দেশে প্রায় চার বছর ধরে বন্ধ ছিল পিকনিক স্পটটি। বন দপ্তর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ায় পুনরায় সেটি চালু করা হল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ওই পিকনিক স্পটটি সকলের মন জয় করবে।' এই পিকনিক স্পটটি হলে স্থানীয়রা আসতে পারবেন খুব সহজে। তাছাড়া গ্রামবাসীদের উপার্জন বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য অনুশীলন আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

গণবিবাহে বিহু নৃত্য

ফালাকাটা, ১৬ জানুয়ারি : ময়রাডাঙ্গার শুকরা কিসকু ও সুখমণি টুডু একেবারেই দরিদ্র। বাড়িতে বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠান করার সামর্থ্য নেই। তাই পাঁচ মাইলের গণবিবাহে পাত্রপাত্রী হিসেবে ক'দিন আগেই নাম নথিভুক্ত করেন দুজনই। আর বৃহস্পতিবার সেই প্রতীক্ষার অবসান। তবে শুধু বিয়েতে চার হাত এক হওয়াই নয়, আসরে বসে সুখরা, সুখমণিদের মতো আরও অনেক পাত্রপাত্রী অসমের শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও উপভোগ করলেন।

ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ মাইলের গণবিবাহের এবার ১৮তম বর্ষ। বিভিন্ন এলাকার দরিদ্র পাত্রপাত্রীদের জন্যই এই উদ্যোগ শুরু করেছিল পাঁচ মাইলের বাইসন ক্লাব। এবার আদিবাসী, মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর মোট ৫৪ জোড়া পাত্রপাত্রীর বিয়ে দেওয়া হয়। নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি মেনেই বিয়ের পর্ব সারা হয়। এজন্য পাঁচ মাইল গোপ্পু মেমোরিয়াল হাইস্কুলের মাঠে বিশাল প্যান্ডেল তৈরি হয়। আয়োজক বাইসন ক্লাবের চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাসের কথায়, 'সব ধর্মের দরিদ্র পাত্রপাত্রীদের বিয়ে দেওয়ার জন্যই

> বিয়ের আসরে বসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও দেখি। একসঙ্গে অনেকজনের বিয়ে। প্রচুর লোকজনের ভিড়। এ সবকিছুই জীবনে স্মৃতি হয়ে রইল।
>
> **রাজু মুন্ডা**
> *তরুণ, সরগাঁও চা বাগান*

আমাদের এই আয়োজন। ক্লাব সদস্য ও এলাকার মানুষের আর্থিক সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান করা হয়। আর বিয়ের আসরে বসে যেন পাত্রপাত্রী ও পরিবারের লোকজন আনন্দ পান সেজন্যই এদিন অসমের শিল্পীদের বিহু নৃত্য ও মালদার বাদ্যকারদের অনুষ্ঠান হয়।'

তবে বিয়ের আয়োজনে কোনও খামতি ছিল না। ধর্ম অনুযায়ী পাত্রপাত্রীদের বস্ত্র, প্রসাধনী সামগ্রী ক্লাবের তরফেই দেওয়া হয়। নবদম্পতিকে লেপ, তোষকও দেওয়া হয়। চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আবার সব শেষে ছিল খাবারের ব্যবস্থাও। পাত্রপাত্রীপক্ষের লোকজনও গণবিবাহে আমন্ত্রিত ছিলেন। সবার জন্য রাতের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, সবজি, মাছ, চাটনি ও মিষ্টি। এমন সব আয়োজনে স্বভাবতই খুশি পাত্রপাত্রী ও তাঁদের পরিজনরা। হাসিমারা থেকে আসা নবদম্পতি রবি খাড়িয়া ও তানিসা মোহালিরও একই বক্তব্য। পাত্রপক্ষের এক নিকট আত্মীয় শংকর মুন্ডা বললেন, 'ক্লাবের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।'

শুধু তাই নয়। রয়েছে আরও চমক। শনিবার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি আসবেন এই ক্লাবে। সেখানে এলাকাবাসীকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাইসন ক্লাবের চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস।

টুকরো খবর

বীজ বিলি

জটেশ্বর, ১৬ জানুয়ারি : ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তপশিলি উপজাতি অধ্যুষিত অনুন্নত এলাকার চাষিদের স্বনির্ভর করে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুলাগাঁও, কড়াইবাড়ি, দলগাঁও বস্তি এলাকার ৪০ জন কৃষককে বোরো ধানের বীজ বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক চাষিকে ১০ কেজি বীজ মাথাপিছু বিতরণ করা হয়। কৃষকদের হাতে বীজধান বিতরণ করেন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন এবং কৃষকরত্ন স্বপন ভদ্র।

পুলিশ হেপাজত

সোনাপুর, ১৬ জানুয়ারি : বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের উত্তর চকোয়েখেতি এলাকায় পপি চাষে যুক্ত কবির শেখ নামে মথুরা এলাকার এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়। এদিন সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা বলেন, 'অভিযুক্ত একাই ওই চাষে ছিল না। আরও কয়েকজন ছিল বলে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। সমস্ত বিষয় তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বীজ কোন জায়গা থেকে পেল, সেটাও আমরা খতিয়ে দেখব।'

প্রস্তুতি সভা

শালকুমারহাট, ১৬ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের লাল্টুরাম হাইস্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন নিয়ে এক প্রস্তুতি সভা হয়। সেখানে শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায় উপস্থিত ছিলেন। এই স্কুলে আগামী ২৫ থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত রজত জয়ন্তী বর্ষের মূল অনুষ্ঠান হবে। প্রস্তুতি চলছে বলে প্রধান শিক্ষক প্রাণতোষ পাল জানিয়েছেন।

বীরপাড়ার এই লেভেল ক্রসিংয়ের জায়গায় আরওবি তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের।

আরওবি নিয়ে জল্পনা উসকে দিলেন প্রকাশ

ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ শুরু

বীরপাড়া, ১৬ জানুয়ারি : বীরপাড়ার লেভেল ক্রসিংয়ের জায়গায় রেল ওভারব্রিজ (আরওবি) তৈরির কাজ শুরু হতে পারে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই। বৃহস্পতিবার বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাবের মাঠে দলের বীরপাড়া ১ নম্বর অঞ্চলের কর্মীসভায় ওই সম্ভাবনার কথা জানালেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। তিনি বলেন, 'উপনির্বাচনের মুখে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম জয়প্রকাশকে ভোট দিলে তিন মাসের মধ্যে আরওবি তৈরির কাজ শুরু করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে যাচ্ছি আমরা।'

রেলমন্ত্রক বিজেপি নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারের। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আরওবি তৈরিতে রেলমন্ত্রক ৫ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭০৮ টাকার টেন্ডার আহ্বান করলেও সেই কাজের পরবর্তী স্ট্যাটাস এখনও জানায়নি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক। সাম্প্রতিক অতীতে নয়া টেন্ডারও হয়নি। এদিকে, রাজ্য সরকার তৃণমূলের। তাই তৃণমূল সাংসদের ওই মন্তব্যে এদিন জল্পনা ছড়ায় বীরপাড়ায়। কোন অঙ্কে প্রকাশ ওই সম্ভাবনা দেখছেন, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। প্রকাশ অবশ্য প্রকাশ্য সভায় তাঁর বক্তব্যে জানান, ২৩ নভেম্বর উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পরদিনই তিনি দিল্লি যান। গত ২৫ নভেম্বর পার্লামেন্টের জিরো আওয়ারে বীরপাড়া এবং কামাখ্যাগুড়িতে দুটি আরওবি তৈরির দাবি জানান। তিনি বলেন, 'ডলোমাইটের দূষণে বীরপাড়ার মানুষ রোগে ভুগছেন। বক্তব্যে এসব জানিয়েছি। এরপর দলের অনুমতি নিয়ে রেলমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলি। প্রক্রিয়া অনেকদূর এগিয়েছে।'

বীরপাড়ার লেভেল ক্রসিংয়ে আরওবি তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। মাদারিহাট বিধানসভায় তৃণমূল-বিজেপির আকচা-আকচির অন্যতম প্রধান ইস্যু বীরপাড়ায় প্রস্তাবিত আরওবি। তবে আরওবির অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির জন্য জমি দিতে হবে রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরকে। প্রকাশ বলেন, 'আরওবি তৈরি করবে রেলমন্ত্রক। জমি দেবে রাজ্য সরকার। জমি নিয়ে রেল-রাজ্য যৌথ সমীক্ষার কাজ শেষ। ডিপিআর তৈরি করা হচ্ছে।' মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, তৃণমূলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাও কর্মীসভায় অংশ নেন।

চিলাপাতা উৎসবে মিশল আদিবাসীমেলা

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১৬ জানুয়ারি : চিলাপাতা উৎসবের সঙ্গে মিশে গেল রাজ্য সরকারের আদিবাসীমেলা। ফলে দু'দিনের উৎসব নতুন আঙ্গিকে হবে পাঁচদিন ধরে। নতুন উৎসবের সূচনা হচ্ছে ২০ জানুয়ারি। বৃহস্পতিবার চিলাপাতা উৎসব কমিটির সঙ্গে জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের বৈঠকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। অর্থাৎ চিলাপাতা উৎসবের ব্যাপ্তি ঘটছে। যা নিয়ে অত্যন্ত খুশি সকলেই।

চতুর্থ বর্ষ চিলাপাতা উৎসবের প্রস্তুতি চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। অতীতে এই উৎসব ফেব্রুয়ারিতে হলেও এবছর উৎসবের সময় এগিয়ে আনা হয়েছিল। ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি উৎসব হওয়ার কথা ছিল। তবে, বৃহস্পতিবার এমন কর্মসূচির বদল ঘটল। এবার দু'দিন নয়, পাঁচদিন ধরে চলবে চিলাপাতা উৎসব। একইসঙ্গে

চিলাপাতায় জেলা শাসক সহ অন্য আধিকারিকরা।

২০-২৪ জানুয়ারি চলবে রাজ্য সরকারের আদিবাসীমেলা। এদিন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতায় এই উৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ী, জনজাতি লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। সেখান ছিলেন জেলা শাসক আর বিমলা, অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিং, জেলার পর্যটন ওসি পাশাং ভুটিয়া।

উৎসব কোন জায়গায় হবে, সেই জায়গা পরিদর্শনের পর জেলা শাসক বলেন, 'চিলাপাতা উৎসব নিয়ে কমিটির সদস্যরা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন। ওইসময় ওঁদের প্রস্তাব দেওয়া হয় আদিবাসীমেলা একসঙ্গে করার। ওঁরা রাজি হওয়ায় এটা করা যাবে। অনুষ্ঠানগুলো পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষিত করবে।' অন্যদিকে, খুশি চিলাপাতা উৎসবের আয়োজকরাও। চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম সোসাইটির পক্ষ থেকে উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে গত তিন বছর ধরে। এবছরও সেই প্রস্তুতি চলছিল। ইতিমধ্যেই মঞ্চ তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে জেলা প্রশাসন উৎসবে শামিল হওয়ায় উৎসব আরও বড় হবে বলেই মনে করছেন ইকো ট্যুরিজম সোসাইটির সদস্যরা। এদিন ওই সংগঠনের সভাপতি গণেশচন্দ্র শা বলেন, 'এবছর আরও বড় উৎসব হতে চলেছে। আশা করছি উদ্বোধনের দিন কোনও মন্ত্রী থাকবেন। শোভাযাত্রা হবে। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। কিছুদিনের মধ্যেই সূচি নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।'

জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, ২০ ও ২১ জানুয়ারি রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীমেলা হবে। আলিপুরদুয়ার জেলার কোন জায়গায় এই মেলা করা যাবে তা দেখা হচ্ছিল। যেহেতু চিলাপাতায় বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। তাই এই জায়গাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে চিলাপাতা উৎসবের সঙ্গে। মূল মঞ্চ ছাড়াও বাইরে বেশ কয়েকটি তোরণ হবে। সেখানে ২০ এবং ২১ জানুয়ারি আদিবাসীমেলার পোস্টার থাকবে। আর বাকি দিন চিলাপাতা উৎসবের। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের তরফে ১০টি স্টল হবে। চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম সোসাইটির তরফে ৪টি স্টল থাকবে। মঞ্চে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা যেমন অনুষ্ঠান করবেন, তেমনই উৎসব কমিটি নানা অনুষ্ঠান করবে।

নিম্নমানের ভুট্টা বীজ নিয়ে ক্ষোভ চাষিদের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিম্নমানের ভুট্টার বীজ দেওয়ার অভিযোগ। বৃহস্পতিবার প্রায় পঞ্চাশজন কৃষক ডুয়ার্সকন্যার সামনে নিম্নমানের ভুট্টার বীজ প্রদানের অভিযোগ তুলে সরব হন। নিম্নমানের বীজের অভিযোগ জানিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা কৃষি দপ্তরে একটি স্মারকলিপি দিলেন ওই চাষিরা। সেই স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে বলে কৃষক প্রদীপ রায়, দীপ পণ্ডিত প্রমুখ জানালেন।

নিম্নমানের ভুট্টাবীজ প্রদানের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন কৃষি দপ্তরের কর্তারা। কৃষি দপ্তরের জেলা ডেপুটি ডিরেক্টর নিখিলকুমার মণ্ডলের বক্তব্য, 'জেলার একটি জায়গা থেকে ভুট্টার বীজ নিয়ে অভিযোগ উঠতেই ওই স্টকের সমস্ত বীজ বদলে দেওয়া হয়। তারপরে কৃষকদের উন্নত প্রজাতির ভুট্টাবীজ দেওয়াও হয়। কোথাও ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। যার জন্যই এমনটা হয়েছে।'

গত নভেম্বর মাস নাগাদ জেলা প্রশাসনের তরফে আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষকদের ভুট্টার বীজ দেওয়া হয়। তারপরেই কৃষকদের তরফে অভিযোগ ওঠে জেলা প্রশাসন যে বীজ দিয়েছে, সেগুলি রোপণ করলেও ভালো চারা তৈরি হয়নি। চারা তৈরি হওয়ার কয়েকদিন পরেই সেগুলি মরে যেতে থাকে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক, ফালাকাটা ও কালচিনি সহ বিভিন্ন ব্লকেই একই ছবি দেখা যায়। যার ফলে চলতি ভুট্টার মরশুমে জেলার প্রায় এক হাজার ভুট্টাচাষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে দাবি। চাষিরা কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের বিষয়টি জানান। সংগঠনের নেতারা বিষয়টি কৃষি দপ্তরের কর্তাদের জানান। কৃষি দপ্তর অবশ্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেও সমস্যা মেটেনি বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত চাষিরা গণস্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গত এক সপ্তাহ ধরে জেলার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করা হয়। বৃহস্পতিবার ডুয়ার্সকন্যায় স্মারকলিপির মাধ্যমে নিম্নমানের ভুট্টার বীজের জন্য চাষের বিষয়টি তুলে ধরেন।

নিম্নমানের ভুট্টাবীজ প্রদান একাধিক প্রশ্ন তুলেছে। তৃণমূল কিষান মজদুর সংগঠনের তরফে শ্যামল নাথ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের জন্য সব কিছু প্রদান করছেন। কিন্তু মাঝপথে সেগুলি বদলে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সংগঠন কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে।' জেলাজুড়ে শতাধিক হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ হয়। গতবছর ভুট্টার বীজে তেমন সমস্যা হয়নি। তবে এবারের ভুট্টাতে অনেক লোকসান হল বলে কৃষকরা জানালেন।

স্মরণসভা

পলাশবাড়ি, ১৬ জানুয়ারি : গত এক মাসের ব্যবধানে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মেজবিলে রাসমেলা কমিটির চারজন সদস্য প্রয়াত হয়েছেন। এদের মধ্যে যেমন রয়েছেন বছর চব্বিশের পরিযায়ী শ্রমিক ভোলা বর্মন, তেমনি বছর আটাত্তরের ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন। এছাড়াও প্রয়াত হয়েছেন চারুচন্দ্র রায় এবং লিটন সরকার।

ওঁনাদের স্মৃতিতে বৃহস্পতিবার একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে মেলা কমিটির প্রতিনিধিরা প্রয়াত সদস্যদের স্মৃতির উদ্দেশে নীরবতা পালন করেন। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তপনকুমার বর্মন বলেন, 'এরকম মৃত্যুযাত্রা আগে হয়নি। এভাবে এক মাসের ব্যবধানে চারজনকে হারানো ভাবনার বাইরে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সঙ্গী।। কোচবিহারের গোসানিমারিতে ছবিটি তুলেছেন সুদীপ্ত পাল।

রাজনীতির রং এড়িয়ে চলাই লক্ষ্য

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৬ জানুয়ারি : চেনা জায়গাটা হঠাৎ করেই যেন অচেনা হয়ে গিয়েছে। ট্রাক, ডাম্পারের সারি নেই, শ্রমিকদের বেলচা ঠেলার শব্দ নেই। আর্থমুভারের ব্যস্ততা নেই। ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ধীরগতিতে ঢুকতে ঢুকতে লেভেল ক্রসিংয়ের মাঝবরাবর মালগাড়ির দাঁড়িয়ে পড়া নেই। শুধুমাত্র ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জমে রাশি রাশি ডলোমাইট। বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশনে সোমবার থেকে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করে দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। এরপর থেকেই 'ডলোমাইট-যন্ত্রণা' কমেছে বীরপাড়ায়। স্বস্তিতে সাধারণ মানুষ।

মনোজ সাংসদ হওয়ার পাশাপাশি বিজেপির জেলা সভাপতিও। আবার বীরপাড়ায় ডলোমাইটের কারবার রাজনীতির রসদ জোগাচ্ছে বছরের পর বছর। ফলে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধে মনোজের ভূমিকা নিয়ে হিসেব করে মন্তব্য করছে তৃণমূলও। আরও বেশি সতর্ক 'ভয়েস অফ বীরপাড়া' নামে সংগঠনটি। বীরপাড়ায় ডলোমাইট দূষণ নিয়ে বিজেপি-তৃণমূলে আকচাআকচি বহু বছর ধরে। এরই মধ্যে ডলোমাইট দূষণ বন্ধের দাবিকে গণ আন্দোলনের রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিল অরাজনৈতিক সংগঠন 'ভয়েস অফ বীরপাড়া।' তবে তাদের গায়ে রাজনীতির রং যাতে না লাগে সেদিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সংগঠনটি।

মঙ্গলবার দলগাঁও রেলস্টেশনে আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম এবং মনোজ টিগ্গা বৈঠক করেন। ওই সময় বাগে পেয়ে ডিআরএম-কে চেপে ধরে ভয়েস অফ বীরপাড়াও। তবে হঠাৎ ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চার শতাধিক শ্রমিক কর্মহারা। তবে সংগঠনটির কর্মকর্তাদের বক্তব্য, শ্রমিকদের রুজি সংস্থানের পথে বাধা হতে চায় না সংগঠনটি। বরং সংগঠনটি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং পেশাগত নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তিত। তবে বীরপাড়ায় ডলোমাইট দূষণ রুখতে বদ্ধপরিকর তাঁরা। সংগঠনের সম্পাদক দেবদাস দে বলছেন, 'আমরা চাই প্রকল্পটি স্থানান্তরিত করা হোক।' প্রসঙ্গত বীরপাড়ায় ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিংয়ের বিরোধিতায় দলমতনির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে এক ছাতার তলায় এনে প্রবল আন্দোলন শুরু করতে পারলেও এভাবে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করে দেওয়ার সামর্থ্য ভয়েস অফ বীরপাড়ার ছিল না। এক্ষেত্রে আইনি জটিলতায় জড়াতে হত সংগঠনটিকে। উপনির্বাচনের মুখে ১২ ঘণ্টা বনধের ডাক দিয়েও শেষপর্যন্ত প্রত্যাহার করেছিল সংগঠনটি। সেদিক থেকে সরাসরি ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করতে পেরেছেন মনোজ। তবে রেলমন্ত্রক কেন্দ্রীয় সরকারের হওয়ায় এখনও পর্যন্ত কিছুটা হলেও 'বাড়তি সুবিধা' পাচ্ছেন বিজেপির মনোজ। মনোজ বিজেপির সাংসদ হওয়াতেই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ফের কাজ শুরু করার ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ করেনি রেলমন্ত্রক, এমনই জল্পনা এলাকায়।

মনোজের পদক্ষেপকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করলেও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণেই জোর দিয়েছেন তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকও। মনোজের কর্মপন্থার দায় নিতে নারাজ ভয়েস অফ বীরপাড়াও। বরং ভয়েস অফ বীরপাড়া ডলোমাইট ওঠানামার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে। শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা সংক্রান্ত সুবিধা, নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ভয়েস অফ বীরপাড়ার সভাপতি দেবদাস দে, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শিবশম্ভু বিশ্বাসরা। এদিকে, ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং ফের চালুর সম্ভাবনা নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত ইঙ্গিত দিতে পারেনি দলগাঁও রেলস্টেশন কর্তৃপক্ষও।

বীরপাড়ায় ডলোমাইটের কারবার বন্ধই

বৃহস্পতিবার শুনসান দলগাঁও রেলস্টেশনের ডলোমাইট ডাম্পিং গ্রাউন্ড।

স্থানান্তরিত হোক

- ডলোমাইট প্রকল্প বন্ধ হওয়ায় রুটিরুজি নিয়ে চিন্তায় শ্রমিকরা
- ভয়েস অফ বীরপাড়ার দাবি, শ্রমিকদের রুজি সংস্থানের পথে বাধা হতে চায় না তারা
- বরং সংগঠনটি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং পেশাগত নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তিত
- সংগঠনের দাবি, প্রকল্পটি স্থানান্তরিত করা হোক

> শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং পেশাগত নিরাপত্তা নিয়েও আমরা চিন্তিত। তবে বীরপাড়ায় ডলোমাইট দূষণ রুখতে বদ্ধপরিকর। আমরা চাই প্রকল্পটি স্থানান্তরিত করা হোক।
>
> **দেবদাস দে,** সম্পাদক ভয়েস অফ বীরপাড়া

বস্তিতে ঘুরছে জখম হাতি

জয়গাঁ, ১৬ জানুয়ারি : পুজোর পর যবে থেকে শীত পড়েছে, তবে থেকেই লোকালয়ে হাতির উৎপাত বাড়ছে। জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলির চাষের জমিতে হাতির আনাগোনা এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সপ্তাহখানেক আগেই ফালাকাটা শহরেই চলে এসেছিল জোড়া হাতি। এবার দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালবাহাদুর বস্তি এলাকায় ত্রাস ছড়াল এক মাকনা। সেই হাতিটি আবার জখম। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছে। বিকেল অবধি অবশ্য সেই মাকনা কোনও ক্ষয়ক্ষতি করেছে বলে খবর নেই। তবে এলাকায় আতঙ্ক কমছে না।

সম্প্রতি ফালাকাটা শহরে যে দুটি হাতি হানা দিয়েছিল, তাতে কেউ জখম না হলেও কোথাও পাঁচিল ভেঙেছিল, আবার কোথাও ডিভাইডার ভেঙেছিল। এদিকে, এদিন গোপালবাহাদুর বস্তিতে সকাল থেকেই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় সেই হাতিটিকে। অতিরিক্ত উৎসাহীরা আবার ফালাকাটার মতোই এখানেও হাতি দেখতে ভিড় করেন। যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরাই জানিয়েছেন, হাতিটির পায়ে ও পেটে আঘাত দেখতে পেয়েছেন। হাতিটি এলাকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে যায় একটি মাঠে। আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা খবর দেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ভার্নাবাড়ি বিটে। খবর পেয়ে কর্মীরা এলাকায় আসেন। দুপুর থেকে বিকেল অবধি এলাকায় ঘুরে ঘুরে সেই হাতির খোঁজে তল্লাশি চলে। কিন্তু তার আর দেখা মেলেনি বলে জানিয়েছেন ভার্নাবাড়ি বিটের অফিসার যোগেশ্বর রায়। অতএব সেটি এলাকাতেই রয়ে গিয়েছে, নাকি জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে, সেটাও স্পষ্ট নয়। যোগেশ্বর বলেন, 'এলাকাবাসীদের থেকে পাওয়া হাতিটির ভিডিও দেখলাম। তাতে হাতিটির শরীরে যে আঘাত দেখেছি সেটা অন্য কোনও হাতির সঙ্গে মারামারির ফলে হতে পারে। আহত হাতিটিকে খুঁজে বের করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।'

এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রায়শই হাতি দেখতে দেখতে তাঁরা অভ্যস্ত। তবে সচরাচর তাদের দেখা মেলে জঙ্গল লাগোয়া লোকালয়ে। এভাবে এলাকার অলিতে-গলিতে হাতি ঘুরে বেড়াতে তাঁরা কেউ দেখেছেন বলে মনে করতে পারছেন না। এদিন সকাল থেকে এই দৃশ্য দেখে ঘর থেকে প্রয়োজন ছাড়া বের হননি কেউই। শিশুদের স্কুলে পাঠাননি অভিভাবকরা। কিশোর রাই নামের এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেছেন, 'এদিন সকালে তো আমাদের ঘুমই ভাঙল হাতির ডাকে। তবে দেখলাম, হাতিটির চলাফেরা করতে কষ্ট হচ্ছিল। এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে কেউ আঘাত করেনি হাতিটিকে, সেটা জানি। কারণ বুধবার রাত অবধিও হাতিটি এলাকায় ছিল না।' তিনিও দাবি করেছেন, হাতিটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করুক বন দপ্তর।

এদিন হাতিটি কোনও ভাঙচুর না করলেও এলাকার বাসিন্দারা স্বস্তি পাচ্ছেন না। তাঁরা বলছেন, বুনো হাতির সবটাই মর্জির ওপর নির্ভর করে। এখনও কিছু ক্ষয়ক্ষতি করেনি বলে যে এরপর তা করবে না, এমনটা নয়। 'জখম থেকে যন্ত্রণা বেড়ে গেলেই তাণ্ডব শুরু করতে পারে হাতিটি', বললেন থুলু তামাং নামে স্থানীয় এক বৃদ্ধা। তিনি আরও বলেন, 'হাতিটিকে দুপুর অবধি ঘুরতে দেখলাম এলাকায়। মাঠে দাঁড়িয়েছিল। বন দপ্তরের গাড়ি দেখে কোথায় যে চলে গেল কে জানে। তবে এই অবস্থায় বনকর্মীদের টহল চাইছি এলাকায়। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

যা ঘটেছে

- সকালে গোপালবাহাদুর বস্তিতে ঢুকে পড়ে হাতিটি
- তার পায়ে ও পেটে আঘাত রয়েছে
- বনকর্মীরা এলাকায় টহলদারি করেও তার খোঁজ পাননি
- বন দপ্তর চাইছে হাতিটি উদ্ধার করে সেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে

(উপরে) জখম হাতিটির ক্ষতস্থান। (নীচে) জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে সেই মাকনা। বৃহস্পতিবার গোপালবাহাদুর বস্তি এলাকায়।

বিবেকানন্দের মূর্তির আবরণ উন্মোচন

বারবিশা, ১৬ জানুয়ারি : বারবিশা লস্করপাড়া প্রাণেশ পাল স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন হয় বৃহস্পতিবার। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন।

২০০৩ সালে প্রাণেশ পালের স্মৃতিতে ওই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রয়াত প্রাণেশ পালের স্ত্রী আভারানি পাল। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা আভারানির উদ্যোগেই স্কুল প্রঙ্গণে ওই মূর্তি স্থাপিত হয়। তিনি বলেন, 'এই স্কুলটির সঙ্গে আমাদের পরিবারের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। স্বামীর স্মৃতিবিজড়িত স্কুলে ভালো কিছু করার ইচ্ছেতেই স্কুল প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দের আবক্ষমূর্তি স্থাপন করতে চাই। প্রধান শিক্ষকের সবার সঙ্গে কথা বলে সেই ইচ্ছে পূরণ করেছেন।' মূর্তির আবরণ উন্মোচনে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম দেব, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন পাল, প্রাক্তন সহ শিক্ষক দীপককুমার রায় সহ আরও বেশ কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ভক্কা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অণিমা রায় ও অন্যরা। সকলের উপস্থিতিতেই আভারানিকে এদিন স্কুলের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এদিন বিবেকানন্দর আদর্শ জীবনদর্শন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। মূর্তির আবরণ উন্মোচনকে কেন্দ্র করে নাচ-গান-আবৃত্তি সহযোগে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

এই ডাম্পারটি আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার। - সংবাদচিত্র

প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি পেতে ৪ বছর

শামুকতলা, ১৬ জানুয়ারি : দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শেষপর্যন্ত নিজের অর্জিত গ্র্যাচুইটি পেলেন অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক সিপ্রিয়ান লাকড়া, অবসর নেওয়ার পরেও দীর্ঘদিন নিজের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ওই শ্রমিক কার্তিকা চা বাগানের কর্মী ছিলেন। কর্মজীবনের সঞ্চিত টাকা না পাওয়ায় এতদিন তাঁর চিকিৎসা, মেয়ের বিয়ের ঋণ, ছেলের পড়াশোনা ইত্যাদির খরচ সহ সংসার চালাতে সমস্যা হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার শ্রম দপ্তর থেকে বকেয়া গ্র্যাচুইটির ৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকার চেক হাতে পেলেন তিনি।

সিপ্রিয়ান বলেন, '২০২১ সালে আমি অবসর নিয়েছি। আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। এক ছেলে বাইরে পড়াশোনা করছে। অন্য ছেলে চা বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকের কাজ পেয়েছে। মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে অনেক ঋণ করতে হয়েছিল। এই অবস্থায় ছেলের উচ্চশিক্ষা, নিজের চিকিৎসা এবং সংসারের খরচ চালানো রীতিমতো কঠিন হয়ে পড়েছিল।' কোনও এক অজানা কারণে গ্র্যাচুইটির টাকা পাচ্ছিলেন না তিনি। এরপরই শ্রম দপ্তরে সিপ্রিয়ান কেস ফাইল করেন। বহু লড়াই শেষে দপ্তরের আধিকারিকরা এদিন তাঁর হাতে গ্র্যাচুইটির পুরো টাকা চেকের মাধ্যমে তুলে দিয়েছেন।

দেরিতে হলেও টাকা পেয়ে অনেকটাই চিন্তামুক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওই অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক। এব্যাপারে মালিকপক্ষ এবং শ্রম দপ্তরকে ধন্যবাদও দেন। তবে শুধু কার্তিকা চা বাগান নয়, অন্যান্য বাগানেও অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির টাকা নিয়ে জটিলতা রয়েছে। কর্মীদের প্রাপ্ত টাকা দিতে গড়িমসি করছে অনেক বাগান কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে শ্রমিক মহলে ক্ষোভও রয়েছে। সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ গুন এবিষয়ে বলেন, 'কয়েক জায়গায় পিএফ, গ্র্যাচুইটি, মজুরি কিংবা অন্যান্য পাওনা ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে আমরা লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছি। এরপরেও মালিকপক্ষ শ্রমিকদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করলে আমাদের বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।'

মহাসড়কের মাটি পাচারের অভিযোগ

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১৬ জানুয়ারি : দীর্ঘ জটিলতার পর আলিপুরদুয়ারের সলাসলাবাড়ি-ফালাকাটা ৪১ কিমি মহাসড়কের কাজ শুরু হয়েছে। আর মহাসড়কের কাজ শুরু হতেই বেড়েছে মাটি চুরির করবার। বৃহস্পতিবার আবার সেরকমই এক ঘটনার অভিযোগ সামনে এল। এদিন ব্লকের বাবুরহাট কদমতলা এলাকায় 'অন ডিউটি এনএইচএআই' লেখা একটি ডাম্পার দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে মাটি ফেলা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে স্থানীয়রা সেখানে গিয়ে গাড়িটির কাগজ দেখতে চাইলে চালক সেটি দেখাতে না পারায় ডাম্পারটি আটক করা হয়। সেখানে থাকা আরেকটি ডাম্পারও আটক করেন বাসিন্দারা। এরপর সোনাপুর পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। সেখানকার পুলিশ এসে পরে গাড়িগুলো আটক করে নিয়ে যায়। এবিষয়ে সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা বলেন, 'ডাম্পার দুটো আটক করা হয়েছে। এখনও কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। গাড়ির কাগজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিকে ওই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন থেকে এই ডাম্পারগুলো ওখানে মাটি ফেলছে। স্থানীয় বাসিন্দা নির্মলেন্দু বর্মনের দাবি, 'মহাসড়কের মাটি এইভাবে বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। এই এলাকাতেও বেশ কয়েকদিন থেকে মাটি ফেলা হচ্ছে। এদিন সকালে একটি গাড়ি মাটি ফেলতে গিয়ে আটকে যায়।' তবে আশ্চর্যজনকভাবে ওই মাটি ফেলার বিষয়ে কিছুই জানে না এনএইচএআই। আর এখানেই প্রশ্ন, যদি ব্যক্তিগতভাবেও কেউ মাটি ফেলে তবে সেখানে 'অন ডিউটি এনএইচএআই' লেখা গাড়ি কেন ব্যবহার করা হচ্ছে?

মহাসড়কের কাজের জন্য জমি থেকে মাটি তোলার বিশেষ অনুমতি নিয়েছে এনএইচএআই। ঠিকাদারি সংস্থার মাধ্যমে বেশ কয়েকজন স্থানীয় ঠিকাদার গাড়িভাড়া দিয়েছে সেই মাটি তুলে এনে রাস্তায় ফেলার। কিন্তু অভিযোগ, মাটি তোলা হলেও অনেক সময় সেগুলি মহাসড়কে না দিয়ে অন্য এলাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। আর এর পেছনে রয়েছে বেশ কয়েকজন স্থানীয় ঠিকাদার। 'অন ডিউটি এনএইচএআই' লেখা গাড়ি দেখলে রাস্তায় পুলিশ বা অন্য দপ্তর সেই রকম তল্লাশি চালায় না। আর সেই সুবিধা নিয়েই চলছে এই পাচার। মহাসড়কের ঠিকাদারি সংস্থার অনেকেই এই চক্রে জড়িয়েছে বলে অভিযোগ। আর শুধু মাটিই নয়, মহাসড়কের জন্য যে রিভার বেড মেটিরিয়াল নদী থেকে আনা হচ্ছে সেগুলোও পাচার করা হচ্ছে। এগুলো অন্য জায়গায় জমিয়ে রেখে সময়মতো বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে। যদিও মহাসড়কের ঠিকাদারি সংস্থার দাবি এরকম কোনও ঘটনা এখনও তাদের নজরে আসেনি। এবিষয়ে ঠিকাদারি সংস্থার পক্ষে বিবেক কুমার বলেন, 'ঠিকাদারি সংস্থাগুলোকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এরকম কোনও ঘটনা সামনে এলে তৎক্ষণাৎ তাদের ব্ল্যাকলিস্টেড করা হবে।' তবে প্রশ্ন উঠছে এসবের পরে আদৌ কোনও লাভ হয়েছে কি না। কারণ কেননা মহাসড়কের চুরির কারবার কিন্তু এখনও কমছে না।

উঠছে প্রশ্ন

- মহাসড়কের কাজের জন্য মাটি তোলার বিশেষ অনুমতি নিয়েছে এনএইচএআই
- সেসব মাটি বিক্রি করা হচ্ছে, অভিযোগ
- এই মাটি পাচারে জড়িত বেশ কয়েকজন স্থানীয় ঠিকাদার
- মহাসড়কের কাজের জন্য তোলা রিভার বেড মেটিরিয়ালও পাচার হচ্ছে
- ঠিকাদারি সংস্থা এবিষয়ে কড়া অবস্থান নেওয়ার কথা জানালেও, পাচার চলছেই

পুকুরে মিলল তরুণের দেহ

দিনহাটা, ১৬ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার দিনহাটা-২ ব্লকের গোবড়াছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবেক ছিটমহল শিবপ্রসাদ মুস্তফির আধশুকনো পুকুরে এক তরুণের দেহ উদ্ধার হয়। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সাহেবগঞ্জ থানা এলাকার এক রাস্তার পাশ থেকে বৃহস্পতিবার সকালে তরুণের দেহ মেলে। গলায় ফাঁসের চিহ্ন ছিল। মৃতের নাম প্রিয় দাস (২৩)। তিনি উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার চান্দপুরের বাসিন্দা ছিল।

দেহটির গলায় কালশিটে দাগ ও পায়ে দড়ি বাঁধা দেখে একে 'খুন' বলে দাবি করছেন অনেকে। দেহটিকে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে পদক্ষেপ

ভাতাপ্রাপকদের তালিকায় আরও লোকশিল্পী

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকশিল্পীদের 'লোকপ্রসার প্রকল্প'র আওতায় নিয়ে আসবে রাজ্য সরকার। বর্তমানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩ হাজার লোকশিল্পী লোকপ্রসার প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে আলিপুরদুয়ার জেলার আরও হাজারখানেক বিভিন্ন জনজাতির লোকশিল্পীকে এই প্রকল্পে নিয়ে আসা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় এলে সরকারি ভাতা পাবেন তালিকাভুক্ত লোকশিল্পীরা। তাতে তাঁদের রোজগারের পথটি কিছুটা সুগম হবে। পাশাপাশি এই শিল্পীরা সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করার সুযোগ পাবেন। তাতে কিছু বাড়তি আয়ের পথও দেখবেন শিল্পীরা। বর্তমানে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প ঘিরে জনগোষ্ঠীর শিল্পীদের মধ্যে দারুণ আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে।

লোকশিল্প বিষয়ক গবেষক বঙ্গরত্নপ্রাপক প্রমোদ নাথ বলেন, 'রাজ্য সরকার চাইছে নতুন করে লোকশিল্পীদের তালিকাভুক্ত করতে। তার তালিকা তৈরি করা হবে। আমরা সেই তালিকা তৈরি করছি। এজন্য রাজ্য সরকারের গাইডলাইন মেনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গে একত্রে কাজ করা হচ্ছে।' প্রমোদ জানান, এখনও পর্যন্ত লিম্বু, অসুর, রাই, মাঝি জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা এই তালিকায় নেই। তবে টোটো, এবং ডুকপা জনগোষ্ঠীর লোকশিল্পীরা তালিকায় রয়েছেন। সবাই যাতে সুযোগ পান তার ব্যবস্থাই করা হবে বলে প্রমোদ জানিয়েছেন।

এই প্রকল্পটি বর্তমানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীন। ২০১১ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই এই প্রকল্পটি চালু করা হয়। বিভিন্ন জনজাতির লোকশিল্পীদের সম্মান জানাতে এই প্রকল্পটি গড়ে তোলা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় থাকা লোকশিল্পীদের মাসে ১ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। এছাড়াও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে এই শিল্পীদের সুযোগ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানপ্রতি শিল্পীদের মাথাপিছু আরও ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। ফলে জনজাতি ও উপজাতির শিল্পীদের মাসে প্রায় ৫-৬ হাজার টাকা উপার্জন হয়।

বর্তমানে অনেক নতুন লোকশিল্পী এই প্রকল্পের আওতায় আসার জন্য 'দিদিকে বলো'তে ফোন করেছেন। সেই মোতাবেক নবান্ন থেকে ৩০০ জনের একটি তালিকা জেলায় পাঠানো হয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী শিল্পীদের বিষয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে। প্রথম ধাপে প্রায় দেড়শোজন শিল্পীকে তালিকায় নিয়ে আসা হবে বলে জানা গিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শামিম জামানের বক্তব্য, 'লোকপ্রসার প্রকল্পে শিল্পীদের নাম নথিভুক্ত রয়েছে। রাজ্যের সবুজ সংকেত পেলেই ফের নথিভুক্তকরণ হবে। এই বিষয়ে আমরা প্রস্তুত রয়েছি।'

আরও দাবিদার

- বর্তমানে জেলার ৩০০০ জন লোকশিল্পী এই ভাতা পান
- অনেক নতুন লোকশিল্পী এই প্রকল্পের আওতায় আসার জন্য 'দিদিকে বলো'তে ফোন করেছেন
- সেই মোতাবেক নবান্ন থেকে ৩০০ জনের একটি তালিকা জেলায় পাঠানো হয়েছে
- সেই তালিকা অনুযায়ী সমীক্ষার কাজ চলছে
- প্রথম ধাপে প্রায় দেড়শোজন শিল্পীকে তালিকায় নিয়ে আসা হবে

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩ মাঘ ১৪৩১

দলে দুষ্টুমির বিপদ

মালদায় খুন, কালিয়াচকে খুন, কলকাতার কসবায় খুনের চেষ্টা... সবক্ষেত্রেই টার্গেট তৃণমূলের কেউ না কেউ। প্রথম দুটিতে ইতিমধ্যে প্রমাণিত হত্যা হয়েছে তৃণমূলেরই কারও ইশারায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় স্পষ্ট, সমস্যাটা স্বাভাবিক। বড় দল হলে মতভেদ থাকবে। ভালো মানুষের পাশাপাশি দলে দুষ্টু লোক থাকাও স্বাভাবিক। সেই দুষ্টুদের রেয়াত না করার বার্তা শোনা গেল অভিষেকের মুখে। কিন্তু 'দুষ্টুমি' যে আটকানো কঠিন, তাও পরিষ্কার হল।

রাজত্ব তৃণমূলের। খানিকটা একাধিপত্যও। বিরোধীরা আছে বটে। তবে নিছকই হুংকারে, আস্ফালনে ও সংবাদমাধ্যমের বয়ান বা বিবৃতিতে। দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচার যাই হোক না কেন, ঠেকানোর মুরোদ বিরোধীদের নেই। এমনকি, কার্যকর জোরালো আন্দোলনের সামর্থ্যও নেই। কার্যত তৃণমূলের বিরোধিতা করতে এ রাজ্যে বিরোধীরা দিশাহীন। কথায় কথায় আছে শুধু আদালত শরণং গচ্ছামি। যেন তাতেই সব ভ্রষ্টাচার, অনাচারের নিরসন ঘটবে।

আদালতের নির্দেশে তদন্ত হয় বটে। তবে তদন্তে দীর্ঘসূত্রিতাই যেন নিয়ম। আদালতে শুনানি চলতেই থাকে। দুর্নীতি প্রমাণ হয় না। অন্তত তেমন একটি দৃষ্টান্তও সামনে নেই। দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচার বন্ধে পদক্ষেপও দেখা যায় না। বিরোধিতা যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে, তা তৃণমূলের অন্দরেই। গোষ্ঠীতন্ত্রের জাল গোটা রাজ্যে। রাজ্য, জেলা, ব্লক, অঞ্চল, বুথ- সর্বত্র তৃণমূলের বিরোধী তৃণমূল। শুধু ক্ষমতাসীন আর ক্ষমতাহীনদের বিরোধ নয়। ক্ষমতাসীন এক গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্ষমতাসীন আরেক গোষ্ঠীর লড়াইও বাস্তব।

যে লড়াইয়ের কোনও আদর্শগত ভিত্তি নেই। নেই দুর্নীতির বিরোধিতা। বরং আছে দুর্নীতি জনিত মুনাফার ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ। আর আছে নেতৃত্ব, ক্ষমতা দখলে রাখা কিংবা নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এলাকা দখল, তোলাবাজির প্রতিযোগিতা। মালদার বাবলা সরকার কিংবা কালিয়াচকের তৃণমূল কর্মী খুনে সেই সত্য এখন বেআব্রু। সেই সত্যেই সিলমোহর পড়ে গিয়েছে অভিষেকের কথায়। অন্য দলগুলির গোষ্ঠীবাজির উল্লেখে সেই সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যেন।

বাম দলগুলিতে লবির অস্তিত্ব চিরন্তন সত্য। তবে সেখানে সবার ওপরে পার্টি সত্য। তাহার ওপরে নাই। এর অন্যথা হলে খুনোখুনির উদাহরণ কম নয়। বাংলায় সামর্থ্য নেই বলে বিজেপিতে অন্তর্বিরোধ শুধু ছাইচাপা আগুনের মতো। কখনও দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে না, এমন নিশ্চয়তা নেই। কেননা, বাংলায় ক্ষমতায় না থাকলেও নেতৃত্বের রাশ নিজের হাতে রাখতে বিজেপিতে প্রতিযোগিতা চরমে।

তৃণমূলে সবার ওপরে পার্টি সত্য- এই বিশ্বাসটাই অধিকাংশের নেই। বরং আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে, দলের নাম ভাঙিয়ে সবার ওপর নিজের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করার বেলাগাম মনোভাব। এই মানসিকতায় পরানোর মতো কোনও লাগাম যে তৃণমূলের হাতে নেই, তাই যেন পরিষ্কার হয়ে গেল দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কথায়। দুষ্টুমিতে লাগাম পরানোর উপায় না থাকলেও দুষ্টুদের প্রতি পদক্ষেপ করার বার্তা আছে অভিষেকের মন্তব্যে।

আরাবুল ইসলাম থেকে মালদার নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারির উদাহরণ দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, গণ্ডগোল পাকালে তাঁর রেহাই নেই। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, কোথায় কী খারাপ কাজ হচ্ছে, তা সবসময় সরকার বা দলের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু বেগরবাই করলে শাস্তি পেতেই হবে। কিন্তু 'দুষ্টুমি' ঠেকানোর মন্ত্র তৃণমূল নেতৃত্বের জানা না থাকায় দলীয় নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় থাকবেই।

মূল অপরাধ ঠেকাতে না পেরে এখন জেলায় জেলায় দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানোর হিড়িক পড়ে গিয়েছে। কেউ নিতে চাইলেও জোর করে তাঁকে রক্ষী দেওয়া চলছে। যদিও শুধু রক্ষী দিয়ে, নিরাপত্তার অন্য বন্দোবস্ত করলেই কেউ সুরক্ষিত হয় না। লখিন্দরের বাসরঘরের মতো কেউ ছিদ্র করে রাখতেই পারে। 'করে খাওয়ার' মানসিকতায় লাগাম না পরলে সুরক্ষার সম্ভাবনা কমেই যায়।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

– শ্রীশ্রী রবি শংকর

সেই আকাশ আজও বাংলা ভাষায় ভরা

বরাকের বাঙালিদের খোঁজ রাখে না কলকাতা, শিলিগুড়ি। সীমান্তঘেঁষা ভৈরবীতে কিছু মিজো বাংলায় কথা বলেন।

অরুণাভ রাহা রায়

সেই কবে জয় গোস্বামীর কবিতায় পড়েছিলাম 'ঝাউগাছের পাতা, তোমার মিত্রাদিদি ভালো তো শিলচরে?' তখন থেকেই শিলচরের প্রতি আমার আগ্রহ। বাংলা ভাষার ভূমি, ১৯শে মে-র কথা কত শুনেছি। পরে উচ্চশিক্ষার সূত্রে এ শহরের সঙ্গে আমার গভীর সংযোগ।

শিলচরে প্রথম এসেছিলাম এক দশকেরও বেশি আগে, ২০১৩ সালে। তখনও কলকাতা থেকে সরাসরি শিলচরে আসার ট্রেন ছিল না। গুয়াহাটি নেমে লামডিং হয়ে, হাফলং হয়ে মিটারগেজ লাইন দিয়ে ভেঙে ভেঙে আসতে হত। আমি অবশ্য গুয়াহাটিতে নেমে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষকের সঙ্গে টাটা সুমোতে এসেছিলাম শিলং হয়ে বাংলা ভাষার এই ভুবনে।

গাড়ির চাকা যখন শিলচরের মাটি স্পর্শ করল চারপাশে দেখতে পেলাম বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড। মনে হল এ যেন নিজেরই জায়গায় এসেছি। সেই থেকে শিলচরের সঙ্গে সেতুবন্ধন। পরে বহুবার এখানে আসতে হয়েছে নানা কাজের সূত্রে। এখানকার আঞ্চলিক ভাষা কান পেতে শুনেছি। কখনও আমিও চেষ্টা করেছি দু'এক বাক্য বলার। ভারী সুন্দর এই সিলেটি বাংলা। বরাক উপত্যকার সাহিত্যচর্চাও নিজ গুণে সমৃদ্ধ। কলকাতায় বসেই পড়েছিলাম শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতা। বিজিতকুমার ভট্টাচার্যের 'সাহিত্য' পত্রিকার নাম জেনেছিলাম। এখানকার গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কলেজ স্ট্রিটে, একুশ শতক প্রকাশনার দপ্তরে।

আর অবশ্যই যাঁর কথা বলতে হবে, তিনি তপোধীর ভট্টাচার্য। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত নাম। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ২০১১ সালে, তিনি আমার নাম শুনে বললেন –'তোমার কথা মনে থাকবে। তোমার নামের মধ্যে আমার মায়ের নাম লুকিয়ে আছে।' আমি অবাক হয়ে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম! তিনি বললেন, 'আমার মায়ের নাম অরুণা'। সেই থেকে তপোধীরবাবুর সঙ্গে সুযোগাযোগ। শিলচরের মালুগ্রামে তাঁর বাসভবনে বহুবার গিয়েছি। তাঁর স্ত্রী স্বপ্না ভট্টাচার্য একজন গল্পকার। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা দুজনই আমাকে বারবার উৎসাহিত করেছেন।

অগাধ জ্ঞানী তপোধীর যে কোনও বিষয়ে কথা বললেই জ্ঞানের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে। যখন এনআরসির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল বাংলা থেকে আসাম সেই সময় তপোধীরবাবুর প্রতিবাদী অবস্থান আমরা কেউ ভুলে যাইনি। ইতিহাসের পাতা খুঁড়ে তিনি বারবার দেখিয়েছিলেন বাংলা ভাষার মর্যাদার স্বার্থে এখানকার বাঙালিদের আত্মত্যাগ।

২০১৭ সাল থেকে তখনই এ অঞ্চলের বহু মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয়। এ শহরে বেশ কিছু সাহিত্যের অনুষ্ঠানেও আমি যোগ দিয়েছি, কবিতা পাঠ করেছি। ওই বছরই স্থানীয় এক হোটেলে আয়োজিত অনুবাদ ফেস্টিভালে বিভিন্ন ভাষার কবি ও অনুবাদকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। উৎসবের অতিথি হয়ে কলকাতা থেকে এসেছিলেন সুপ্রিয়া চৌধুরী এবং সুবোধ সরকার। তাঁরাও সেদিনের উৎসবের মঞ্চে এই অঞ্চলের মানুষদের বাংলা ভাষাচর্চার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন।

এখন কলকাতা থেকে সরাসরি শিলচর স্টেশন পর্যন্ত একই ট্রেনে আসা যায়। আর স্টেশনে নেমে বাইরে এলেই সবার প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯শে মে স্মরণে শহিদ বেদি। এখানে দাঁড়িয়ে একবার শিলচরের মাটিকে প্রণাম করে নিতে হয় আমাদের। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রথম পর্বের কোভিড সবে চুকেছে, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এসেছিলাম। সেবার ছিলাম করিমগঞ্জে। সেখানেও সর্বত্র বাংলা ভাষার চর্চা। শহরের ধার দিয়ে বয়ে চলেছে কুশিয়ারা নদী। সূর্যাস্তে সে নদীর জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওপারে বাংলাদেশ। আমরা যেমন সেখানে আসা মানুষদের দেখছি, একইভাবে তাঁরাও নদীর ওপার থেকে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। কেবল মাঝখানে বয়ে চলেছে বহুকালের জলধারা। এখানে দাঁড়িয়ে খুব সহজেই মনে পড়েছিল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি লাইন : 'ওপারে যে বাংলাদেশ, এপারেও সেই বাংলা।'

শিলচর স্টেশনের বাইরে চলছিল ১৯ মে উদযাপন। ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে শহিদ বেদি। আহা! চোখ আর মন ভরে গিয়েছিল আনন্দে। সারা শহরে পালন হচ্ছে ১৯ মে। রাস্তায় সাদা রং দিয়ে লেখা হয়েছে শহিদদের নাম। তার চারপাশে সেজে উঠেছে রংবেরঙের আলপনা। আর দু'পাশ থেকে অনবরত ফুল ঝরে পড়ছে রাস্তায়। এই দৃশ্য দেখা যে কোনও বাঙালির পক্ষেই সুখের।

একটু আগে শিলচর স্টেশনের সামনে যে শহিদ বেদির কথা বলছিলাম, ঘটনাচক্রে গতবছর ১৯ মে দুপুর আড়াইটে নাগাদ এসে পৌঁছাই এখানে। স্টেশনের বাইরে চলছে এদিনের উদযাপন। মঞ্চ বানিয়ে বিপুল কর্মযজ্ঞ। ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে শহিদ বেদি। যখন অটোয় চেপে মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছি... আহা! চোখ আর মন ভরে গিয়েছিল আনন্দে। সারা শহরে পালন হচ্ছে ১৯ মে। রাস্তায় সাদা রং দিয়ে লেখা হয়েছে শহিদদের নাম। তার চারপাশে সেজে উঠেছে রংবেরঙের আলপনা। আর দু'পাশ থেকে অনবরত ফুল ঝরে পড়ছে রাস্তায়। এই দৃশ্য দেখা যে কোনও বাঙালির পক্ষেই সুখের।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রসঙ্গে আসি। একজন গবেষক হিসেবে টের পেয়েছি এ বিভাগ বড়ই সমৃদ্ধিশালী। তেমনই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র গ্রন্থাগার। আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সুমন গুণ বাংলা ভাষার একজন সুপরিচিত কবি। আমাদের বিভাগের অধ্যাপক বেলা দাস, দেবাশিস ভট্টাচার্য, শান্তনু সরকার, অর্জুনদেব সেনশর্মা, বরুণজ্যোতি চৌধুরী প্রমুখ বাংলা সাহিত্য পড়ার জন্য আমাদের অনবরত উৎসাহিত করেন। আমাদের বিভাগের অধ্যাপক দূর্বা দেব নিজের চেষ্টায় প্রেমতলায় গড়ে তুলেছেন দ্বিজেন্দ্র-ডলি মেমোরিয়াল সাহিত্য সংগ্রহশালা। এ লাইব্রেরিতে আমি কয়েকবার গিয়েছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে নিয়মিত নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় এখানে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু গবেষক এ লাইব্রেরির সাহায্য নিয়ে থাকেন নানা সময়। এই সংস্থার উদ্যোগে আগামী ১৯ জানুয়ারি বরাক উপত্যকাভিত্তিক একদিবসীয় লিটল ম্যাগাজিন সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। তাতে অংশ নেবেন এই অঞ্চলের বহু লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক, কবি ও লেখক। আজকের তরুণ-তরুণীরাও এমন আয়োজনে শামিল হয়ে নিজেদের ঋদ্ধ করবে এমনটাই তো স্বাভাবিক।

বাংলা ভাষার সুপরিচিত তরুণ কবি সুতপা চক্রবর্তীর জন্ম করিমগঞ্জে। ২০২৪ সালে সাহিত্য আকাদেমির বাংলা ভাষায় যুব পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। শিলচরের একটি ক্যাফেতে কবিতা পাঠের আসরে সুতপার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ২০১৯ সালে। তাঁর কবিতা পাঠ শুনেছিলাম। মনে পড়ছে কলকাতার সল্টলেকেও একটি ক্যাফেতে আয়োজিত কবিতা সন্ধ্যায় সুতপা আমাদের কবিতা শুনিয়েছিলেন। সুতপার পুরস্কৃত বইটির নাম : 'দেরাজে হলুদ ফুল, গতজন্ম'।

ক'দিন আগে এবারের পৌষ সংক্রান্তির সকালবেলায় শিলচর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম হাইলাকান্দি জেলায়। প্রথমে কাটলিছোড়া হয়ে ঘারমুড়া। রবিঠাকুরের 'বাঁশি' কবিতায় পাওয়া ধলেশ্বরী নদী বয়ে গিয়েছে এই ঘারমুড়ার ওপর দিয়ে। আমাদের সেদিনের গন্তব্য অবশ্য মিজোরামের ভৈরবী। সেখানে গিয়ে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম। দেখলাম সীমান্ত লাগোয়া ভৈরবী এলাকার মিজোরা অনেকেই বাংলা ভাষায় কথা বলছেন। তাঁদের মুখে শুনে এলাম সিলেটের বাংলা। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঠিকই লিখেছিলেন : 'এত আলোর মধ্যে আকাশ বাংলাভাষায় ভরা'...।

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

আজ

২০১০

আজকের দিনে প্রয়াত হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

২০১৪

অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন চলে গিয়েছেন আজকের দিনে।

আলোচিত

তারকাদের আক্রমণ করা এখন খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। মুম্বইয়ের বান্দ্রায় আমিও থাকি। একদা সুরক্ষিত এই এলাকায় পরিস্থিতি আজ হাতের বাইরে। জুলুমবাজি থেকে জমি দখল, হকারদের দৌরাত্ম্য, বাইকে চড়ে ফোন ছিনতাই-আজকাল এখানে নিয়মিত হয়।

- রবিনা ট্যান্ডন

ভাইরাল/১

মরক্কোতে প্রায় ৩০ লক্ষ রাস্তার কুকুরকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২০৩০ সালে পর্তুগাল ও স্পেনের সঙ্গে তাদের বিশ্বকাপ ফুটবল করার কথা। তাই রাস্তা সাফ করতে চায় মরক্কো সরকার। এই সিদ্ধান্ত জানার পর ফিফা প্রচণ্ড অস্বস্তিতে। পৃথিবীজুড়ে ভাইরাল এই সিদ্ধান্তের খবর।

ভাইরাল/২

এই তরুণীর বাড়ি ইন্দোরে। সেখান থেকে তিনি কুম্ভমেলায় এসেছেন। বিক্রি করছেন ফুল। তরুণীর ছবি ইতিমধ্যে ভাইরাল। কুম্ভর সৌজন্যে এখন সাধুবাবারাও হয়ে উঠেছেন আকর্ষণের কেন্দ্র। এই তরুণী তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন।

জনমন জনমত

নেশায় আসক্ত অল্পবয়সি মেয়েরা

৬ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'মাতাল তরুণীদের নিয়ে পুলিশ হিমসিম' শীর্ষক খবরিট পড়ে খুব একটা বিস্মিত হইনি। এটা তো হওয়ারই ছিল এবং আরও দেখার বাকি আছে। সবে তো মাত্র 'ওয়াই' জেনারেশন চলছে।

এই যে বর্তমান অত্যাধুনিক জেনারেশন মানে নেশা করে রাস্তায় পড়ে থাকা, তারপর পুলিশ এসে ধরাধরি করে বাড়িতে অথবা হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া, এটা কি নিজের জন্য অথবা পরিবারের জন্য খুব একটা গর্বের বিষয়? এদের কেউ হয়তো কোনও বাড়ির মেয়ে, কেউ হয়তো কোনও বাড়ির বৌ, মা কিংবা কেউ বা হবু মা।

সমাজ আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই প্রকাশিত সংবাদ, যা সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এই সব উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে পরিবারের নিশ্চয়ই কোনও সায় থাকে না। নিজেরাই নিজের জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল করে নেয়।

নেশা একটা পর্যায় পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু সেই নেশা যদি চরম পর্যায়ে পৌঁছে মারণব্যাধি ঘটায়, তাহলে নিজের পাশাপাশি পরিবারের অবস্থাও বিপন্ন হয়। বিশেষ করে অল্পবয়সি মেয়েদের মধ্যে নেশা করার প্রবণতা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। খালি মদ্যপান নয়, সিগারেটে সুখটান দিতেও অল্পবয়িস মেয়েরা বেশ অভ্যস্ত। অল্পবয়িস মেয়ে-বৌরা যদি নেশা করে রাস্তায় পড়ে থাকে আর শ্লীলতাহানির মতো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সেই দুর্ঘটনার জন্য কে দায়ী থাকবে- প্রশাসন, বাড়ির লোক, নাকি নিজে?

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

এইমসে শিলিগুড়ির অগ্রাধিকার চাই

উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণের আরও উন্নতর চিকিৎসা পরিষেবার প্রয়োজন রয়েছে। তার জন্য এইমস ধাঁচের উন্নতমানের সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল বিশেষ দরকার। কোনও রাজনীতি বা বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা যেতে পারে, এইমস ধাঁচের হাসপাতাল করতে হলে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামো আরও উন্নত করে চালু করা যেতে পারে এই পরিষেবা।

মনে রাখা দরকার উত্তরবঙ্গের পাশে তিনটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ রয়েছে। এছাড়া প্রতিবেশী রাজ্য হিসেবে রয়েছে সিকিম ও অসম। উত্তরবঙ্গে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বড় কয়েকটি ক্যান্টনমেন্ট- হাসিমারা, বিন্নাগুড়ি, সুকনা, ব্যাংডুবি, বাগডোগরা ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় কথা, এইমসের জন্য সুপার কোয়ালিটির যে সব ডাক্তারবাবু এখানে নিযুক্ত হবেন তাঁদের সামাজিকভাবে সময় কাটাতে এবং মানসিকভাবে তরতাজা থাকতে শিলিগুড়ি শহরে অনেক সুযোগসুবিধা রয়েছে। বিমান চলাচল ও রেলপথ যোগাযোগ অনেক উন্নত হয়েছে। শিলিগুড়ি শহরকেন্দ্রিক অনেক আবাসন, নামী হোটেল ও রেস্তোরাঁ, শপিং মল, সংস্কৃতি মঞ্চ, বিনোদন পার্ক সবই রয়েছে। এইমস পরিকল্পনায় এই সব ফ্যাক্টর নিশ্চয় কাজ করবে। এবার বাজেটে এইমস স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচিত হওয়া উচিত।

সুদীপ্ত লাহিড়ি, শিলিগুড়ি।

সোনাঝুরি হাট মনে করায় উত্তরবঙ্গকে

শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাটের চরিত্র বদলেছে দ্রুত। এভাবে উত্তরবঙ্গের অনেক মেলারও চরিত্র পালটে যাচ্ছে।

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট দেখে কয়েকটা কথা বারবারই মনে হয়েছে। মনে পড়েছে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত হাটগুলোর সঙ্গে ওই হাটের তুলনার কথা।

প্রথমত সোনাঝুরি হাটে বিশালভাবে যে সমস্ত জিনিস বিক্রি হয়, তা আসলে পশ্চিমবঙ্গের শুধু নয়, ভারতেরও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত। মানে শুধুমাত্র বীরভূম জেলাকেন্দ্রিক নির্দিষ্ট শিল্পসামগ্রীর হাট এটি নয়। প্রথম যখন এই হাট শুরু হয়েছিল স্বভাবতই স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা স্থানীয় হস্তশিল্পের প্রসারের এবং তা বিক্রির কথা মাথায় রেখেই। কিন্তু বর্তমানে এই হাটের যা চরিত্র চোখে পড়ে তা গ্লোবাল এবং পণ্যের যা চরিত্র তা বহুজাতিক।

স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে তৈরি জিনিস যে একেবারেই নেই তা নয়, তবে আমাদের হুজুগ এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এখানে তৈরি হয়েছে এক বিশাল বাজার আসলে। সেই হাট আর নেই। কিছু না কিছু পাওয়া যায় এবং এর পরিধি ছড়াতে ছড়াতে খেয়ে ফেলছে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশও। পর্যটকদের ফেলে যাওয়া আবর্জনায় ভরে উঠছে আশপাশ। ভূমিক্ষয় হচ্ছে পায়ে পায়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বনাঞ্চল।

যানবাহনের ধোঁয়ায় এবং ভিড়ে দূষণ চলছে শান্তিনিকেতনকে ঘিরে। যে পর্যটন বিস্তারলাভ করেছে তার একটা আবশ্যিক অঙ্গ এই সোনাঝুরি হাট দর্শন। স্থানীয় সাঁওতাল আদিবাসী নৃত্য এবং তার সঙ্গে আগত পর্যটকদের পা মেলানো রিল তৈরি অন্যতম আকর্ষণ। বর্তমানে সিনেমার চটুল গানের সঙ্গে তাদের নাচের প্রবণতা ট্র্যাডিশনাল নৃত্য রীতি, মাটির গন্ধ এবং সারল্যকে খুন করছে নিশ্চিত। চর্মশিল্প, ভেষজ রং ইত্যাদির ব্যবহার ছাড়িয়ে অনেকটাই বাজার দখল করে ফেলেছে সিন্থেটিক কাপড় বা তার ওপর যেমন-তেমন স্টিচ।

মারুতি ভ্যানগাড়ি ভর্তি করে ম্যাটাডোর ভর্তি করে মাল আসছে। ক্ষুদ্র পুঁজির কুটির ও হস্ত শিল্প নির্মাতারা পিছু হটেছেন। বাজার ধরেছেন বড় পুঁজির পাইকার। বড় কোনও শপিং মলের সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য আর নেই। সোনাঝুরি হাটের উৎপত্তির কারণ, সেখানে সরাসরি স্থানীয় কাঁচামাল, উৎপাদক এবং ক্রেতার মেলবন্ধন। সে সবের বদলে পণ্য ক্রেতার হাতে এসে পৌঁছোয় কয়েক হাত ঘুরে। উৎপাদক তেমন দাম পান না। ক্রেতা বহুগুণ বেশি দাম দিয়ে কেনেন পাইকারের দালালদের কাছ থেকে।

শহুরে নকলনবিশিতে ভরে গিয়েছে চারদিক। খাঁটি গ্রাম্য সহজ সরল প্রাকৃতিক পরিবেশ কিংবা ব্যবহার কিছুই আর সুলভ নেই। স্থানীয় বাটিক বা কাঁথা স্টিচের তৈরি শাড়ি ব্লাউজ চাদর ব্যাগ ফাইল গয়না তাল-খেজুর পাতা বা কাঠের বা চামড়ার কাজ। হাতে তৈরি চন্দন বীজের গয়না। একতারা ঢোল খোল সেসবের বাইরেও বস্তা বস্তা লুধিয়ানায় তৈরি চাদর। বেঙ্গালুরুর সিল্ক, ভাগলপুরি শাড়ি চাদর, বেগমপুরি বা ধনেখালি। সব কিছুই দেদার বিকোচ্ছে আসলে।

বেড়াতে আসা মানুষ খেই হারিয়ে ফেলছে কোনটা স্থানীয় আর কোনটা আমদানির। একইরকমভাবে যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা হোটেল, রিসর্ট খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশ, নদীর এবং বনাঞ্চলের চরিত্র নষ্ট করছে। জমি মাফিয়াদের হাতে গিয়ে পড়ছে। আদি বাসিন্দারা কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। এমনিতেই সাধারণের প্রবেশ নিষেধ হয়েছে মিউজিয়াম ছাড়া আর কোথাও। তার ওপর খোয়াই কিংবা সোনাঝুরি হাট তারাও যদি তাদের চরিত্রে আর কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরে না রাখতে পারে পর্যটক কী পাবে আলাদা করে? কোন মনের শান্তি, আত্মার আনন্দ, প্রাণের আরাম?

উত্তরবঙ্গের অনেক মেলার ক্ষেত্রেও এই জাতীয় প্রশ্ন উঠতে পারে।

(লেখক রায়গঞ্জের সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪২

পাশাপাশি : ১। গন্ডার, গন্ডা, অন্তরায়, নদীবিশেষ ৩। শয্যা, বিছানা, বাতিদান ৫। বাঘ ৬। দ্রুতলয়ে, মেঘ ৮। তিলমাত্র, খুব অল্প পরিমাণে ১০। বাড়ি, বাস্তুভূমি, উদ্যান, কুটির ১২। প্রাচীন মিশরের রাজাদের উপাধি ১৪। জলাভূমি, জঞ্জাল স্তূপীকৃত করার স্থান ১৫। বিনাশ, মৃত্যু, বৃহত্তর কোনও কিছুতে মিশে যাওয়া ১৬। ঢেউ, তরঙ্গ, প্যাঁচ।

উপর-নীচ : ১। গণেশ, শিব ২। মেরুদন্ড-বিশিষ্ট প্রাণী ৪। জামগাছ, বর ও কন্যাপক্ষের হাস্য পরিহাস বা কথাবার্তা ৭। অহংকার, গর্ব, ৯। বার, অবস্থা, পরিণতি ১০। ঘোড়ার সাহস ১১। যাতে জরির বা তারের কারুকাজ আছে, কারুকার্যশোভিত ১৩। লাল, রাঙা।

সমাধান ■ ৪০৪১

পাশাপাশি : ১। মিলাদ ২। হাঁড়িকুড়ি ৪। গন্ধক ৫। ডানপিটে ৭। মম ১০। নব ১২। মনস্কাম ১৪। ডাহুক ১৫। বকবক ১৬। লিটার।

উপর-নীচ : ১। মিজোরাম ২। দগড় ৩। হাঁকডাক ৬। পিরান ৮। মনন ৯। নামডাক ১১। বর্গাদার ১৩। তকলি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মোহনকে তোপ

১৫ অগাস্ট নয়, রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন ২২ জানুয়ারিই স্বাধীনতা দিবস পালন করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধৃত প্রোমোটার

বাঘা যতীনে বহুতল হেলে যাওয়ার ঘটনায় বকখালির রিসর্ট থেকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হল অভিযুক্ত প্রোমোটারকে। ঘটনার দু'দিনের মাথায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শীত নেই

আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে শীতের কোনও সম্ভাবনা নেই। শনিবার ফের পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে। ফলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তছরুপের অভিযোগ

পিএম পোষণের মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মুর্শিদাবাদ জেলায় মিড-ডে মিলের উপকরণ কেনায় আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠল খোদ জেলা শাসকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

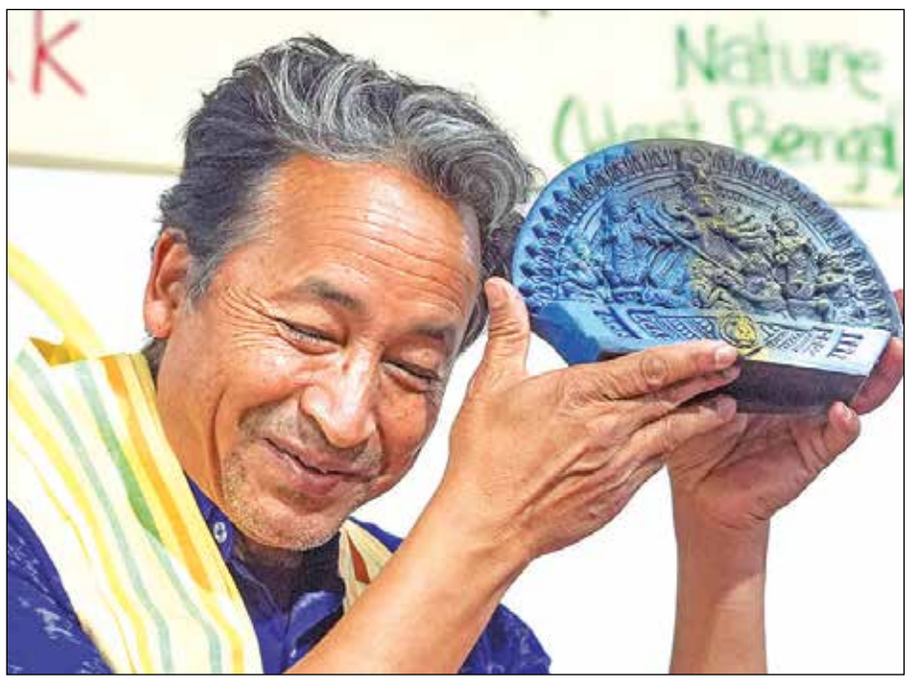

মহাবোধি সোসাইটিতে আলোচনা সভায় সোনম ওয়াংচুক। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। -পিটিআই

নতুন বছরে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিষাক্ত স্যালাইন কাণ্ডের ঘটনায় তাল কেটেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়। এই ঘটনা সর্বস্তরে আলোড়ন ফেলেছে। এরই মধ্যে স্যালাইন বিতর্কে দায়ের হয়েছে দুটি জনস্বার্থ মামলা। পাশাপাশি প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার।

রাজ্যকে ভর্ৎসনা বিচারপতির

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্যালাইন কাণ্ডে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যকে ভর্ৎসনা করল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। ড্রাগ কন্ট্রোলার ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাকে রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন উৎপাদন বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। তারপরেও হাসপাতালগুলিতে এই স্যালাইনের ব্যবহার বন্ধ করতে রাজ্য উপযুক্ত ভূমিকা কেন পালন করেনি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রধান বিচারপতি। মুখ্যসচিবের থেকে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট তলব করেছেন তিনি।

স্যালাইন বিতর্কে দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। আবেদনকারী বিজয়কুমার সিংঘলের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি আদালতে প্রশ্ন তোলেন, গিনিপিগের মতো মানুষের শরীরে পরীক্ষার জন্যই কি এতদিন ওই স্যালাইন হাসপাতালগুলিতে বন্ধ করা হয়নি? কয়েক বছর আগেও উত্তরবঙ্গের একজন চিকিৎসক এই নিয়ে মামলা করেছিলেন। কিন্তু রাজ্য অভিযোগের যথাযথ তদন্ত না করে উলটে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে।

এদিন শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি রাজ্যকে প্রশ্ন করেন, 'আপনারা সিআইডি তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তদন্ত কি শুরু হয়েছে?' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, ওই সংস্থা তিনটি করে ব্যাচের স্যালাইন প্রস্তুত করে। প্রতিটি ব্যাচে ১১ হাজার করে স্যালাইন থাকে। ওইসব স্যালাইনের নমুনা সংগ্রহ করে রাজ্য এবং মুম্বইয়ের একটি ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি এও জানতে চান, ওই সংস্থার বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে? রাজ্য উত্তরে জানায়, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ১৩ সদস্যের কমিটিও গঠন করেছে। পদক্ষেপ করছে।

আরেক মামলাকারীর আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীও এদিন দাবি করেন, ওই স্যালাইন দেওয়ার ফলে কয়েকজনের ওপর প্রভাব পড়েছে, এমনটা নাও হতে পারে। ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়া শুরু হতে পারে। অন্য রাজ্যতেও ওই স্যালাইনের কারণে রোগীর ওপর প্রভাব পড়ার উদাহরণ রয়েছে। প্রধান বিচারপতি তখন রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, 'একজন ফুড সেফটি অফিসার যদি কোনও রেস্তোরাঁয় যান এবং পরীক্ষা করে দেখেন কোনও জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর পক্ষে তো ১০০টা জিনিস যাচাই করা সম্ভব নয়। তাই ড্রাগ কন্ট্রোলার ওই সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়ার পরই রাজ্যের পদক্ষেপ করা উচিত ছিল।'

শেষপর্যন্ত প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে রিংগার ল্যাকটেটের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। আর ৩০ জানুয়ারির মধ্যে মুখ্যসচিবকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ক্ষতিপূরণের বিষয়েও রাজ্যকে যথাযথ পদক্ষেপের কথা বলেছেন প্রধান বিচারপতি।

ওটি'র দরজা পর্যন্ত সিসিটিভি, নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : চিকিৎসকদের ফাঁকিবাজি বন্ধ করতে এবার প্রতিটি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের দরজা পর্যন্ত সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি মনে করি, অপারেশন থিয়েটারের দরজা পর্যন্ত তো বটেই, ওটির ভিতরেও সিসিটিভি লাগানো উচিত। কিন্তু অনেক রোগীর আত্মীয় আপত্তি করেন, তাই স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে আমি বলছি, প্রতিটি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের দরজা পর্যন্ত সিসিটিভি লাগাতেই হবে। কেউ আপত্তি করলে তাঁকে বলুন, ছুটি নিন বা অন্য কোথাও যোগ দিন। কারণ, আপনার ভুলের জন্য মানুষের মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে কারও বাধা মানব না।'

এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় সিনিয়ার চিকিৎসকদের কাঠগড়ায় তোলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ডাক্তারদের শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, চিকিৎসা পেশায় যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁদের জীবনে সেবাই মূল ধর্ম হওয়া উচিত। সিজার তো সিনিয়ার ডাক্তারদের কাজ। আমাকে কেউ যদি সিজার করতে বলে, আমি পারব না। ওটা আমার কাজ নয়। মানুষ বিপদে পড়লে ডাক্তারদের কাছেই যায়।'

এরপরই মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, 'এত নার্সিং স্টাফ, এত প্যারামেডিকেল, এত কর্মী, এত ডাক্তার, কী লাভ? কেউ যদি মনে করেন দায়িত্ব পালন করবেন না, তাহলে কি তা জাস্টিফাই করা যায়?' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'অনেক সময় দেখেছি, একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস হাসপাতালে গেলে জুনিয়ার ডাক্তার দেখে বলেন, মারা গিয়েছে, নিয়ে যান। আমি তাঁকে লাইফ সাপোর্ট দেব। তাঁকে পত্রপাঠ বিদায় দেওয়া আমার কাজ নয়। চিকিৎসকদের আরও মানবিক হওয়া উচিত।'

সাসপেনশনে অসন্তোষ ডাক্তারদের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনায় চিকিৎসক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট এদিনই আরজি কর হাসপাতাল থেকে প্রতিবাদ মিছিল করে। ফ্রন্টের অন্যতম মুখ ডাঃ অনিকেত মাহাতো বলেন, 'মূল ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা। স্যালাইন থেকেই যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেই সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। ২০২২-'২৩ সালেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু তারপরেও স্বাস্থ্য দপ্তর চুপ করে বসেছিল। সরকারের এই আচরণ মেনে নেওয়া হবে না।' জুনিয়ার ডাক্তাররা তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ করার জন্য আলোচনায় বসছেন। সিনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক পুণ্যব্রত গুন বলেন, 'সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

অর্পিতার উদ্দেশে পার্থ

'আসি, তুমি ভালো থেকো'

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : এতদিন চোখে চোখে কথা হচ্ছিল। এবার আর আবেগ চাপা রইল না। দেখা হল। কথাও হল। শেষে বিদায়ের সময় বলে গেলেন, 'আসি, তুমি ভালো থেকো।' দীর্ঘদিন পর কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ছিল নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণের দ্বিতীয় দিন। তাই দু-জনেই সশরীরে হাজির ছিলেন। তখনই কথা হয় অর্পিতার সঙ্গে। অর্পিতা জেলমুক্ত হলেও এখনও সংশোধনাগারেই দিন কাটছে পার্থর। তাই শুনানি শেষে খানিকক্ষণ বার্তালাপের পর যাওয়ার সময় অর্পিতাকে নিজের দিকে খেয়াল রাখার পরামর্শ দিয়ে গেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।

এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হয় শুনানি। দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত রুদ্ধদ্বার কক্ষে চলে সাক্ষ্যগ্রহণ। সূত্রের খবর, এদিন সাক্ষীর তালিকায় থাকা দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পার্থর আইনজীবী। উত্তরে ওই ব্যক্তি জানান, পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন পার্থ সংস্থায় ডিরেক্টর করার জন্য কিছু লোক চেয়েছিলেন। তারপর পার্থর আইনজীবী অতিরিক্ত প্রশ্ন করায় বিচারক অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করবেন না।'

মঙ্গলবার প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণের পর কিছু নথিতে স্বাক্ষর করা বাকি ছিল। এদিন সেই কাজও সম্পন্ন করা হয়। এই মামলায় ৫৪জন অভিযুক্ত রয়েছে। বিচার শুরু হওয়ার কারণে সাক্ষীদের সশরীরে হাজির থাকতে হচ্ছে। অনেকে ভার্চুয়ালিও হাজির থাকছেন। এদিন পার্থ, অর্পিতা সহ বেশ কয়েকজন সশরীরে ও বাকিরা ভার্চুয়ালি হাজিরা দেন। তবে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র অসুস্থ থাকার কারণে এদিন তাঁকে

ভার্চুয়ালিও হাজির করানো যায়নি। শেষে মামলার অগ্রগতি নিয়ে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন পার্থ। তখনই অর্পিতার সঙ্গে কথা হয়। জেলে যাওয়ার পর এর আগেও ভার্চুয়ালি একে অপরকে ইশারা করে শারীরিক পরিস্থিতি কীরকম রয়েছে, তার খোঁজখবরও নেওয়া হয়। এছাড়াও মামলার হাজিরার সময় বেশ কয়েকবার দু-জনের দেখা হয়। কিন্তু এই প্রথম মুখোমুখি কথা হল।

বাংলা থেকে পরিবেশ আন্দোলন চান সোনম

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : যে হারে ফসিল ফুয়েলের (জীবাশ্ম জ্বালানি) ব্যবহার বাড়ছে, তাতে আগামী দিনে হিমালয় অববাহিকা এলাকায় বড় ধরনের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। বৃহস্পতিবার কলকাতার মহাবোধি সোসাইটিতে এক আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করলেন লাদাখের পরিবেশ আন্দোলনের মুখ সোনম ওয়াংচুক। তবে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি যে শুধুমাত্র লাদাখে হতে পারে তা নয়, সমগ্র হিমালয় সংলগ্ন ও তরাই এলাকায় এর প্রভাব পড়বে। তার ফল ভুগতে হবে উত্তরবঙ্গকেও। এখনই ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার কমানো না গেলে হড়পা, বন্যা ও পানীয় জলের সংকট তৈরি হতে পারে। আমির খান অভিনীত জনপ্রিয় হিন্দি ছবি 'থ্রি ইডিয়েটস' সোনম ওয়াংচুকের জীবন নিয়েই তৈরি হয়েছিল। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বি-টেক-এর এই ছাত্র দীর্ঘদিন ধরেই লাদাখের পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। কিন্তু এই বিপদ যে শুধু লাদাখের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা বোঝাতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছেন।

এদিন তাঁর ভাষণে সোনম বলেন, 'আমাদের হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় আরও নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। নাহলে ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে খুবই খারাপ হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ অনেক আন্দোলনের দিশা দেখিয়েছে। পরিবেশ নিয়ে আরও এক আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা থেকে শুরু হোক। কারণ প্রকৃতিকে বাঁচানোর দায় সকলেরই। জলবায়ুর পরিবর্তন হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় দ্রুত হারে বাড়ছে। অনেক জিনিসের বদল হয়েছে। যা আগামী দিনে আরও খারাপ সময়ের মধ্যে নিয়ে যাবে।'

ওয়াংচুক বলেন, 'আমরা বিকাশকে সমর্থন করি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিকাশের জন্য বিনাশ যেন না ডেকে আনি। ফসিল ফুয়েলের জন্য হিমালয়ের ওপর ব্ল্যাক কার্বনের স্তর পড়ছে। তার ফলে সূর্যের রশ্মি প্রতিফলন না করে গ্রহণ করছে হিমালয়। এতে তাপমাত্রা যেমন বাড়ছে, তেমন হিমালয় ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় যাবে যে, গ্রীষ্ম বা শীতকালে জলের অভাব হতে পারে। আবার বর্ষায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হবে। তাই ডিজেল চালিত গাড়ি চলাচলে যেমন নিয়ন্ত্রণ আনা দরকার, তেমনই কংক্রিটের জঙ্গল রোধ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রেখে দেওয়া জরুরি।'

আসফাকউল্লার বাড়িতে পুলিশ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদের অন্যতম মুখ জুনিয়ার ডাক্তার আসফাকউল্লা নায়েকের বাড়িতে বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশি তল্লাশির ঘটনা ঘটে। রাজ্য পুলিশের একটি দল এদিন তাঁর কাকদ্বীপের রামতনুনগরের বাড়িতে হানা দেয়। এই ঘটনায় জুনিয়ার ডাক্তারদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর

প্রতিবাদ মিছিল আরজি করে

আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে তাঁকে একটি চিঠি পাঠানো হয়। ওই চিঠিতে বলা হয়, পরীক্ষার ফলপ্রকাশের আগেই নিজেকে ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা শুরু করেছেন তিনি। এই ঘটনায় এদিন বিকালে আরজি কর হাসপাতাল থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে রেজিস্ট্রার মানস চক্রবর্তীর নামে তাঁকে যে চিঠি মেল করা হয়েছিল, তাতে কোনও তারিখ বা সই ছিল না। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভয়া কাণ্ডের অন্যতম মুখ আসফাকউল্লা। বলা হয়েছে, ইএনটি (নাক, কান, গলা) বিশেষজ্ঞ না হয়েও বেআইনিভাবে চিকিৎসা করছেন তিনি। চিঠি পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যেই তাঁকে মানসবাবুর সঙ্গে দেখা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আসফাকউল্লাকে যে সময় চিঠি দেওয়া হয়েছে, তার মাঝেই এদিন সকালে কাকদ্বীপে তাঁর বাড়িতে ২৫-৩০ জন পুলিশকর্মীর একটি দল গিয়ে খানাতল্লাশি করে।

আসফাকউল্লার বক্তব্য, বিধাননগর থানা থেকে আরজি করের দূরত্ব সামান্য সময়ের। পুলিশ এখানে এসে সহজেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারত অথবা তাঁকে ডেকে পাঠাতে পারত। কিন্তু তা না করে কাকদ্বীপে গিয়ে তাঁর বাড়িতে হানা দেয়। এই ঘটনাকে প্রতিহিংসা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, পুলিশের ক্ষমতা থাকলে আরজি করে এসে গ্রেপ্তার করুক তাঁকে। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের যুগ্ম আহ্বায়ক ডাক্তার পুণ্যব্রত গুন ও ডাক্তার হিরালাল কোনার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। জুনিয়ার ডাক্তারদের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতো বলেন, 'প্রতিহিংসামূলকভাবে এই কাজ করা হলে জুনিয়ার ডাক্তাররা হিসেব বুঝে নেবে।'

আরজি করের ঘটনায় বিচার চেয়ে ফের পথে। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

বাজেটে ডিএ'র চর্চা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : আসন্ন ফেব্রুয়ারির বাজেটেই ডিএ (মহার্ঘভাতা) বাড়তে চলেছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের। বৃদ্ধির হার হবে ২ থেকে ৪ শতাংশের মধ্যে। হারের পরিমাণের ওপর রাজ্য সরকারের খরচের দায় কী দাঁড়াবে, তারই খুঁটিনাটি হিসাব এখন চলছে নবান্নের অর্থ দপ্তরে। তবে কর্মীদের অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা যে বাড়ছেই, সে ব্যাপারে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল। কর্মচারীদের ডিএ বাড়ানোর বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই অর্থ দপ্তরে হিসাবনিকাশের পালা। বৃহস্পতিবার নবান্নে অর্থ দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ২ থেকে ৪ শতাংশের মধ্যে ঠিক কত শতাংশ ডিএ বাড়ানো হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রীই। তাঁর মাথায় রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার কথা। বারবার শুনানি পিছোচ্ছে অথচ রায় মিলছে না। এরই মধ্যে সামর্থ্য অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা ধাপে ধাপে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্টে এই নিয়ে রায় কী হবে তাঁর জানা নেই। তবে তিনি কর্মচারীদের দাবি মতো একবারে পুরোটা যে দেওয়া রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, তা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন।

৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চাওয়ার পরামর্শ

মৃত প্রসূতির সন্তানের দায়িত্ব নিচ্ছেন শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : ৫০ লক্ষের চেয়ে ১ পয়সাও কম নেবে না মৃতার পরিবার। প্রয়োজনে ওর পরিবারকে নিয়ে নবান্নে ধর্নায় বসবেন। স্যালাইন কাণ্ডে মৃতার সরকারি ক্ষতিপূরণ ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার এই হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনার পাঁচ দিন পর এদিন মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় মৃত মামণি রুইদাসের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ান শুভেন্দু। মামণির সদ্যোজাত শিশুর দায়িত্ব নেওয়ার অঙ্গীকারও করেন তিনি। তার নাম প্রধানমন্ত্রীর 'সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায়' অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন শুভেন্দু। প্রসূতি মৃত্যু কাণ্ডে মৃত মামণি রুইদাসের বাড়িতে যান এদিন শুভেন্দু। নিষিদ্ধ স্যালাইন ব্যবহারে প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ মামলায় এদিন ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে আদালতের কড়া অবস্থানের পর ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা ও সরকারি চাকরির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

৫ দিন আগে মেদিনীপুর হাসপাতালে মারা গিয়েছেন প্রসূতি মামণি রুইদাস। মামণির সঙ্গেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও চার প্রসূতি। আর সেই ঘটনা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য-রাজনীতি উত্তাল। অথচ গত পাঁচ দিনে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় মৃতার পরিবারকে কিছু পথ্য আর চাল, ডাল-এর মতো খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা ছাড়া আর কিছুই করেনি রাজ্য সরকার। অভিযোগ মৃতার পরিবারের। বুধবার স্বাস্থ্যভবন অভিযানের পর

> দেবাশিস আমাদের দলের সদস্য। তাঁর জন্য দলের তরফে যা করার তা করা হবে। কিন্তু সরকারের থেকে ৫০ লক্ষের ১ পয়সাও কম নেবে না। প্রয়োজনে দাবি আদায়ে ওর পরিবারকে নিয়ে নবান্নে যাব।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

বৃহস্পতিবার আচমকা চন্দ্রকোনায় মামণি রুইদাসের বাড়িতে যান শুভেন্দু। ঘটনাচক্রে মৃতার স্বামী দেবাশিস এবার বিজেপির সদস্য হয়েছেন।

দেবাশিসকে পাশে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'মদ খেয়ে মৃত্যু হলে সরকার ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ নিয়ে পৌঁছে যায়। অথচ পাঁচ দিনে স্থানীয় বিডিওকে দিয়ে কিছু ত্রাণসামগ্রী পাঠানো ছাড়া আর কিছুই করেনি রাজ্য। এটাই এই মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক সরকারের নমুনা!' বুধবার স্বাস্থ্য অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করে স্যালাইন কাণ্ডে মৃত্যুর জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে দায়ী করেছিলেন শুভেন্দু। মৃতার পরিবারের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৫০ লক্ষ টাকা ও সরকারি চাকরির দাবিও জানিয়েছিলেন তিনি।

এদিনও শুভেন্দু বলেন, 'গত ১০ ডিসেম্বর এই স্যালাইনের উৎপাদন নিষিদ্ধ করার কথা জেনেও প্রায় ১ মাস ধরে রাজ্যজুড়ে সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসায় তা ব্যবহৃত হতে দেওয়ার দায় এড়াতে পারে না রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই ঘটনা নিছক গাফিলতি নয়, এটা খুনের সমান।'

এদিন আদালতের নির্দেশের পরে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা ও চাকরির ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণের অঙ্কে সন্তুষ্ট নন শুভেন্দু। মৃতার স্বামীকে পাশে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, দেবাশিস আমাদের দলের সদস্য। তাঁর জন্য দলের তরফে যা করার তা করা হবে। অন্য কোনও দল বা সংগঠনও যদি সাহায্য করতে চায় অবশ্যই তা নেবে। কিন্তু সরকারের থেকে ৫০ লক্ষের ১ পয়সাও কম নেবে না। প্রয়োজনে দাবি আদায়ে ওর পরিবারকে নিয়ে নবান্নে যাব।'

সংকটকালেও রেকর্ড সদস্য ডিওয়াইএফআইয়ে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : সদস্য সংগ্রহে রেকর্ড গড়েছে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়েছে সদস্য সংগ্রহ। তারপরে জেলাগুলি থেকে রাজ্য কমিটিতে সদস্য সংখ্যার হিসেব জমা পড়েছে। তার ভিত্তিতেই হিসেবে দেখা গিয়েছে, গত সাত বছরের মধ্যে এই সংখ্যক সদস্য যুব সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সিপিএমের অন্যান্য গণসংগঠনেও এত সদস্য এখনও পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। চলতি বছরের মার্চে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এরও সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হবে। তবে যুব সংগঠনের মতো এই পরিমাণ সদস্য যোগদান করানোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

সারা বছরই সদস্য সংগ্রহ চলতে থাকে। সূত্রের খবর, এবছর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩৪ লক্ষেরও বেশি সদস্য যুব সংগঠনে যোগ দিয়েছেন। যা আগের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। দলের এই ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতেও যা ইতিবাচক বলে মনে করছেন দলীয় নেতারা। তবে এখনও পর্যন্ত ডিওয়াইএফআই-এর তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য সংখ্যা ঘোষণা করা হয়নি। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণ সভার সময় এই বিষয়ে ঘোষণা করার কথা রয়েছে। চলতি বছরের মার্চেই সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হবে। জানা গিয়েছে, হিসেব অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত ৩ লক্ষ সদস্য ছাত্র সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত

হয়েছেন। আগের বার্ষিকীতে ৯ লক্ষ সদস্যকে ছাত্র সংগঠনে যোগদান করাতে পেরেছিলেন সংগঠনের নেতারা। মার্চের মধ্যে তাঁরাও গত বছরের তুলনায় বেশি পরিমাণ সদস্য সংগঠনে আনতে পারবেন বলে আশাবাদী।

যুব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে মীনাক্ষী আসার পরেই ক্রমশ তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ব্রিগেডের মাঠ বা সিপিএমের নামে ভিন্ন কোনও কর্মসূচিতেও মীনাক্ষীর উপস্থিতি আলাদা মাত্রা দেয়। এই প্রেক্ষিতে এত সদস্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর মীনাক্ষীর ভূমিকা দলের অন্দরে প্রশংসিত হয়েছে। দলের একাংশের মত, বুথ স্তর থেকে যুব সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং সদস্য সংগ্রহে সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় দুর্দিনেও যুবরা দলে আসছে।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্য বলেন, 'বুথ স্তরের কর্মীরা মাঠে ময়দানে নেমে সদস্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের পরিশ্রম কম নয়। তবে মীনাক্ষীর ভূমিকাও অনস্বীকার্য।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, ব্যক্তি নির্ভর রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় বলেই প্রকাশ করেন সিপিএম নেতারা। তাই প্রকাশ্যেই মীনাক্ষীর জনপ্রিয়তার প্রশংসা না হলেও শীর্ষ নেতাদের আখ্যা অনুযায়ী তিনিই ক্যাপ্টেন তা আবারও স্পষ্ট হচ্ছে।

আতঙ্ক বলিউডে

তারকাদের প্রতিক্রিয়া

বহিরাগতর আক্রমণে আহত গুরুতর সইফ আলি খান। এখন বিপন্মুক্ত। এই ঘটনায় ভীষণ উদ্বিগ্ন সইফ-অনুরাগীরা। সেইসঙ্গে আছেন বি-টাউনের সেলেব ও অভিনেতার সহকর্মীরাও ।

কাল হো না হো- ছবিটি একসঙ্গে করার পর থেকেই সইফের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় শাহরুখ খানের। করিনা কাপুর তো তাঁর সহকর্মীও। ফলে তাঁদের এই বিপদে স্থির থাকতে পারেননি শাহরুখ। ছুটে গিয়েছেন লীলাবতী হাসপাতালে সইফকে দেখতে। সেখানে থাকা পাপারাৎজিদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে তাঁর গাড়ি, তিনি অবশ্য ক্যামেরার সামনে আসেননি। একইভাবে উদ্বিগ্ন সইফের সহকর্মী দক্ষিণের জুনিয়ার এনটি আর। সম্প্রতি দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে দেবারা ছবিতে। জুনিয়ার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, 'শক পেয়েছি, দুঃখিত হয়েছি সইফ স্যারের ওপর আক্রমণের খবরে। তাঁর দ্রুত আরোগ্য ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করি।'

চিরঞ্জীবী পোস্ট করেছেন, 'গভীরভাবে উদ্বিগ্ন সইফ আলি খানের ওপর এই আক্রমণের খবরে। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।' এদিকে কলকাতা থেকে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তাঁর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এরপর ঋতুপর্ণা সইফের বোন সাবা আলির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সাবা এখন লন্ডনে। তিনি জানতে পেরেছেন, দাদা বিপন্মুক্ত। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। ঋতুপর্ণাকে সাবা বলেছেন, 'বাড়ির ভিতর কীভাবে ওরা ঢুকল, বুঝতে পারছি না।'

রবিনা ট্যান্ডন পোস্ট করে লিখেছেন, 'সেলিব্রিটিরাই হামলাকারীদের সফট টার্গেট হচ্ছে বারবার। বান্দ্রার আবাসিকদের বাসস্থানের জায়গা এখন বেআইনি ব্যাপার-স্যাপার, অ্যাক্সিডেন্ট, স্ক্যাম, হকার-মাফিয়া, জবরদখলকারী, জমি দখলকারী এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম বেড়ে যাচ্ছে, বাইকাররা ফোন আর সোনার চেন ছিনিয়ে নিচ্ছে যখন তখন— শক্তিশালী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন। সইফের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।'

সইফ আলির বাসভবন বান্দ্রায়। তাঁর ওপর হওয়া আক্রমণের জন্য এই বান্দ্রা এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেত্রী পূজা ভাট। তিনি বলেছেন এবং এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন, 'আমাদের আইন আছে, তা প্রয়োগ করার কেউ নেই। বান্দ্রা এলাকায় ফুটপাথ দখল করে অনেক লোক ব্যবসা করছে। তারা জায়গাটা দখল করে রেখেছে, লোকে হাঁটতে পারে না। পুলিশ দেখেও দেখে না। মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে, কিন্তু কাজের কাজ হয় না। এই অবস্থার পরিবর্তন হবে? বান্দ্রা এলাকায় আরও পুলিশ মোতায়েন করা দরকার। মুম্বই শহর এবং মফসসলের রানি এই বান্দ্রা কখনও এত নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই বিষয়ে।'

সইফকে দেখতে করিশমা, ইব্রাহিম, সারা হাসপাতালে

মাঝরাতে নিজের বান্দ্রার বাড়িতে আক্রান্ত সইফ আলি খান। ডাকাতরা বাড়িতে ঢুকে ডাকাতির চেষ্টা করে, তার সঙ্গে চলে সইফকে ছুরি দিয়ে আঘাত। ঘাড়ে, পিঠে একাধিক ক্ষত নিয়ে তিনি লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করে জানিয়েছেন সইফ বিপন্মুক্ত। তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান করিশমা কাপুর, সারা আলি খান, ইব্রাহিম আলি, সোহা আলি, কুণাল খেমু, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট প্রমুখ। করিনা কাপুর ছিলেন কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কেউ কোনও কথা বলেননি।

করিনার টিম অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট দিয়ে জানিয়ছে, অনুরাগীরা যেন ধৈর্য ধরেন। এই মুহূর্তে খান-পরিবার কারোর সঙ্গে কথা বলার জায়গায় নেই। তাঁরা এখনও শকে আছেন। তিনি, তৈমুর ও জেহ নিরাপদে আছেন। ডা. নীতিন ডাঙ্গে সইফের অস্ত্রোপচার করেছেন। তিনি অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট দিয়ে জানিয়েছেন, 'রাত দুটো নাগাদ অভিনেতা সইফ আলি খান হাসপাতালে ভর্তি হন। কোনও অচেনা ব্যক্তি তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক আঘাত করেছে। সইফের থোরাইক স্পাইনাল কর্ডে মারাত্মক ক্ষত ছিল। ছুরির একটি অংশও তাঁর শরীরে বিঁধেছিল। অস্ত্রোপচার করে সেই অংশ বার করা হয়েছে এবং স্পাইনাল ফ্লুইডের ক্ষরণ বন্ধ করা গিয়েছে। তাঁর বাঁ হাতের দুটি বড় ক্ষত এবং তাঁর ঘাড়ের আরও একটি ক্ষত প্লাস্টিক সার্জারির টিম ঠিক করেছে। তিনি এখন স্থিতিশীল। দ্রুত আরোগ্যের পথে এবং পুরোপুরি বিপন্মুক্ত।'

ইতিমধ্যে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ সইফের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ব্রাঞ্চের এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট দয়া নায়েক ঘটনার তদন্ত করতে সইফের বান্দ্রার বাড়িতে যান। একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি বাড়ির পিছনে থাকা অগ্নিকাণ্ডের সময় আপৎকালীন দরজা দিয়ে ঢুকেছিল বলে জানা গিয়েছে।

কী বললেন, সইফের প্রতিবেশিনী করিশমা

সইফ-করিনার বাসভবনের ঠিক বিপরীতে থাকেন অভিনেত্রী করিশমা তান্না। সইফ আলির ওপর হওয়া ডাকাতের আক্রমণে তিনি উদ্বিগ্ন। বলেছেন, 'আমার বাড়ির বাইরের অবস্থা এখন ভয়াবহ। চারদিকে পুলিশ আর মিডিয়াতে ছয়লাপ। এই ঘটনা বান্দ্রা এলাকার বাসিন্দাদের একটা সাবধান বাণী দিয়ে গেল। আমি গত এক বছর বা তারও বেশিদিন ধরে নিরাপত্তা বাড়াবার কথা বলে আসছি আমার কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটিকে। যে ধরনের নিরাপত্তা আছে, তা বর্তমান পরিস্থিতি সামলানোর মতো উপযুক্ত নয়। ডাকাতির মতো ঘটনা সামলানোর জন্য তারা প্রশিক্ষিতও নয়। মনে হয়, এরপর আমরা শিখব। আমাদের বাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বাড়বে।'

অটোয় রক্তাক্ত বাবাকে নিয়ে যান

বৃহস্পতিবার মাঝরাতে অচেনা ব্যক্তি আক্রমণ করে অভিনেতা সইফ আলিকে। এই পরিস্থিতিতে করিনা ফোন করেন সইফের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইব্রাহিম আলিকে। ওই রাতে ইব্রাহিম সইফের বান্দ্রার বাড়িতে আসেন। তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে যান। মুম্বাই পুলিশ জানাচ্ছে, রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ইব্রাহিম সইফকে নিয়ে হাসপাতালে যান। সেই সময় বাড়িতে কোনও ড্রাইভার ছিল না। তাই ইব্রাহিম ও বাড়ির এক কর্মী একটি অটো রিকশা করে সইফকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। এখন অভিনেতা স্থিতিশীল। তিনি আইসিইউতেই আছেন।

জুলাইতে মুক্তি সন অফ সর্দার ২

এক দশকেরও বেশি সময় বাদে অজয় দেবগণ অভিনীত অ্যাকশন কমেডি সন অফ সর্দার-এর সিক্যুয়েল। জানা গিয়েছে সন অফ সর্দার ২-এর মুক্তির তারিখ।

ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন, '২০২৫ সালের ২৫ জুলাই মুক্তি পাবে সন অফ সর্দার ২। এর সঙ্গে শুটিং স্পটের একটি ছবিও শেয়ার করেছেন। অজয় দেবগণের সিংহম এগেইন যাতে দিওয়ালিতে মুক্তি পায়, তার চেষ্টা করেছিলেন। এখন তিনি চাইছেন সন অফ সর্দার ২ উৎসববিহীন কোনও সপ্তাহান্তে মুক্তি পাক। বিজয় কুমার অরোরা পরিচালিত এই ছবির নায়িকা মৃণাল ঠাকুর। শোনা গিয়েছে, সঞ্জয় দত্তও থাকবেন ছবিতে। মুকুল দেব, বিন্দু দারা সিং, কুবরা সেট, নীরু বাজওয়া, দীপক দোবরিয়াল প্রমুখও আছেন ছবিতে।

লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানল, কেমন আছেন প্রিয়াংকা?

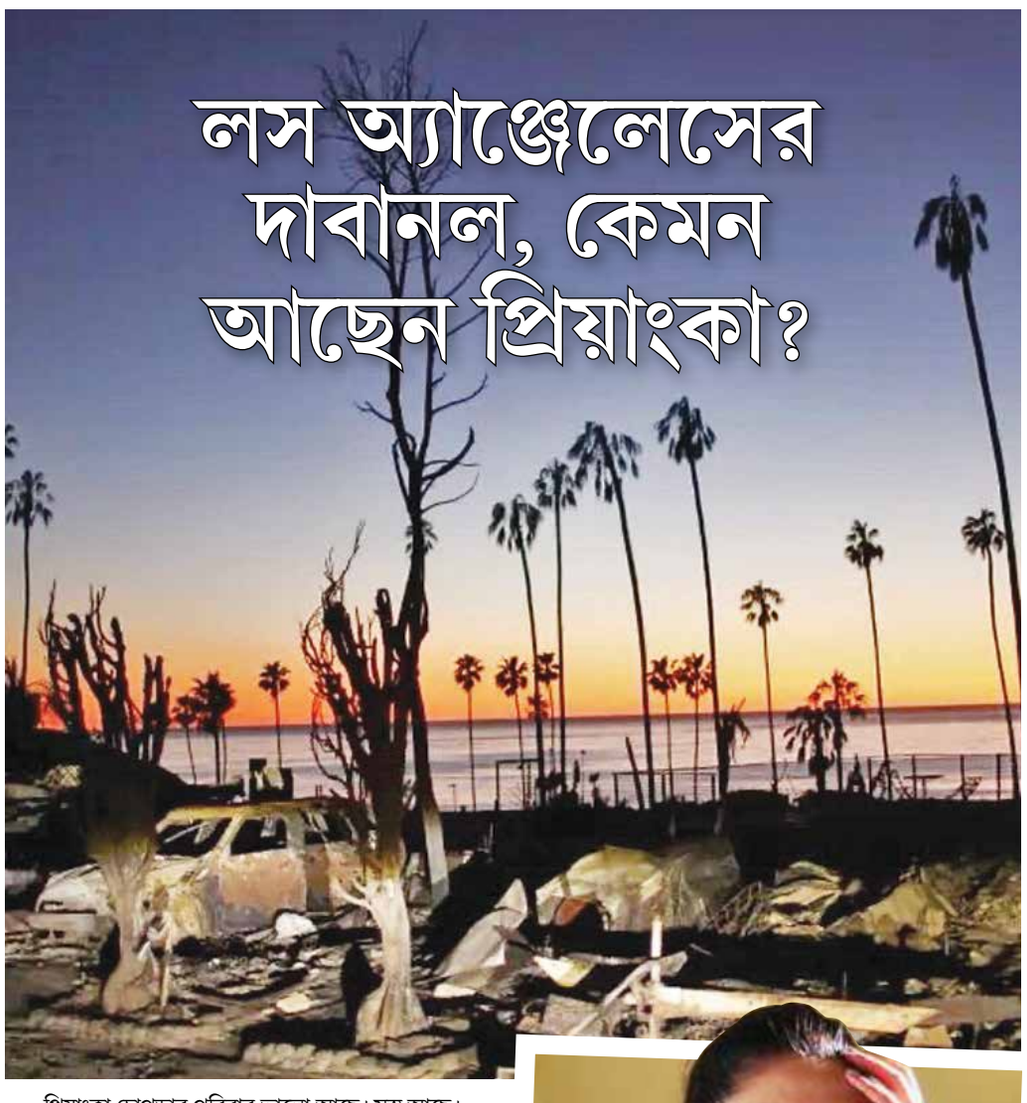

প্রিয়াংকা চোপড়ার পরিবার ভালো আছে। সুস্থ আছে। লস এঞ্জেলেসের দাবানল থেকে রেহাই পেয়েছেন তাঁরা। কিন্তু প্রিয়াঙ্কার মন ভালো নেই। একটি পোস্টে নিজেই জানিয়েছেন সে কথা। প্রিয়াংকা লিখেছেন, যদিও তাঁর মেয়ে মালতী, তিনি নিজে এবং নিক জোনাসের কোনও ক্ষতি হয়নি, কিন্তু তাঁর অনেক বন্ধুর পরিবারই বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই বিধ্বংসী আগুনে লস অ্যাঞ্জেলেসবাসীর অনেক ক্ষতি হয়েছে। তাঁদের বাড়ি, সম্পত্তি, জীবন সব ভস্মীভূত এবং ছারখার হয়ে গেছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি নিদারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন প্রিয়ংকা। মানুষের কাছে তিনি আবেদন করেছেন, সকলে যেন লস অ্যাঞ্জেলেসের পাশে থাকে। কারণ সেখানে আবার নতুন করে সবকিছু গড়ে তুলতে হবে। মানুষের সাহায্যের খুব প্রয়োজন।

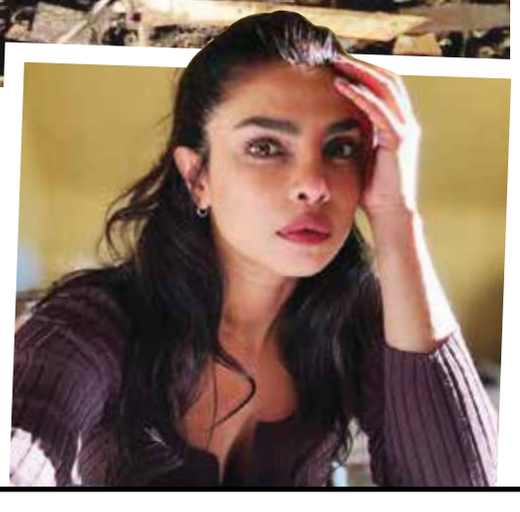

আমি সিঙ্গল

এভাবেই নিজের প্রেম-জীবনের কথা খোলাখুলি জানিয়েছেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান।একটি নামি বৈদ্যুতিন মাধ্যম তাঁকে রিয়াল হিরো ২০২৪ হিসেবে নির্বাচন করেছে। সেই পুরস্কার নিতে গিয়েই তাঁর 'সম্পর্ক-জনিত' প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমি সিঙ্গল, একদম সিঙ্গল—একশো ভাগ, পাক্কা...। ছবি করতে করতেই সময় চলে যাচ্ছে, আর কোনও কিছুর জন্য সময় নেই। মনে হচ্ছে, যেন একই অফিসে বারবার যাচ্ছি। আর কোথাও যাবার বা আর কারোর সঙ্গে দেখা করার সময় নেই।' এখন আবার তিনি দাড়ি রেখেছেন, ফলে একটা 'রাফ লুক' এসেছে তাঁর চেহারায়। এই নিয়ে তিনি বলেন, এটাই প্রমাণ তিনি সিঙ্গল! গত বছর তাঁর দারুণ কেটেছে। চান্দু চ্যাম্পিয়ন, ভুল ভুলাইয়া ৩-এর মতো ছবি ঝুলিতে ভরেছেন। এখন তাকিয়ে আছেন অনুরাগ বাসুর ছবি আশিকি ৩-এর দিকে। তাঁর সঙ্গে এই ছবিতে কে থাকবেন তা অবশ্য ঠিক হয়নি এখনও। এছাড়াও করণ জোহারের ধর্মা প্রোডাকশনের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছেন তিনি। নিজেদের ভিতরের বিবাদ, মতান্তর দূরে রেখে তাঁরা করছেন তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি।

মুম্বইয়ের নিরাপত্তা ঘিরে উঠছে প্রশ্ন

হামলার নেপথ্যে কি বিষ্ণোই গ্যাং

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল জিনা ইঁয়াহা, জরা হট কে জরা বাঁচ কে ইয়ে হ্যায় বোম্বাই মেরি জান...'

১৯৫৬ সালে দেব আনন্দ অভিনীত 'সিআইডি' সিনেমার কালজয়ী গানের ওই কথাগুলি বাস্তবিকই আজকের মুম্বইয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। অন্তত বান্দ্রায় নিজের বাড়িতে

> ▶ মহারাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে সেটা এই ঘটনা দেখিয়ে দিল।
> **শারদ পাওয়ার**
>
> ▶ মুম্বই সবথেকে নিরাপদ। শুধুমাত্র একটি ঘটনার ভিত্তিতে মুম্বইকে অসুরক্ষিত শহর বলাটা ভুল।
> **দেবেন্দ্র ফড়নবিশ**

বলিউডের চতুর্থ খান সইফ আলি খান যেভাবে দুষ্কৃতীর ছুরির আঘাতে জখম হয়েছেন, তাতে বাণিজ্যনগরীর নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছে। সূত্রের খবর, হামলার নেপথ্যে কুখ্যাত লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হাত রয়েছে কি না সেটা ইতিমধ্যে খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে মুম্বই পুলিশ।

দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও এই হামলার নেপথ্যে ওই গ্যাংস্টারের হাত থাকার অভিযোগ তুলেছেন। সেইসঙ্গে বিজেপির হাতে মুম্বইয়ের নিরাপত্তা যে ঠুনকো, সেই অভিযোগও তুলেছেন। কৃষ্ণসার হরিণ শিকারের মামলায় সলমন খান এমনিতেই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হিটলিস্টে রয়েছেন। ভাইজানের ওপর বেশ কয়েকবার হামলাও হয়েছে। তিন মাস আগে সলমনের ঘনিষ্ঠ বাবা সিদ্দিকীকে খুন করে বিষ্ণোই গ্যাং। যে 'হাম সাথ সাথ হ্যায়' ছবির শুটিংয়ের সময় কৃষ্ণসার কাণ্ড ঘটেছিল, সেই সিনেমায় সলমনের সহ অভিনেতা ছিলেন সইফ। কাজেই হামলার নেপথ্যে সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখছে মুম্বই পুলিশ।

সইফ কাণ্ডে আপ সুপ্রিমো বলেন, 'একজন অত বড় মাপের অভিনেতা যিনি একটি নিরাপদ জায়গায় থাকেন তিনিই যদি নিজের বাড়িতে আক্রান্ত হন তাহলে সেটা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। এই ঘটনায় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এর আগে সলমন খান আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাবা সিদ্দিকীকে খুন করা হয়েছে। সরকার যদি সইফ আলি খানের মতো বড় মাপের সেলেব্রিটিকে নিরাপত্তা দিতে না পারে তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে?' কেজরির খোঁচা, 'গুজরাটের একটি জেলে বন্দি থাকা সত্ত্বেও একজন গ্যাংস্টার নির্ভয়ে কাজ করছে। এসব দেখে মনে হচ্ছে, তাকেই যেন সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে।'

শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, 'সইফ আলি খান একজন শিল্পী। উনি পদ্মশ্রী পেয়েছেন। কিছুদিন আগে সইফ আলি খান এবং তাঁর পরিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। গতকাল প্রধানমন্ত্রী মুম্বইয়ে ছিলেন। আর এবার সইফ আলি খান ছুরিকাহত হয়েছেন। এই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা কী হয়েছে? আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোথায়?' প্রিয়াংকা চতুর্বেদীর প্রশ্ন, 'যদি সেলেব্রিটিরাই নিরাপদ না হন তাহলে মুম্বইয়ে আর কারা নিরাপদ?' এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারের তোপ, 'মহারাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে সেটা এই ঘটনা দেখিয়ে দিল। রাজ্য সরকার বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর যিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁর উচিত এই ধরনের ঘটনাকে গুরুত্ব দেওয়া।' সইফ আলি খান, করিনা কাপুর এবং গোটা পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে একটি ঘটনায় গোটা রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা মানতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি বলেন, 'মুম্বই সবথেকে নিরাপদ। শুধুমাত্র একটি ঘটনার ভিত্তিতে মুম্বইকে অসুরক্ষিত শহর বলাটা ভুল।'

সইফকে দেখতে হাসপাতালে সারা ও ইব্রাহিম। ইনসেটে, বাড়ির সামনে পুলিশকর্তারা।

ক্যামেরা সত্ত্বেও হামলাকারী ঢুকল কী করে

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : বিলাসবহুল বাড়ির শোওয়ার ঘরে ছুরি দিয়ে কোপানো হয়েছে বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খানকে। বুধবার গভীর রাতে মুম্বইয়ের বান্দ্রায় আবাসনে এই ঘটনা ঘটে। গুরুতর জখম অবস্থায় সইফকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর বিপন্মুক্ত হলেও এখনও হাসপাতালেই পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে শর্মিলা ঠাকুরের সেলিব্রিটি ছেলেকে।

আবাসনের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে হামলাকারী এক তরুণকে শনাক্ত করেছে মুম্বই পুলিশ। যদিও আক্রমণের পর সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ওই তরুণ ফায়ার এস্কেপ সিঁড়ি ব্যবহার করে বাড়িতে ঢোকার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা সেখানেই লুকিয়ে ছিল। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ এবং অভিযুক্তকে ধরতে দশটি দল গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বলিউড তারকার প্রাসাদোপম বাসভবনে হামলার ঘটনা একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

ঢুকল কী করে

ফায়ার এস্কেপ সিঁড়ি বেয়ে ঢোকার পরে অনুপ্রবেশকারী নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়িয়ে বাড়ির ভিতরে একেবারে শিশুদের ঘর পর্যন্ত কী করে পৌঁছে গেল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

দারোয়ান কী করছিলেন

বাড়ির নিরাপত্তারক্ষী কাউকে ঢুকতে দেখেননি। তাহলে তিনি কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন?

সে কি পূর্বপরিচিত

অনুপ্রবেশকারী তরুণ যদি বাড়ির ভিতরে অবাধে চলাফেরা করতে পারে, তাহলে প্রশ্ন- সে কি ভবনের লে-আউট সম্পর্কে পরিচিত ছিল, নাকি ভিতর থেকে কারও সহায়তা পেয়েছিল সে?

বাড়ির কেউ কি জড়িত

সইফ-করিনার কর্মচারী এবং বাড়ির সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। বাড়ির ভিতর থেকে কেউ আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল কি না, তা নিয়েও তদন্ত চলছে। কারণ, অন্দরের কারও জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

সিসিটিভিতে নেই কেন

সইফ থাকেন আবাসনের ১৩ তলায়। গোটা বাড়ি সিসিটিভিতে মোড়া থাকলেও একমাত্র সাততলার সিঁড়ির সিসিটিভি ক্যামেরায় অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। প্রশ্ন উঠছে, অন্যান্য সিসিটিভি ক্যামেরা, বিশেষ করে প্রবেশপথের ক্যামেরা কীভাবে এড়িয়ে গেল সে?

বরফের দেশ... শ্বেতশুভ্র তুষারে ঢাকা পড়েছে মানালির সোলাং ভ্যালি। খুশিতে মাতোয়ারা পর্যটকরা। বৃহস্পতিবার।

বিজাপুরে সংঘর্ষে মৃত্যু ১২ মাওবাদীর

রায়পুর, ১৬ জানুয়ারি : ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার জঙ্গলে বৃহস্পতিবার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১২ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। চলতি মাসে রাজ্যের একাধিক সংঘর্ষে নিহত মাওবাদীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬-এ।

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ বিজাপুরের দক্ষিণাঞ্চলের জঙ্গল এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র গেরিলা মাওবাদী দলের সংঘর্ষ শুরু হয়। নকশাল দমন অভিযানের অংশ হিসেবে সেখানে এদিন অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। দিনভর চলে দুপক্ষের গুলি বিনিময়। সন্ধ্যার পরেও মুহুর্মুহু গোলাগুলির শব্দে কাঁপতে থাকে এলাকা। অভিযানে অংশ নেয় তিনটি জেলার জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি), সিআরপিএফ-এর এলিট কোবরা বাহিনীর পাঁচটি ব্যাটালিয়ন এবং সিআরপিএফ-এর ২২৯তম ব্যাটালিয়ন।

১২ জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়। তল্লাশি জারি রয়েছে। ১২ জানুয়ারি বস্তারের বিজাপুর জেলায় ন্যাশনাল পার্ক এলাকার জঙ্গলে সংঘর্ষে তিন সন্দেহভাজন মাওবাদী নিহত হন। সংঘর্ষের পর ঘটনাস্থল থেকে তিনজন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়।

স্বস্তিতে আদানি-বিজেপি

দরজা বন্ধ হল হিন্ডেনবার্গের

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : অবশেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি গৌতম আদানি। যে সংস্থার রিপোর্টে তিনি সবথেকে বেশি বিপাকে পড়েছিলেন, সেই মার্কিন শর্ট সেলার সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ বুধবার আচমকা তাদের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নেট অ্যান্ডারসন এই ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছেন, 'গতবছরের শেষের দিকে আমি, আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং টিমকে জানিয়েছিলাম, হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ ভেঙে দেওয়া হবে। হাতে জমে থাকা কাজগুলি শেষ করার পর সংস্থা বন্ধ করে দেব বলে ঠিক করেছিলাম। আজ সেইদিন এসে গিয়েছে।' গত কয়েকবছরে আদানিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের একাধিক অভিযোগ ফাঁস করেছিল হিন্ডেনবার্গ। যার জেরে শেয়ার বাজারে ধাক্কা খেয়েছিল সংস্থার শেয়ারদর। আদানির বিরুদ্ধে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠনের দাবিও করেছিল কংগ্রেস। সেবি প্রধান মাধবী পুরী বুচের বিরুদ্ধেও শেয়ারদর ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানোর অভিযোগের তদন্তে আদানিগোষ্ঠীকে সাহায্যের অভিযোগ তুলেছে হিন্ডেনবার্গ। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ হিন্ডেনবার্গের ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার কারণ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে।

২০ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথের আগেই কেন সংস্থা বন্ধ হয়ে গেল, তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্য বিচার দপ্তরকে জানিয়েছিলেন, আদানি এবং তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে হিন্ডেনবার্গ যে তদন্ত করেছিল, তার সমস্ত নথি যেন সংরক্ষণ করা হয়। অ্যান্ডারসন অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। শুধু বলেছেন, 'কেন এখন সংস্থা বন্ধ করে দিলাম, তার কোনও নির্দিষ্ট কারণ নেই। কোনও হুঁশিয়ারি ছিল না, শারীরিক অসুস্থতার কারণ ছিল না, ব্যক্তিগত কোনও কারণও ছিল না। আমাকে একবার জনৈক ব্যক্তি বলেছিলেন, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সফল কেরিয়ার স্বার্থপর কাজে পরিণত হয়ে যায়। আগে আমার মনে হত, নিজের কাছে কিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন রয়েছে। এতদিনে আমি নিজের জন্য কিছুটা স্বস্তি পেয়েছি।' কংগ্রেস অবশ্য দাবি করেছে, হিন্ডেনবার্গের ঝাঁপ বন্ধ হলেও মোদি ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি গৌতম আদানির বিরুদ্ধে সুর চড়ানো বন্ধ করবে না তারা। দলের নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ মোদানিকে ক্লিনচিট দেওয়া নয়।' পবন খেরার কটাক্ষ, 'হিন্ডেনবার্গ বন্ধ হওয়ায় সবথেকে খুশি হয়েছে বিজেপি এবং আদানি।'

বইমেলায় কেন নেই বাংলাদেশ, ব্যাখ্যা গিল্ডের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় ফাঁকাই থাকবে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন। প্রায় ৩০ বছর ধরে ভারত এবং বাংলাদেশের বই ও সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করে এসেছে কলকাতা বইমেলা। তবে এবছর বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতির কারণে এটি সম্ভব হচ্ছে না।

ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। এই প্রেক্ষাপটে এবারের কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশের অনুপস্থিতি নিয়ে আয়োজক সংস্থা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির ম্যাক্সমুলার ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'বর্তমানে বাংলাদেশের যা পরিস্থিতি, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নির্দেশ না এলে আমাদের কিছু করার নেই। অন্যান্য বার বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের তরফে আবেদন জানানো হয়। এবার আধা সরকারি পর্যায়ের একজন একবার মাত্র আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। আমরা কেন্দ্রের তরফে সঠিকভাবে অনুমতি নেওয়ার জন্য বলেছিলাম'। অর্থাৎ দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টি কেন্দ্রের বিবেচ্য, সেখানে আলাদা করে গিল্ডের কোনও ভূমিকা নেই, স্পষ্ট করেছেন ত্রিদিব।

গিল্ড সভাপতি বলেন, 'বাংলাদেশ ১৯৯৬ সাল থেকে কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে। তবে এবছরের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের সরাসরি মন্তব্য করা ঠিক হবে না। আমরা সবাই জানি বর্তমান প্রেক্ষাপট কী। এই পরিস্থিতির কারণে কলকাতা বইমেলার পবিত্রতা, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য দিক যাতে কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্যই এবছর বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব হয়নি। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সাহিত্যের কোনও সীমানা বা কাঁটাতারের বেড়া নেই। যাঁরা বাংলাদেশ থেকে বইমেলায় অংশ নিতে চেয়েছিলেন, তাঁদের আমরা বলেছি, ভারত সরকারের অনুমতির মাধ্যমে অংশগ্রহণের চেষ্টা করতে।'

মুজিব মুছে নাম বদল ১৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের

ঐক্যের বার্তা ইউনূস-বিএনপি'র

ঢাকা, ১৬ জানুয়ারি : বাংলাদেশে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পালটে দিল ইউনূস সরকার। ১৩টির মধ্যে ৯টি ছিল মুজিবুর রহমানের নামে। মুজিবপত্নী ফজিলাতুন্নেছা এবং হাসিনার নামে দুটি করে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সবই পালটে দেওয়া হল। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় হল জায়গার নামে।

এদিকে, সংস্কারের নামে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে প্রায়ই অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে স্নায়ুর লড়াই চলে বিএনপি-র। এই স্নায়ুর লড়াই বন্ধ করতে এবার সরাসরি ঐক্যের বার্তা দিলেন প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস। তবে এই ইস্যুতে তিনি সামনে খাড়া করেছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রকে। তিনি বলেছেন, এই ঘোষণা পত্র ঘিরে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্দরে যাতে কোনও বিভেদের মেঘ না জমে। এই ব্যাপারে তাঁর সুরে সুর মিলিয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-ও। বৃহস্পতিবার ঢাকার ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে জুলাই সনদ ঘোষণার ব্যাপারে একটি সর্বদলীয় বৈঠক বসেছিল। ইউনূস বলেন, 'এই সরকারের জন্ম হয়েছে

ঐক্যের মধ্যে দিয়ে। যখন দেখি একা পড়ে গিয়েছি, আশপাশে কেউ নেই, তখন একটু দুর্বল মনে হয়। আবার সবাই যখন একসঙ্গে কাজ করি তখন মনের মধ্যে সাহস বাড়ে।'

ইউনূসের সাফ কথা, 'একতাতেই আমাদের জন্ম। একতাতেই আমাদের শক্তি।' তাঁর অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে বিএনপি-র স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী ঐক্যে যেন কোনও অবস্থাতেই ফাটল না ধরে। সেইদিকে অন্তর্বর্তী সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে।' সাড়ে পাঁচ মাস পরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রের কোনও প্রয়োজন ছিল কি না তাও জানতে চেয়েছেন তিনি। এদিনের বৈঠকে বিএনপি, জামাতের পাশাপাশি বেশ কিছু রাজনৈতিক দল অংশ নিলেও ছিল না সিপিবি। ইউনূস বলেন, 'বৈঠকে আপনাদের দেখে সাহসী মনে হচ্ছে। ৫ অগাস্টের কথা স্মরণ করে আমরা ঐক্যবদ্ধ রয়েছি।'

শাস্তি তিন বিশ্ববিদ্যালয়কে

জয়পুর, ১৬ জানুয়ারি : ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন (ইউজিসি) রাজস্থানের তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির অনুমতি পাঁচ বছরের জন্য বাতিল করেছে। ইউজিসি জানিয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিয়মবহির্ভূতভাবে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইউজিসি'র চেয়ারম্যান এম জগদীশ কুমার বলেন, 'পিএইচডি প্রোগ্রামের মান বজায় রাখা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব। নিয়মভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইউজিসি যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। আমরা আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি প্রোগ্রামের গুণমান যাচাই করছি। তারা যদি নিয়ম লঙ্ঘন করে, তবে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নিষেধের খাঁড়া নেমেছে চুরুর ওপিজেএস বিশ্ববিদ্যালয়, আলওয়ারের সানরাইজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঝুনঝুনুর সিংহানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। ইউজিসি'র একটি স্থায়ী কমিটি এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখে। তাতে দেখা যায়, ইউজিসি'র নির্ধারিত নিয়ম ও মানদণ্ড তারা লঙ্ঘন করেছে।

সফল স্পেস ডকিং ইতিহাস ইসরোর

বেঙ্গালুরু, ১৬ জানুয়ারি : স্পেস ডকিং পরীক্ষা বা স্পেডেক্স মিশনে পাশ করে গেল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। মহাকাশে দুই উপগ্রহ বা মহাকাশযানের সংযুক্তিকরণ বা মিলন প্রক্রিয়াকে স্পেস ডকিং বলা হয়। বৃহস্পতিবার মহাকাশে দুই উপগ্রহের পরীক্ষামূলক 'মিলন' ঘটাতে ইসরো সক্ষম হয়েছে।

স্পেডেক্স মিশনের লক্ষ্য ছিল দুই কৃত্রিম উপগ্রহ এসডিএক্স০১ (চেজার) এবং এসডিএক্স০২ (টার্গেট)-এর সফল সংযুক্তি ঘটানো। বৃহস্পতিবার সেই কাজ সুসম্পন্ন করে ইতিহাস গড়েছে ইসরো। সেইসঙ্গে স্পেস ডকিংয়ের দুনিয়ায় রাশিয়া, আমেরিকা এবং চিনের পর চতুর্থ দেশ হিসাবে ঢুকে পড়েছে ভারত। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ইসরো তাদের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, 'ডকিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের জন্য এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।'

অভিনন্দনবার্তা মোদির

স্পেডেক্সের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিনন্দন জানিয়েছেন ইসরোর বিজ্ঞানীদের। তিনি লিখেছেন, 'এটা ভারতের ভবিষ্যৎ মহাকাশ মিশনের জন্য এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ইসরোর সাফল্য দেশবাসীর কাছে এক গর্বের মুহূর্তও বটে।'

স্পেডেক্স মিশনে ব্যবহৃত দুটি উপগ্রহের ওজন ছিল প্রায় ২২০ কেজি। গত বছর ৩০ ডিসেম্বর পিএসএলভি সি৬০ রকেটের মাধ্যমে এগুলি শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। উৎক্ষেপণের পর উপগ্রহগুলিকে ৪৭৫ কিমি উচ্চতার একটি গোলাকার কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। দুই উপগ্রহের সংযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় বৃহস্পতিবার ভোরে।

ইসরো জানিয়েছে, ডকিংটি ধাপে ধাপে ঘটানো হয়েছে। প্রথমে ১৫ মিটার দূরত্ব থেকে উপগ্রহ দুটিকে পরস্পরের ৩ মিটার কাছে আনা হয়। এরপর অত্যন্ত নির্ভুলভাবে ডকিং শুরু হয়। ডকিং সফল হওয়ার পর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য রিট্র্যাকশন এবং রিজিডাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় পরস্পরের থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় দুটি উপগ্রহকে।

মিশনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ইসরো জানিয়েছে, এটি ভবিষ্যতে চন্দ্রযান-৪-এর মতো জটিল মিশনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মহাকাশে ডকিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাঁদের নমুনা পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাও আর কঠিন হবে না। এছাড়া ডকিং প্রযুক্তি ভারতের মহাকাশ স্টেশন (বিএএস) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে শুধু তা-ই নয়, ২০৪০ সালের মধ্যে চন্দ্রাভিযানে ক্রু মিশনের পথও প্রশস্ত করবে।

অষ্টম বেতন কমিশন

অনুমোদন মন্ত্রীসভার

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন সংশোধনের জন্য অষ্টম বেতন কমিশন গঠনে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্তদের বেতন বা অবসরকালীন পেনশন বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১৬-এর ১ জানুয়ারি কার্যকর হয়েছিল সপ্তম পে কমিশন। ২০২৬-এ শেষ হয়ে যাবে ওই পে কমিশনের মেয়াদ। তারপরেই জারি হবে অষ্টম বেতন কমিশন। এদিন বৈষ্ণো জানিয়েছেন, ২০২৬-এর মধ্যে এই কমিশন তৈরি হয়ে যাবে। কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বাকি দুই জন সদস্যকেও শীঘ্রই নিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ২০২৬-এর ১ জানুয়ারি থেকেই কার্যকর করা হতে পারে অষ্টম বেতন কমিশন। বেতন কমিশন সাধারণভাবে সরকারি কর্মীদের মূল বেতন, অন্যান্য ভাতা, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি নির্ধারণ করার দায়িত্বে থাকা। এর পাশাপাশি পেনশনের অঙ্কও বাড়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের। মূল্যবৃদ্ধির হার দিন দিন বাড়ছে, এমন পরিস্থিতিতে অষ্টম বেতন কমিশনের ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ার আশা জাগিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য নয়া বছরের গোড়াতে কেন্দ্র সুখবর শোনালেও এখনও রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য বেতন কমিশনের কোনও খবর নেই। ২০১৬-এর ১ জানুয়ারি থেকে এই রাজ্যের সরকারি কর্মীদের জন্য চালু হয়েছিল ষষ্ঠ বেতন কমিশন। এর মাঝে কেন্দ্রের তুলনায় রাজ্য সরকারি কর্মীরা মহার্ঘভাতায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছেন।

প্রণবের পাশেই মনমোহন

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : যমুনার তীরে রাষ্ট্রীয় স্মৃতি স্থলে নির্মিত হতে চলেছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সদ্যপ্রয়াত ড. মনমোহন সিংয়ের সমাধি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ইতিমধ্যে দেড় একর জমি বেছে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্মৃতি স্থলের যে জায়গাটি দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সমাধির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে ঠিক তার পাশেই মনমোহন সিংয়ের সমাধি তৈরি করা হবে। রাষ্ট্রীয় স্মৃতি স্থলে বর্তমানে দেশের চার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ী, পিভি নরসীমা রাও, চন্দ্রশেখর এবং আইকে গুজরালের সমাধি রয়েছে।

ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতি চুক্তি

জেরুজালেম, ১৬ জানুয়ারি : বিপুল প্রাণহানি, রক্তপাত, অপহরণ, আকাশপথে ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ, মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ, ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া- গত দেড় বছর ধরে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে হামলা-পালটা হামলায় এটাই ছিল নিত্যদিনের ছবি। তার অবসান ঘটল। পশ্চিম এশিয়ার গাজায় শান্তি ফেরাতে মিশর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের লাগাতার তৎপরতায় ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি সই হয়েছে। বুধবার তাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সিলমোহর পড়ে। রবিবার থেকে চুক্তি ধাপে ধাপে কার্যকর হবে।

হামাস জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি ও বন্দিবিনিময় চুক্তিতে তারা সই করেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এক মার্কিন কর্মকর্তা। চুক্তি সই হওয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আজ সন্ধ্যায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ভাবী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইজরায়েলের অসংখ্য পণবন্দি ও তাঁদের পরিজনদের দুর্দশার অবসান ঘটাতে বাইডেন, ট্রাম্প যে সহায়তা দিয়েছেন, সেজন্য তাঁদের দু'জনকেই ধন্যবাদ।'

গাজাকে কখনোই সন্ত্রাসবাদের আশ্রয়স্থল হতে দেবে না আমেরিকা। চুক্তি হওয়ার পিছনে

বাইডেন-ট্রাম্পকে ধন্যবাদ নেতানিয়াহুর, স্বাগত দিল্লির

প্রচুর চাপ ছিল ট্রাম্পের। তাঁর হুঁশিয়ারি ছিল, হামাস চুক্তিতে রাজি না হলে ফল ভালো হবে না। গাজাকে সন্ত্রাসের ঘাঁটি না বানানোর যে মন্তব্য ট্রাম্প করেছেন তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইজরায়েলের পাশে আমেরিকা আছে। সূত্রের খবর, ওয়াশিংটনে খুব তাড়াতাড়ি ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক হবে নেতানিয়াহুর। বৃহস্পতিবার বহু প্রতীক্ষিত চুক্তিকে স্বাগত জানাল ভারত। নয়াদিল্লির বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি, 'এবার গাজায় বিপন্ন মানুষের কছে মানবিক সাহায্য সহজেই পৌঁছে দেওয়া যাবে। আমরা আশান্বিত।'

দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে শান্তি ফেরানোর আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মহম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানি বলেছেন, ইজরায়েলের পার্লামেন্টে অনুমোদন পাওয়ার পর চুক্তিটি রূপায়িত হবে। বাইডেনের কথায়, এবার প্রিয়জনদের কাছে ফিরবেন পণবন্দিরা। আর যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব দাবি করে ট্রাম্প বলেছেন, 'নভেম্বরের ঐতিহাসিক জয়ের ফলেই মহাকাব্যিক যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়িত হল।'

চুক্তির প্রথম ধাপে ৩৩ জন ইজরায়েলি পণবন্দি হামাসের কবজা থেকে ছাড়া পাবেন। গাজা থেকে সরে যাবে ইজরায়েলি সেনা। ফলে বাস্তুচ্যুত প্যালেস্তাইনিরা তাঁদের ভিটেয় ফিরতে পারবেন। ত্রাণবাহিনীর ট্রাক স্বচ্ছন্দে ঢুকবে গাজায়। দ্বিতীয় ধাপে বাকি পণবন্দিরা মুক্ত হবেন।

চৈতালির দায়িত্ব বদলে জল্পনা বাড়ছে

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : আচমকাই স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব চৈতালি চক্রবর্তীকে মেডিসিন ও সরঞ্জাম দপ্তরের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে প্রশাসনিক মহলে। বুধবার স্যালাইন কাণ্ডে প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাস্থ্য ভবনে শুভেন্দু ও বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ শুনেছিলেন চৈতালি। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চৈতালিকে মেডিসিন ও সরঞ্জাম সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় জল্পনা শুরু হয়েছে।

এদিন এই বদলি প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতাও বলেন, 'ওঁকে সাসপেন্ড করবেন কী করে, ওঁর বাড়ির লোক মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের ওএসডি (অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি)।'

বিরোধী দলনেতার মূল অভিযোগ, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ১১ ডিসেম্বর এই স্যালাইন (যা আগেই নিষিদ্ধ করেছে কর্ণাটক সরকার) কেনা বন্ধ করতে নির্দেশ দেওয়ার পরেও কেন ৮ জানুয়ারি ফের নির্দেশিকা পাঠিয়ে সরকারি হাসপাতালে এই স্যালাইন কেনা, মজুত ও ব্যবহারে নিষিদ্ধ করতে হল? তারই পরিপ্রেক্ষিতে শুভেন্দু দাবি করেন, এর মানে নিষেধাজ্ঞা জারির পরেও যে সরকারি হাসপাতালে তা ব্যবহার হচ্ছিল, স্বাস্থ্য দপ্তরের এই নির্দেশিকাই তার প্রমাণ। বিরোধীদের মতে, শুভেন্দুর এই দাবির উপযুক্ত জবাব দিতে পারেননি ওই সচিব। সম্ভবত সেই কারণেই আপাতত তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে।

কালিয়াচকে মূল অভিযুক্ত অধরাই

ড্রোন উড়িয়ে জঙ্গলে দুষ্কৃতীর হদিস পুলিশের

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৬ জানুয়ারি : আখের জমি, লিচু বাগান আর ঘন জঙ্গল। জনমানব শূন্য প্রত্যন্ত এলাকা বলতে যা বোঝায়, কালিয়াচকের বালুয়াচারা মাঠ আক্ষরিক আর্থে তাই। কালিয়াচকে তৃণমূল নেতা আতাউর শেখ ওরফে বাসাকে খুনের ঘটনায় কয়েজন আভিযুক্ত সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু ড্রোনের ঈগল চোখ তাদের ধরিয়ে দিল। জঙ্গলের ভেতর ঝুপড়ি থকে দুই দুষ্কৃতীকে ধরল পুলিশ। 'তদন্তের স্বার্থে' তাদের পরিচয় প্রকাশ্যে আনা হয়নি। খোঁজ মেলেনি মূল অভিযুক্ত জাকির শেখের।

১৪ জানুয়ারি সকালে কালিয়াচক-১ ব্লকের নওদা যদুপুর অঞ্চল তৃণমূল সম্পাদক আতাউর শেখকে খুন করা হয়। গুলিবিদ্ধ হয় তৃণমূলের সভাপতি বকুল শেখ এবং তার ভাই প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান এশারুদ্দিন শেখের উপরেও হামলা চলে। সরাসরি আভিযোগের আঙুল ওঠে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জাকির শেখের দিকে। ঘটনার রাতেই গ্রেপ্তার হয় জাকিরের ঘনিষ্ঠ আমির হামজা নামে এক সমাজবিরোধী। জাকিরের খোঁজে বুধবার কুকুর নিয়ে তল্লাশি চালিয়েছিল পুলিশ। হামজাকে জেরার সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা নাগাদ তদন্তকারীদের একটি টিম ড্রোন নিয়ে জাকিরের বাড়ির পেছনে বালুয়াচারা মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছায়। লিচু বাগান ঘেঁষা জঙ্গলের ভেতরে থাকা ঝুপড়ির হদিশ মেলে ড্রোনের চোখেই। চারদিক থেকে এলাকা ঘিরে ফেলে এগিয়ে যায় পুলিশ। বেলা একটা নাগাদ ধরা পড়ে দুই দুষ্কৃতী। তাদের কালিয়াচক থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদের সম্পর্কে পুলিশ এখনও মুখ না খুললেও সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ধৃত দুজনের মধ্যে একজন কালিয়াচকের এবং আরেকজন বিহারের বাসিন্দা।

ঘটনার দুদিন পরও নওদা যদুপুর আঞ্চলের পরিবেশ থমথমে। বকুলের ভাই আজমল শেখ এদিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'হামলার ঘটনার প্রচুর ভিডিও ফুটেজ পুলিশ পেয়েছে। এর পরেও যদি জাকির সহ মূল দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার না হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হব।'

সাজ্জাকের ২ আত্মীয়ার মোবাইল বাজেয়াপ্ত

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ১৬ জানুয়ারি : করণদিঘির কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের অন্যতম মূল পান্ডা সাজ্জাক আলম বুধবার পাঞ্জিপাড়ার কালীবাড়ি এলাকায় শুটআউট কাণ্ডে ফেরার। তাকে গ্রেপ্তার করতে জোর তৎপরতা শুরু করেছে রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ। বৃহস্পতিবার করণদিঘির ছোট শোহার গ্রামে পুলিশের টহলদারি দেখা যায়।

গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা দফায় দফায় অভিযুক্ত সাজ্জাদের বৌদি সাহাজাদি ও সালমাকে অনেকক্ষণ ধরে জেরা করেন। সাজ্জাদের বড় বৌদি সাহাজাদি বলেন, 'ঘটনার কথা চাউর হতেই পুলিশ আমাদের বাড়িতে পৌঁছায়। আমার ও আমার সতীন সালমা খাতুনের মোবাইল নিয়ে যায়।'

ঘটনাটি জানতে বছর পাঁচেক আগে পিছিয়ে যেতে হয়। করণদিঘির খিকিরটোলার বাসিন্দা সুবেশ দাস। ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন পোল্ট্রির দোকানে ঢুকে গুলি চালিয়ে সুবেশ দাসকে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা। সেই মামলার শুনানি চলছিল। বুধবার রায়গঞ্জ জেল থেকে ইসলামপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কুখ্যাত অপরাধী সাজ্জাককে। সেখান থেকে ফেরার পথে গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ইকরচলা কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় দুজন পুলিশকর্মীকে গুলি করে গা ঢাকা দেয় সে।

ত্রস্ত নিহতের পরিবার

সাজ্জাক ফেরার হওয়ার পরে খিকিরটোলার সুবেশ দাসের পরিবারের সদস্যদের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে তাঁর বাড়ি। সুবেশ দাস হত্যাকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত সাজ্জাক আলম ফেরার হওয়ার পর যথেষ্ট আতঙ্কিত মৃত সুবেশের পরিবার। তাঁর স্ত্রী ভানু দাস ও পুত্র, কন্যাকে কড়া পুলিশি ঘেরাটোপে রাখা হয়েছে। সুবেশ দাসের ছেলে ভানু দাস বলেন, 'এতবড় ঘটনা যে ঘটাতে পারে, সে অনেককিছুই করতে পারে। এই অপরাধীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।'

নিহত সুবেশ দাসের মামা মোহিনীমোহন দাসের কথায়, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তি হোক। এলাকায় যাতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে।'

সাজ্জাকের বৌদি সালমা বলেন, 'সাজ্জাক করণদিঘির একটি খুনের মামলায় জেলে ছিল। সেইসঙ্গে জেলে রয়েছে আমার ছোট ননদ জামাই তফাজুল নাদিম।'

সাজ্জাকের দুই স্ত্রী আফরোজা বিবি ও মুস্তান বিবি। আফরোজার বাড়ি বিহিনগরের কাছে বিহারে, মুস্তানের বাড়ি কিষানগঞ্জে। সাজ্জাকের প্রথম পক্ষের স্ত্রী আফরোজা ও তার ছেলে আমজাদকে পুলিশ আটক করেছে। জানালেন সাজ্জাদের বৌদি সাহাজাদি। আতঙ্কিত গ্রামের বাসিন্দা প্রদীপ তাঁতি। তিনি বলেন, 'এই ঘটনার পর থেকে আমরা বেশ আতঙ্কিত। গ্রামের সকলেই উদ্বিগ্ন।' ছোট সোহারের বাসিন্দা শেখ জালির বক্তব্য, 'সাজ্জাকরা চারভাই ছিলেন। যার মধ্যে দুই ভাই জেলে। তাদের দৌরাত্ম্যে গ্রামবাসীরা বিরক্ত।'

তুষারাবৃত রাজপথ...

জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় যন্ত্র দিয়ে সরানো হচ্ছে রাস্তার বরফ। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

২০-তে বৈঠক

নাগরাকাটা, ১৬ জানুয়ারি : চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠক ডাকা হল। আগামী ২০ জানুয়ারি মাল পুরসভার কনফারেন্স হলে ২০তম বৈঠকটি হবে। এর আগে শেষ বৈঠকটি হয়েছিল গত বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি। এই বৈঠকের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে ৮ লক্ষ চা শ্রমিক। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ওই বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকও উপস্থিত থাকতে পারেন। বর্তমানে চা শ্রমিকরা ২৫০ টাকা করে মজুরি পাচ্ছেন। ২০২৩ সালের ২৭ এপ্রিল একটি অ্যাডভাইজারির মাধ্যমে শ্রম দপ্তর ২৩২ টাকা থেকে বাড়িয়ে মজুরির পরিমাণ ২৫০ টাকা করে।

ছুরিবিদ্ধ সইফ

প্রথম পাতার পর

তাদের দিক থেকে গাফিলতি নেই।' সইফের বাড়ির সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে হামলাকারীকে চিহ্নিত করেছে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। তার খোঁজ চলছে।

পুলিশ সইফ-করিনার পরিবারের লোকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মূল ঘটনার দু'ঘণ্টা আগে পর্যন্ত সিসিটিভিতে কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায়নি। পুলিশের অনুমান, আগেই বাড়িতে ঢুকে বসে ছিল অভিযুক্ত। কেউ কেউ বলছেন, সে সইফ-করিনার কনিষ্ঠ পুত্র জেহ'র ঘরে লুকিয়েছিল। মূলত চুরির উদ্দেশ্যে এই হামলা বলে মনে করা হচ্ছে। হামলাকারী বাড়ির এক পরিচারিকার পরিচিত বলে পুলিশ জানিয়েছে। সেই পরিচারিকাকে জেরা করা হচ্ছে। ফলে দুষ্কৃতী বাড়িরই কেউ কি না, সেই সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে অভিনেতার বাড়ির তিন কর্মচারীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

১ কোটি ২১ লক্ষের রাস্তা তৈরিতে প্রশ্ন

খারাপ সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৬ জানুয়ারি : মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের দলদলি লেভেল ক্রসিং থেকে ডোবোধুরা, শুখাটারি হয়ে গির্জা লাইন পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁচা রাস্তাটি পাকা করার কাজ শুরু হয়েছে। এতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলে রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য বিরাজ ওরাওঁ, শেফালি বর্মন রায়, শশাঙ্ক রায়, তৃণমূল যুবর মাদারিহাটের ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি আমির প্রধানরা বৃহস্পতিবার কাজ বন্ধ করে দেন। ঠিকাদারের সঙ্গেও তর্কাতর্কিতেও জড়ান তাঁরা। পরে ফের কাজ শুরু করেন শ্রমিকরা। এদিকে বিজেপি নেতা এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা জানান, শুক্রবার ফের কাজ বন্ধ করে দেবেন তাঁরা।

মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলম বলেন, 'রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকায় গত বছর লোকসভা ভোটের আগে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়।' বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য শশাঙ্ক রায় জানান, প্রথম দফায় উন্নতমানের বালি বিছানো হয়েছিল। কিন্তু ৬ ইঞ্চির পরিবর্তে মাত্র আড়াই ইঞ্চি বালি বিছানো হয়। সম্প্রতি পাথর বিছানো শুরু হয়েছে। কিন্তু পাথরের ওপর বিছানো হচ্ছে নিম্নমানের বালি। কিছু দূরের মুজনাই নদী থেকে মাটি মেশানো নিম্নমানের বালি এনে বিছানো হচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

আরেক পঞ্চায়েত সদস্য বিরাজ ওরাওঁ বলেন, 'গত বছর বর্ষাকালে অনেক বালি ধুয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি কাজ শুরু করা হলেও ব্যাপক অনিয়ম দেখা দিয়েছে।' এদিকে সাজিদ আলম বলছেন, 'যতদূর জানি উপযুক্ত মানের সামগ্রী দিয়েই রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। তবে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হলে ঠিকাদারকে তা পালটে দিতে বলা হবে।'

ঠিকাদার সোহেল রহমানের অবশ্য দাবি, 'সরকারি নিয়ম মেনেই কাজ করা হচ্ছে। কাজের তত্ত্বাবধান করছেন সরকারি ইঞ্জিনিয়ার।' এনিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজেপি নেতা, পঞ্চায়েতদের মাধ্যমে গণস্বাক্ষর সংবলিত অভিযোগপত্র জমা পড়ে মাদারিহাটের বিডিও অফিসে। বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়াকে এবিষয়ে জানতে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি।

সতর্ক করায় শোকজ ১০ বছর আগে

প্রথম পাতার পর

এরপরে একরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ডাঃ মিত্রকে মালদায় বদলি করা হয়েছিল। শেষে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একরকম প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দেন।

রাজ্যজুড়ে যখন স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে সেই সময় ১০ বছর আগের সেই চিঠির বিষয়টি আবার সামনে এসেছে। ডাঃ মিত্র বলেন, 'প্রসূতিদের রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন দেওয়ার পর তাঁদের রক্তচাপ কমে যেতে দেখা যায়। কয়েকজন মারাও যান। এরপর সরকারি সাপ্লাইয়ের রিংগার ল্যাকটেট ব্যবহার বন্ধ করে বাইরে থেকে স্যালাইন কিনে রোগীদের দেওয়া হয়। তখন সমস্যা আর হয়নি। আমরা সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে বুঝছিলাম সরকারি সরবরাহ করা রিংগার ল্যাকটেটে সমস্যা রয়েছে।'

রিংগার ল্যাকটেট নিয়ে এইসব চর্চার মাঝে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার উদয়ন মিত্রর চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, 'আজ থেকে দশ বছর আগে যে চিকিৎসক ওই স্যালাইন দুর্নীতি বুঝতে পারেন তাঁকে পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। সেটা না করে রাজ্য সরকার তাঁকে শোকজ করেছে। চাপে ফেলেছিল। বাধ্য হয়ে তাঁকে চাকরি ছাড়তে হয়।'

স্বাস্থ্য দপ্তর অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন সহ মোট ১৪টি ওষুধ নিষিদ্ধ করেছে। আরএমও, এমএসভিপি সহ ১২ জন সিনিয়ার ও জুনিয়ার ডাক্তারকে সাসপেন্ড করেছে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, কয়েক মাস আগে কর্ণাটক থেকে জানানো হয়েছিল ওই স্যালাইন ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে, এই ঘটনা কয়েক মাস আগের হলেও রিংগার ল্যাকটেট নিয়ে সতর্কতা পাওয়া গিয়েছিল আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালের শুরুর দিকে কয়েকদিনের মধ্যেই সাত-আটজন প্রসূতির মৃত্যু হয়। ডাঃ উদয়ন মিত্র বাইরে থেকে স্যালাইন কিনে ব্যবহার করেন। এরকম কয়েকদিন চলার পর আবার সরকারি রিংগার ল্যাকটেট ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে একদিনে দুজন প্রসূতির মৃত্যু হয়। এরপরই তিনি চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। যদিও চিঠির বিষয়টি নিয়ে বর্তমান হাসপাতাল সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'হাসপাতালে কয়েক মাস আগে থেকে রিংগার ল্যাকটেট ব্যবহার বন্ধ রয়েছে। আর দশ বছর আগের চিঠির কথা আমার জানা নেই।' তবে জেলা হাসপাতালের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সুপার ডাঃ মহম্মদ রেজাউল মিনহাজকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি চিঠির বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'চিঠি পাওয়ার পর আমরা তদন্ত করেছিলাম। তবে তখন অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি।' তিনি পুরো দোষ রিংগার ল্যাকটেটের ওপর দিতে নারাজ। তাঁর সংযোজন, 'রিংগার ল্যাকটেট শুধু প্রসূতিদের দেওয়া হয় এমনটা নয়। অন্য রোগীদেরও দেওয়া হয়। সব ঘটনার বিভিন্ন দিক দেখা দরকার। একদিক দেখলে হয় না।'

রিংগার ল্যাকটেট নিয়ে মুখ খোলায় ডাঃ উদয়ন মিত্রকে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শোকজ করা হয়। ২০১৫ সালের জুন মাসে ওই চিঠি দেওয়ার পর ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে উদয়নকে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শোকজ করে বলা হয় তিনি লেবার রুমের প্রোটোকল ভাঙছেন। উদয়ন শোকজের পালটা জবাবও দিয়েছিলেন। এরপর তাঁকে মালদায় বদলি করা হয়। তবে তিনি সেই সময় চাকরি ছেড়ে দেন।

কুমারগ্রাম থেকে কিশোর উদ্ধারে উঠল প্রশ্ন

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : প্রায় সাতদিন নিখোঁজ থাকার পর বৃহস্পতিবার সপ্তম শ্রেণির এক পড়ুয়াকে পরিবারের হাতে তুলে দিল সিডব্লিউসি। গত বৃহস্পতিবার নর্থপয়েন্ট এলাকা থেকে ডুয়ার্সমেলা যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল সে। তারপর আর খোঁজ মেলেনি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করার পর আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। এদিন রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ পরিবারের লোকজনের হাতে ওই পড়ুয়াকে তুলে দেওয়া হয়।

চারদিন আগে কুমারগ্রাম থেকে ওই নাবালককে উদ্ধার করা হয়েছিল। তাকে পরিবারের হাতে তুলে দিতে কেন এতদিন লাগল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পড়ুয়া নিখোঁজের কারণ হিসেবে পুলিশ ও সিডব্লিউসি সূত্রে জানা গিয়েছে, বাবা ও মা কাজে বের হয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে একাই থাকত সে। ফলে একাকিত্বে ভুগতে ভুগতে অবসাদে সে বাড়ি ছাড়ে বলে মনে করা হচ্ছে। বাড়িতে থাকা কয়েক হাজার টাকা নিয়ে প্রথমে সে নর্থ পয়েন্ট থেকে আলিপুরদুয়ার চৌপথি হয়ে কুমারগ্রামের বাসে চড়ে বসে। রাতে কুমারগ্রামে পৌঁছে একটি মন্দিরে আশ্রয় নেয়। পরদিন নতুন জামাকাপড় কিনে মন্দিরে পুজোও দেয়। দিনের বেলা এদিক-ওদিক ঘুরে ফের রাতে কুমারগ্রামের ওই মন্দিরে আশ্রয় নেয়। তখনই বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে। কুমারগ্রাম থানায় খবর দেওয়া হয়। তবে স্কুল পড়ুয়া নাম-ঠিকানা ভুল বলায় বাড়ির লোকের খোঁজ পায়নি পুলিশ। পরে তাকে হোমে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিকে, সে কিশোরকে উদ্ধারের চারদিন পরেও ঘটনা সিডব্লিউসির নজরে বিষয়টি আসেনি। তবে বুধবার স্থানীয়রা তৎপর হতেই ওই কিশোরকে ফেরাতে তৎপরতা শুরু হয়। এদিন হোম থেকে ওই কিশোরকে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ওই পড়ুয়াকে অভিভাবকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সাতদিন পর ছেলেকে পেয়ে খুশি বাবা ও মা।

এদিকে, সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার থেকে মালদা নিয়ে গিয়ে এক শিশুকে বিক্রির ছক কষা হয়েছিল। সেখানে অভিযোগ উঠেছিল সেই শিশুরই এক আত্মীয়র বিরুদ্ধে। তবে

> এক কিশোরকে উদ্ধারের পর চারদিন হোমে রাখা হয়েছিল। এছাড়া এক শিশু বিক্রির চেষ্টার অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক। এই দুটি বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে তদন্ত করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
>
> **অসীম বসু**
> চেয়ারম্যান, সিডব্লিউসি

সেই অভিযুক্ত ট্রেন থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিডব্লিউসি। সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হবেন বলে সিডব্লিউসি'র কর্তারা জানান। সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'এক কিশোরকে উদ্ধারের পর চারদিন ধরে হোমে রাখা হয়েছিল। এছাড়া এক শিশু বিক্রির চেষ্টার অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক। এই দুটি বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে তদন্ত করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।'

বন্দি পালানো

প্রথম পাতার পর

তাই সেসব 'পকেট স্পটে' কিছু ঘটে গেলে পুলিশের পক্ষে নজরদারি চালানো সম্ভব নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে পুলিশ আর কোনও ঝুঁকিও নিতে চাইছে না। তাই আরও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর উদ্যোগ। আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসিম খান বলেন, 'নিরাপত্তার জন্য আদালতের নিজস্ব পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। তবে বন্দিদের নিয়ে যাওয়া-আসার কাজ ছাড়াও আদালত চত্বরে পুলিশ থাকে। আর সেসব জায়গাতে নজরদারি রাখতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। আদালত চত্বরের সম্পূর্ণ জায়গা নজর রাখতেই এই ক্যামেরা বসানো হবে।' যদিও ক'টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে তা স্পষ্ট করে বলেননি।

বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন আলিপুরদুয়ারের এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি। এছাড়াও আদালত সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারও।

বর্তমানে আলিপুরদুয়ারে নতুন জেলা আদালত তৈরির কাজ চলছে। আদালতে নতুন ভবনের কাজ শুরু হতেই পুলিশ কোর্ট অন্যত্র সরিয়ে নিতে হয়েছে। এখন পুলিশ কোর্টের দূরত্ব আলিপুরদুয়ার অস্থায়ী জেলা আদালতের কাছাকাছি হলেও অন্যান্য আদালত অনেকটাই দূর। আদালত চত্বরে সব জায়গাতে পুলিশের গাড়ি পৌঁছানো সম্ভব নয়। ফলে বন্দিদের পুলিশি পাহারায় হাঁটিয়ে আদালতে তোলা হয়। আবার বিচার শেষে পুলিশ কোর্টে ফিরিয়ে আনা হয়। এতে কোনও কোনও জায়গায় প্রায় ৩০ মিটার পথ হেঁটে যাতায়াত করতে হয়, কোথাও আবার প্রায় ৫০ মিটার হাঁটতে হয়। আদালত চত্বর থেকে সংশোধনাগারের দূরত্ব প্রায় একশো মিটার। সেক্ষেত্রে অবশ্য সংশোধনাগারের বড় গাড়ি করে বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, আদালত চত্বরে সেসব রাস্তায় মানুষের অবাধ যাতায়াত থাকে। কারণ ডুয়ার্সকন্যা, মহকুমা শাসকের অফিস সহ বিভিন্ন অফিস তো আদালত লাগোয়া। ফলে জনসমাগম লেগেই থাকে। আদালত চত্বরে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও একাংশ খোলামেলা পরিবেশে নজরদারির জন্য আরও সিসিটিভি প্রয়োজন। আর সেসব জায়গায় নজরদারি রাখতেই একাধিক সিসিটিভি লাগানো হবে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে খবর। কোন কোন জায়গাতে সিসিটিভি বসালে আদালত চত্বরের পুরো এলাকায় নজর রাখা সম্ভব হবে, এদিন আধিকারিকরা তা পরিদর্শন করেন।

ডাক শ্রীবাসকে

প্রথম পাতার পর

জন্য বন দপ্তরকে সবরকমভাবে সাধ্যমতো সহায়তা করি। আবার কোথাও গ্রামবাসী ও বন দপ্তরের মধ্যে ঝামেলা হলেও তা চেষ্টা করি। নিঃস্বার্থভাবেই এই কাজ করছি।'

তবে এসবের জন্য যে এভাবে একদিন প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে আমন্ত্রণ পাবেন তা কোনওদিন ভাবতেই পারেননি। দিল্লিতে গিয়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে বলার চেষ্টা করবেন। 'আর যে নামের জন্য জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নামকরণ, সেই জলদাপাড়া গ্রাম নিয়েও বলব', বলছেন শ্রীবাস।

চারগুণ গুলি চালাব

প্রথম পাতার পর

আদালতে দোষী প্রমাণিত হলে আবদুলের তিন বছরের সাজা ঘোষণা হয়। সাজা শেষে তাকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়। ২০১৯ সালে খুনের মামলায় সাজ্জাকও জেলে ছিল। সেই সময় আবদুলের সঙ্গে তার সখ্য তৈরি হয় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান।

ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও সাজ্জাক ও আবদুল ফেরার থাকায় পুলিশের কালঘাম ছুটেছে। মুখতার বলছেন, 'আবদুল গোয়ালপোখরে বিয়ে করেছিল। ২০১৯ সালের ৩ অক্টোবর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই মামলায় সে দোষী প্রমাণিত হয়। বিচারক তার তিন বছরের সাজা ঘোষণা করেন। সাজা শেষ হলে তাকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়। গতকাল আবদুলকে আদালত চত্বরে দেখা গিয়েছিল।'

প্রশ্ন উঠেছে, যদি পুশব্যাকই করা হয়ে থাকে, তাহলে আবদুল কীভাবে আবার এপারে এল? তার 'অনুপ্রবেশ' নিয়ে কেন কোনও তথ্য থাকল না গোয়েন্দাদের কাছে? আশ্চর্যের বিষয় খোদ আইজি বলছেন, আদালতেই অস্ত্র হাতবদল হয়েছিল। একজন বিচারাধীন বন্দির কাছে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়া কি তাহলে

> **বিশেষ নির্দেশ**
>
> সীমান্তবর্তী এলাকায় বাইরে থেকে কারা এসে থাকছেন, কারা যাচ্ছেন, সে সংক্রান্ত নিয়মিত রিপোর্ট নবান্নে। বাদ নয় হোটেল, ভাড়া বাড়িও।

এতই সহজ? যদিও পুলিশের কোনও কর্তাই এনিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না।

আদালতের কর্মী ও আইনজীবীদের একাংশের মতে, কোর্ট লক আপে আসামি আনা হলে পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করার অলিখিত রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। ফলে সেই সুযোগ নিয়েই সম্ভবত আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল।

পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ি থেকে রওনা দেওয়ার সময় ডিজি বলেন, 'পুলিশের উপর গুলি চালানো আমরা ভালো চোখে দেখছি না। এর সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।' বাংলাদেশি দুষ্কৃতী-যোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ডিজি কোনও মন্তব্য না করে গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যান।

শিলিগুড়ির বৈঠকে অবশ্য জোরদার তল্লাশির পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় বাইরে থেকে কারা এসে থাকছেন, কারা যাচ্ছেন, সে সংক্রান্ত নিয়মিত রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন ডিজি। এক্ষেত্রে হোটেল, ভাড়াবাড়ির ওপর বিশেষ নজরদারির কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি দাগি আসামিদের ধরার ব্যাপারেও কড়া নির্দেশ দিয়েছেন।

(তথ্য সহায়তা : শুভজিৎ চৌধুরী)

স্যালাইন কাণ্ডে

প্রথম পাতার পর

অস্ত্রোপচারের সময় যে প্রোটোকল মেনে চলা দরকার, তা মানা হয়নি। সিনিয়ার চিকিৎসকরা উপস্থিত না হয়ে জুনিয়ার চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচার করেছেন।' 'স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কয়েকজনের গাফিলতিতে বদনাম হচ্ছে' বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিরোধীরা এবং চিকিৎসকদের একাংশ অবশ্য এই পদক্ষেপের সঙ্গে সহমত নয়। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'এটা আরজি কর মেডিকেল কাণ্ডের বদলা। মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যসচিবের ব্যর্থতা ঢাকতে চিকিৎসকদের ওপর শাস্তির খাঁড়া নামানো হল।' প্রায়ই একই ভাষায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'বদলা নয়, বদল চাই স্লোগানটি যে মুখ্যমন্ত্রীর মুখোশ, তা প্রমাণিত হল। আসলে বদলা নেওয়াই ওঁর লক্ষ্য।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীও দায় এড়াতে পারেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে আগে পদক্ষেপ করতে হবে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'নিষিদ্ধ স্যালাইনের ব্যবহার কী করে হল, তার জবাব মুখ্যমন্ত্রীকে দিতে হবে।' জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদারের কথায়, 'কর্ণাটক যে স্যালাইনকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল, সেটা এ রাজ্যে ব্যবহার হত। আর সাসপেন্ড হলেন চিকিৎসকরা।'

মেদিনীপুর মেডিকেলে এক প্রসূতির পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে এক নবজাতকের। আরও তিনজন প্রসূতি কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুজনের অবস্থা স্থিতিশীল ও একজনের অবস্থা সংকটজনক। মৃত প্রসূতির পরিবারের কেউ চাইলে চাকরি ও তাঁর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন। শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য ওই প্রসূতির বাড়িতে গিয়ে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চাওয়ার দাবি করে এসেছেন এদিনই।

মমতা গত ১৪ বছরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে মনে করিয়ে দেন, 'পরিকাঠামোর উন্নতি, আসনবৃদ্ধির বিষয়টি দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের। কিন্তু চিকিৎসা ডাক্তারের ওপরই নির্ভর করে। সেটা আমি বা মুখ্যসচিব বা স্বাস্থ্যসচিব পারেন না।'

প্রহসনের অন্য নাম একদিনের স্কুল ক্রীড়া

প্রথম পাতার পর

হায়ার সেকেন্ডারিতে অনূর্ধ্ব-১৪, অনূর্ধ্ব-১৭, অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে ছেলেদের ২৪টি ইভেন্ট, মেয়েদের ২৪ ইভেন্ট। অধিকাংশ স্কুল সেখানে বেছে নেয় কিছু ইভেন্ট। তার মধ্যে জ্যাভলিন, ডিসকাস, শটপাট, হাইজাম্প, লংজাম্পও থাকে। এসব হবে কোন মাঠে? কোচই বা কোথায়?

সার সত্য হল, অধিকাংশ স্কুলে গেমস টিচার নেই। যেখানে আছেন, তাঁদের সবাইকে সব ক্লাস নিতে হয়। এবং প্রত্যেক ক্লাসে হয়তো বরাদ্দ জোটে সপ্তাহে দু'দিন। অলিম্পিকে বাড়ছে আমাদের পদক। অথচ বাংলায় স্কুল পর্যায়ে অলিম্পিক খেলাগুলোর দুর্দশা বাড়ছে। সেই ক্রিকেট ও ফুটবলেই আটকে স্কুলের খেলা। বিজ্ঞানসম্মত কোচিং দূর অস্ত।

এক গেম টিচারের যন্ত্রণার কাহিনী নিয়ে একটি ভালো বই হতে পারে। আমাদের উত্তরবঙ্গে জলঢাকা নদীর ধারে রয়েছে পশ্চিম মল্লিকপাড়া গ্রাম। সেই এলাকার মল্লিকপাড়া নিকেতন স্কুলে কোচিং করান ময়নাগুড়ির রানা রায়। ভালোবেসে কোচিং। সিনিয়ার, জুনিয়ার, সাব-জুনিয়ার মিলে অন্তত কুড়িজন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন উঠেছে এখান থেকে। বার্ষিক ক্রীড়া আয়োজনের অধিকারের কথা যদি বলেন, তাহলে এই স্কুলেরই রয়েছে।

প্রশ্ন হল, ধূপগুড়ির এই স্কুল ও খেলার গ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কারা কী করলেন? সুভাষ চক্রবর্তীও কিছু করেননি, অরূপ বিশ্বাসও কিছু করছেন না। অথচ এই স্কুলকে খেলায় রোল মডেল করতেই পারত রাজ্য সরকার। করেনি। হিমাশ্রী রায়, ভৈরবী রায়, অন্বেষা রায়প্রধানদের স্কুল থেকে নিয়মিত নতুন প্রতিভা বেরোল না কেন?

কালিম্পংকে ধরা যাক। সেখান থেকে উঠে এসেছেন বীরবাহাদুর ছেত্রীর মতো অলিম্পিক সোনাজয়ী হকি তারকা, ভরত ছেত্রীর মতো অলিম্পিক অধিনায়ক। রাজ্য কি চেষ্টা করেছে, সেখান থেকে আরও হকি খেলোয়াড় তুলে আনার? অথচ আমাদের দ্বিতীয় ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে ছিলেন নামী ক্রীড়াবিদ-- লক্ষ্মীরতন শুক্লা এবং মনোজ তিওয়ারি। তাঁরা কী করলেন এতদিন পদে থেকে? কেন দেহ রাখল শিলিগুড়ির সেই সব স্কুলের ক্রীড়া চেতনা, যেখান থেকে একদা অসংখ্য টিটি প্লেয়ার বেরোত?

আমরা বলে থাকি, সামনে কোনও আদর্শ রোল মডেল থাকলে, সেখান থেকে গর্ব করার মতো উত্তরসূরি পরপর উঠে আসবেই। দক্ষিণ ভারতে দাবা বিপ্লব তার শেষতম উদাহরণ। অতীতে দেখেছি শিলিগুড়ির টিটি বিপ্লব। ধূপগুড়ির গ্রামে জ্যোৎস্না রায়প্রধানকে দেখে উঠে এসেছেন অনেক অ্যাথলিট। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখে যেমন একটা সময় ভালো ক্রিকেটার উঠে এসেছিল কলকাতায়। শিকারপুরে রাগবি, গাজোলে তিরন্দাজি খেলাটা বাছার জন্য নতুন আদর্শ পাওয়া যাচ্ছে যেমন।

উত্তরবঙ্গে স্বপ্না বর্মন, ঋদ্ধিমান সাহা, হরিশংকর রায়, রিচা ঘোষ, হিমাশ্রী রায়কে দেখে তাঁদের এলাকার স্কুলগুলোতে কোনও বিপ্লব এল না তো? খেলাটা এখনও অধিকাংশ স্কুলে সপ্তাহে দু'দিনের জন্য। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া শব্দটি আজও বঙ্গে বিদ্রুপ আর প্রহসনের প্রতীক হয়ে রয়ে গেল, এটাই চরম আক্ষেপের।

বাজার সরকার

বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন

আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান

আজ সন্ধে ৬টা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে

LIVE

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

নবীনবরণ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ে নবাগত ছাত্রীদের বরণ এবং বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বৃহস্পতিবার। সকালে নতুন ছাত্রীদের রাখি পরিয়ে ও তিলক এঁকে বরণ করা হয়। সেই অনুষ্ঠানের পরপরই শুরু হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ছাত্রীদের গান ও নৃত্যের উপস্থাপনা কলেজ চত্বরে প্রাণের সঞ্চার করে। কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় জানান, এ বছর প্রথম সিমেস্টারে ৫০৮ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'অংশগ্রহণকারীদের উদ্দীপনা দেখে আমরা গর্বিত।' সন্ধেবেলায় ছিল ব্যান্ডের অনুষ্ঠান।

তৃণমূলের সভা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের কামাখ্যাগুড়ি-১ অঞ্চল কমিটির ১০/১৫০ নম্বর বুথের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি মিহির নার্জিনারি, বুথ সভাপতি মহিরুদ্দিন আলি প্রমুখ। এদিনের সভার আলোচ্য বিষয় ছিল আগামী ২৬ জানুয়ারি অঞ্চল সম্মেলনের প্রস্তুতি। মিহির বলেন, 'আগামীদিনে তৃণমূলের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অঞ্চল সম্মেলন করব।' তাঁর আরও সংযোজন, কেন্দ্রীয় সরকার এরাজ্যে একশো দিনের কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	৪
বি পজিটিভ	-	৫
ও পজিটিভ	-	৫
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	২
ও নেগেটিভ	-	২
এবি নেগেটিভ	-	০

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

মাঘের শীত বাঘের গায়ে...

'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'- ভাস্কর চক্রবর্তীর এই প্রশ্ন এখন গোটা আলিপুরদুয়ারজুড়েই। শীতের অপেক্ষায় পৌষ মাস শেষ। হাতে রয়েছে মাঘ মাস। মায়ায় জড়িয়ে লেপ, কম্বল সরানোও যাচ্ছে না, গায়ে দেওয়ায় যাচ্ছে না।

মাঘের সন্ধ্যায় গা গরম করতে গরম চায়ে চুমুক। আলিপুরদুয়ারে বৃহস্পতিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

পোষ্যদের ভরসা চটের বস্তা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৬ জানুয়ারি : কনকনে ঠান্ডায় পোষ্যদের শীতের পোশাকে আপাদমস্তক মুড়ে এখন দিন কাটছে সাধারণ মানুষের। এমনকি ঘন ঘন চলছে সুপ, চায়ে চুমুক। কিন্তু এই শীতে সবচেয়ে কষ্টে দিন কাটায় সারমেয়রাই। এমনকি বাড়ির পোষ্যর জন্য শীতের পোশাক খুঁজতে গিয়ে হাবুডুবু খেতে হচ্ছে 'পেট পেরেন্ট'দের।

আলিপুরদুয়ারের পশুপ্রেমীরা জানিয়েছেন, পোষ্যরা এমনিতে কাপড় পরতেই চায় না। কিন্তু অনেকেই জোর করে ওদের শীতের পোশাক পরিয়ে দিই। তাঁদের কথায়, বন্ধ ঘর থেকে খোলা বারান্দায় বেরিয়ে পড়লে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তাই অনেকেই আবার পোষ্যকে বিছানায় পাশে নিয়ে ঘুমোন।

ফালাকাটার রোহন রায় যেমন পোষ্যকে নিয়ে বিছানায় ঘুমোন। তাঁর কথায়, 'ওদের শীতের পোশাক পাওয়া খুব মুশকিল। তাই আমি নিজেই যেমন যা পারি বানিয়ে দিচ্ছি।' রোহনই জানালেন, অনেক পোষ্য আছে যারা একা থাকতেই পছন্দ করে। আলিপুরদুয়ারের পায়েল রায় বললেন, 'কিছুতেই আমাদের সঙ্গে বিছানায় থাকতে চায় না আমাদের কুকুরটি। মেঝেয় আলাদা মোটা বিছানা করে শুইয়ে কম্বল চাপা দিয়ে রাখছি। এই সময় মোটা পোশাক পরানোর জন্য অনলাইনে সাইটগুলোর উপরেই ভরসা করতে হচ্ছে। পছন্দসই পোশাক কিনে এনে পরিয়েছি এবারও।'

এদিকে, এই শীতে পথকুকুরদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটার মতো শহরে বছরভর দেখা যায় পথকুকুরদের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন পশুপ্রেমীরা। মাঝেমধ্যে তাঁরাই রান্না করে খাওয়ান সারমেয়দের। কিন্তু শীতের পোশাক পরাতে গিয়েই পড়েন বিপাকে। তাই বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। এই যেমন চটের বস্তা পেতে রাখা, রাস্তার পাশে মোটা কাপড় রাখা, এইসব একটু হলেও শীত থেকে রেহাই দেয় পথকুকুরদের।

ফালাকাটার একটি পশুপ্রেমী সংগঠনের সভাপতি শুভদীপ নাগের কথায়, 'এই প্রবল ঠান্ডায় খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে পথকুকুররা। আমরা ওদের জন্য যতটুকু যা পারছি তাই করছি। এই ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই দিতে বেশ কিছু জায়গায় চটের বস্তা দিয়েছি। সেখানে একসঙ্গে দু'চারটি পথকুকুর থাকছে।

আলিপুরদুয়ারের পশুপ্রেমী কৌশিক দে'র কথায়, 'বস্তার ভিতরে খড়কুটো দিয়ে সেগুলি রাস্তার মোড়ে মোড়ে নামিয়ে রাখার উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি। কুকুরদের শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচানোর জন্য সেগুলি উপকারী হবে।'

আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটার অলিগলিতে এখন প্রচুর পথকুকুর। ছোট-বড় সবাই এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থায়। ঠান্ডার প্রকোপে এর মধ্যেই কিছু শাবকের মৃত্যু হয়েছে। আবার শহরের একাধিক জায়গায় কুয়াশার জেরে দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে অনেক পথকুকুরের। সারমেয়দের ক্ষেত্রে আরেক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে পেট এবং ফুসফুসের রোগ। ওদের এই করুণ অবস্থায় পশুপ্রেমীরা চিন্তিত। ওদের সুস্থ রাখার কিছু টিপসও দিয়েছেন প্রাণী চিকিৎসকরা।

আলিপুরদুয়ার পশু হাসপাতালের চিকিৎসক শুভেন্দু মণ্ডল বলেন, 'এই সময় বিশেষ করে কুকুরের ক্ষেত্রে সিপিভি বা পারভো রোগ হয়ে থাকে। এই রোগ প্রতিরোধে দিতে হবে জলাতঙ্কের টিকা। পাশাপাশি শীতের হাত থেকে রক্ষা করতে তাদের মোটা কাপড় কিংবা কম্বল চাপিয়ে রাখতে হবে। ওরা যাতে অভুক্ত না থাকে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।' পথকুকুরই হোক কিংবা সারমেয়, শীতে কষ্ট ওদের সকলের। প্রয়োজন একটু ভালোবাসা ও যত্নের।

আদরের পোষ্য। তাই শীত কাটাতে লেপ জুটেছে। ফালাকাটায়।

শীতের পোশাক তো দূর, মাঝেমধ্যে একটি ছেঁড়া কম্বলও জোটে না। পশুপ্রেমীরা অবশ্য চটের বস্তা রাখছেন অলিগলিতে

পোষ্যদের জন্য গরম জামা কিনতে ভরসা অনলাইন সাইটগুলো। তা না হলে নিজের হাতেই বানিয়ে নেন পেট পেরেন্টরা।

শহরে ঠান্ডার খোঁজ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : সকালে ঘন কুয়াশা। সারাদিন শীতের আমেজ। কাঁপতে কাঁপতে বিভিন্ন পিঠের স্বাদ নেওয়া। পৌষ সংক্রান্তি মানেই এই চেনা ছবি থাকে প্রতি বছর। তবে এবছর সেটার ব্যতিক্রম হয়েছে। পৌষ সংক্রান্তির দিন কুয়াশা ছিল নামমাত্র। আর পৌষ সংক্রান্তি পার করে আলিপুরদুয়ারে আবার শীতের প্রকোপ বাড়তে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার গোটা দিনই ছিল ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। এদিন দুপুরেও শহরে শীতের পোশাক পরে থাকতে দেখা গিয়েছে অনেককেই।

বিকেলে কোর্ট মোড়ের এক মিষ্টির দোকানে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল অতনু দে নামে উদয়ন বিতান এলাকার এক বাসিন্দার সঙ্গে। দোকান থেকে পিঠে কিনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'এদিন তো ভালোই ঠান্ডা পড়েছে। তাই বাড়িতে পিঠে খাওয়া হবে সন্ধ্যায়।' অতনু জানালেন, পৌষ সংক্রান্তির দিন নামমাত্র কয়েকটা পিঠে খাওয়া হয়েছিল বাড়িতে। ওই দোকানে বিকেলের দিকে গরম গরম পাটিসাপটা বানানো হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল বেশ কয়েকজন দোকানে লাইন দিয়েছেন পিঠে কিনতে। সন্ধ্যায় শীতের আমেজ মেখে অনেকেই রাস্তায় হাঁটতে বের হয়েছিলেন। পার্ক রোড থেকে টাউন ক্লাব বা প্যারেড গ্রাউন্ড, সব জায়গায় মনোরম পরিবেশ উপভোগ করতে হাঁটছিলেন অনেকেই। তবে আড্ডায় জমিয়ে শীত পড়বে কবে, এই প্রশ্নই ঘুরেফিরে আসছিল।

প্যারেড গ্রাউন্ডে গিয়ে দেখা গেল, জনাকয়েক প্রবীণ বসে বসে গল্প করছেন। দুজন প্রবীণ গল্প করছিলেন অতীতের শীত নিয়ে। সেই আড্ডার মধ্যে ঢুকে গিয়ে মাঘের শীত নিয়ে জানতে চাওয়ায় সুবর্ণ কর নামে এক প্রবীণ বললেন, 'শীতের তো খামখেয়ালিপনা চলছে। এই আসছে, এই কমে যাচ্ছে। মাঘের শীতে নাকি বাঘ কাঁপে! সেই শীত কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। এবছর আদৌ শীত পড়বে কি না সেটাও নিশ্চিত নয় বলেই মনে হচ্ছে।' যত দিন যাচ্ছে তত আবহাওয়া বদলাচ্ছে, এই বলে হাহুতাশ করছিলেন সেই নস্টালজিক প্রবীণরা।

যদিও আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, গত কয়েকদিনের তুলনায় এদিন তাপমাত্রা কিছুটা কমেছিল। আগামীতেও তাপমাত্রা কমে শীত বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে জানুয়ারি মাসে শীতের অভাবে অবাক অনেকেই। আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের চেয়ারম্যান গৌর পালের কাছে যেমন শোনা গেল, 'আলিপুরদুয়ারের আবহাওয়া এই রকম ছিল না। মার্চ মাসেও শীত থাকত জাঁকিয়ে। তবে সেই সব কিছু যেন হারিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্যই মনে হয় এগুলো হচ্ছে।'

নালা-বিবাদে মহকুমা শাসককে নালিশ

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : একপক্ষ চায় কাজ হোক। আরেক পক্ষের তাতে আপত্তি। সবই একটা পাড়ার মধ্যেই। পুরসভার নর্দমার কাজ নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিবাদ এমন জায়গায় পৌঁছাল যে জল গড়াল পুরসভার চেয়ারম্যান এমনকি মহকুমা শাসক অবধি। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি রোড মধ্যপাড়া এলাকায়।

সেখানে পুরসভা রাস্তা তৈরির কাজ করছিল। কিন্তু নর্দমা বানাতে গিয়ে সমস্যা হয় রাস্তা সংকীর্ণ থাকায়। অথচ রাস্তার পাশাপাশি সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থার দাবিও দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছিলেন সেই এলাকার বাসিন্দারা। তাই রাস্তার একপাশ দিয়ে নালা তৈরি করে সেখানে একটি পাইপ বসিয়ে সংযোগের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। সেই নালা নিয়েই আপত্তি জানান এলাকার বাসিন্দা অসিত চৌধুরীর বাড়ি সংলগ্ন দুটি বাড়ির লোকজন। পরে অসিতের বাড়ির সামনে যে পাইপ বসানো হয়েছিল, সেটি ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী নির্মলকুমার বর্মনের বাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে।

এই ঘটনা যেখানে ঘটেছে, তার থেকে ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের বাড়ির দূরত্ব ১০০ মিটারেরও কম। এবিষয়ে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুস্মিতা রাহা দাস জানান, তিনি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে আসলে কী ঘটেছিল। সেইসঙ্গে এলাকার বাসিন্দাদের পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখবেন। আর ঘটনা নিয়ে পুরসভা ও মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন অসিত।

> এই মুহূর্তে পুরসভার পক্ষ থেকে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। তবে পরবর্তীতে সেখানে নালাও তৈরি করে দেওয়া হবে।
>
> **-প্রসেনজিৎ কর**
> চেয়ারম্যান
> আলিপুরদুয়ার পুরসভা

অসিত ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এলাকার বাসিন্দা আলো দত্ত প্রথমে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে নালা বানাতে দেবেন না। তাই তাঁদের বাড়ির সামনে নালা না বানিয়ে অন্যদিকে নালা বানানো হয়। আর অসিতদের বাড়ির নোংরা জল বের করার জন্য সেই নালার সঙ্গে একটি পাইপ দিয়ে সংযোগ করা হয়। সেই পাইপ নিয়েই আপত্তি প্রতিবেশীদের। বুধবার এলাকার বাসিন্দা নির্মলকুমার বর্মনের স্ত্রী ও মেয়ে যথাক্রমে ঝর্ণা বর্মন ও নন্দিতা বর্মন অসিতদের সঙ্গে এই পাইপ নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ও সেই পাইপ ভেঙে দেন বলে অভিযোগ। অসিতের প্রশ্ন, সরকারি জায়গায় নালা বানানো বা পাইপ বসানোয় আপত্তি করা হচ্ছে কেন?

আর এবিষয়ে নির্মল জানান যে, সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছে। বড় কিছু হয়নি। তাঁর আবার দাবি, 'কেবল আমার বাড়ির সামনে দিয়ে কেন নালা যাবে? গেলে দু'পাশ দিয়েই যাওয়া উচিত।' আর আলোর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি আর কোনও মন্তব্য করেননি।

এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'এই মুহূর্তে পুরসভার পক্ষ থেকে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। তবে পরবর্তীতে সেখানে নালাও তৈরি করে দেওয়া হবে।'

বিদ্যুতের বিল নিয়ে প্রতারণা

বদলি করা হল অভিযুক্ত কর্মীকে

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার কলেজ হল্টে বিদ্যুৎ দপ্তরে বিল জমা দেওয়া নিয়ে গ্রাহকদের প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছিল দপ্তরের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। অসীম পাল নামে অভিযুক্ত ওই কর্মীর বিরুদ্ধে তো আগেই তদন্ত শুরু হয়েছে। এবার তাঁকে বদলি করে দেওয়া হল। এখনও অবধি অসীম কলেজ হল্টের অফিসে সিনিয়ার অফিস এগজিকিউটিভ পদে কর্মরত রয়েছেন। আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজার অংশুমান চক্রবর্তী বলেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। আপাতত ওই কর্মীকে নদিয়ার তেহট্টে পাঠানো হবে। তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হলে সব বোঝা যাবে।'

গত সপ্তাহে বিদ্যুৎ দপ্তরের ওই কর্মীর বিরুদ্ধে বিশারু বর্মন নামে এক গ্রাহক বিদ্যুৎ বিলের টাকা প্রতারণার অভিযোগে তোলেন। এব্যাপারে দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। এরপর ওই কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে বিদ্যুৎ দপ্তর। ঘটনার তদন্ত করতে শিলিগুড়ি থেকে দপ্তরের দুই উচ্চপদস্থ আধিকারিক আলিপুরদুয়ার বিদ্যুৎ অফিসে আসেন। প্রাথমিক তদন্তে ওই কর্মীর বিরুদ্ধে কিছু তথ্যপ্রমাণ হাতে এসেছে আধিকারিকদের। তাই ওই কর্মীকে সরিয়ে দিয়ে ঘটনার তদন্ত করতে চাইছে বিদ্যুৎ দপ্তর। বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে খবর, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সাসপেন্ডও করা হতে পারে অসীমকে। সেক্ষেত্রে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ওই কর্মীকে তেহট্টেই রাখা হবে।

আলিপুরদুয়ার কলেজ হল্টের বিদ্যুৎ দপ্তরের বিল জমা নেওয়ার এক নম্বর কাউন্টারে ওই কর্মী ১০ বছর ধরে কাজ করছেন। এর আগে তিনি জলপাইগুড়িতে কাজ করেছেন। কিন্তু গত দশ বছরে তাঁর বদলি হয়নি। এই দশ বছরে অসীমের সম্পত্তি বেড়েছে প্রচুর। বিদ্যুৎ দপ্তরে কাজ করে কীভাবে এত সম্পত্তি হল, সেই প্রশ্ন উঠছে।

কড়া ব্যবস্থা

- বিদ্যুতের বিল জমা দেওয়া নিয়ে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগ
- অভিযোগ দপ্তরের এক কর্মীর বিরুদ্ধে
- ওই কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে বিদ্যুৎ দপ্তর
- তাঁকে আপাতত নদিয়ায় বদলি করা হয়েছে

আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সহ সভাপতি জয়ন্ত রায় বলেন, 'অভিযুক্ত ওই কর্মীকে সাসপেন্ড না করে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বদলি করে পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সঠিক তদন্ত হলে সব সত্যি সামনে চলে আসবে।'

নস্টালজিয়ার গল্প তৈরি হল স্কুল মাঠের পিচে

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : মাঠের মধ্যে মুখোমুখি সুশীলবাবু এবং দুলালবাবু একাদশ। দুলালবাবু একাদশ টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাট হাতে নেমে পড়েছে অভ্রজ্যোতি পণ্ডিত এবং সুরজ কাপুর। অন্যদিকে, বল হাতে তৈরি সুশীলবাবু একাদশের গৌরব ভদ্র। তাঁকে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে চলেছেন দলের বাকি সদস্য অনির্বাণ চক্রবর্তী, দেবর্ষি নন্দী, বিশাল কর, রণিতাভ ভট্টাচার্যরা। পরের খেলা সুকুবাবু এবং যোগেনবাবু একাদশের মধ্যে। দুই দলের রিকি রায়, শুভজিৎ কংসবণিক, সায়ন কর্মকার, বিট্টু দত্ত, তাপস গোস্বামীরা মাঠের ধারে নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস করে নিচ্ছেন। বলতে বলতে একটা বিশাল ছক্কা, বল বেরিয়ে গেল মাঠের বাইরে। দর্শকদের মধ্যে থাকা শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা করতালি দিয়ে উঠলেন।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের মাঠের চারপাশের পরিবেশ ছিল খানিকটা এরকমই। ওদের প্রত্যেকের বয়স হয় চল্লিশোর্ধ্ব নাহলে চল্লিশের কোঠায়। ওঁদের মধ্যে কেউ মাস্টার, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ বা আবার ব্যবসায়ী। তবে, এদিন ওঁরা কেউই নিজের নিজের কাজে যাননি। কারণ, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের জন্য ওঁদের একটাই পরিচয়, ওঁরা সবাই আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের প্রাক্তনী। এই সব 'খেলোয়াড়দের' মধ্যে একজন নবীন সেনগুপ্ত বললেন, 'কয়েকদিন আগে স্কুলের প্রাক্তনীরা মিলে প্রাক্তনী সংসদ তৈরি করেছি। সেখানেই প্রথম ভাবা হয়েছিল এরকম একটা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায় কি না। তারপরেই এই আয়োজন।' বলতে বলতেই তাঁর ব্যাটিং করার ডাক চলে আসে। যাওয়ার আগে জানিয়ে যান, ৪০ বছর বয়স হলেও বল করার সময় একটা ক্যাচ এবং দুটো উইকেট নিয়েছেন।

আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের মাঠে প্রাক্তনীদের ক্রিকেট ম্যাচ। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

কিন্তু সুশীলবাবু একাদশ, দুলালবাবু একাদশ, দলগুলোর নাম এরকম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল প্রাক্তনী সংসদের সদস্য দেবর্ষি নন্দীর সঙ্গে। দলগুলির এই অভিনব নাম রাখার ভাবনা তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। বললেন, 'হঠাৎই একদিন মনে হল, আমাদের সময়ের অনেক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী তো আর এখন আমাদের মধ্যে নেই। তাঁদের নামে দলগুলির নাম রাখলে কেমন হয়? ব্যাস সবার ভাবনাটা মনে ধরে গেল।' আর তারপরেই সুশীল সরকার, অমলেশ তালুকদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, প্রদীপ গুহ, তমাল ভট্টাচার্য, ইন্দুবিকাশ তালুকদার সহ প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নামে দল তৈরি করা হয়। কথা হতে হতেই মাঠের দিক থেকে জোর আওয়াজ। সেদিকে তাকিয়ে দেখা গেল, সুকু একাদশের রাহুল দাস পরপর তিনটি ছয় মারায় সকলের মধ্যে উদ্দীপনার তুফান।

মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে সেই খেলা উপভোগ করছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু দত্ত। তাঁকে জিজ্ঞেস করায় জানালেন, প্রাক্তনীদের তরফে আয়োজিত এই খেলায় এরকম সাড়া পাওয়ায় তাঁরা সকলে অভিভূত। পরবর্তীতে এই প্রতিযোগিতা আরও বড় করে আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানালেন তিনি। শুক্রবার এই প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

ফেয়ারওয়েল

পথে হারিয়ে যাওয়া কথারা

সুবীর ভুঁইয়া

দিন বদলের গান গাইতে গাইতে এক সময় তাল কাটে। এত তাড়াতাড়ি তো বড় হতে চাইনি। এই তো সেদিন ক্লাস শুরু হল। জগন্নাথ, দেবজিতের সঙ্গে অর্ণবের ঝগড়াটাও মিটল না। ফুরিয়ে গেল কলেজের দিন!

বাড়ির ছাদে কেউ নেই।

অর্ণব একা মনমরা হয়ে বসে। ফোনটা পাশেই পড়ে। একটার পর একটা নোটিফিকেশনে আসছে, আলো জ্বলছে। সেদিকে নজর নেই। পাশের লম্বা শিমুল গাছটার ফাঁক দিয়ে চতুর্দশীর চাঁদের দিকে তাকিয়ে অর্ণব। মাঝে মাঝে একটা ফুপিয়ে কান্নার আওয়াজ। জ্যোৎস্নার আলোয় চিকচিক করছে ওর চোখজোড়া।

আজ ওদের ফেয়ারওয়েল। সেই কোন সকালে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। হয়তো সবার আগেই ডিপার্টমেন্ট পৌঁছেছিল। ক্লাসে কয়েকটা মিনিট বেশি থাকার আশায়। ডিপার্টমেন্টের বারান্দায় টবে তার লাগানো গাছগুলোতে শেষবারের জন্য জল দিতে। আর একটা ইচ্ছে ছিল। আজ যদি সৃজনী তাড়াতাড়ি আসে, তাহলে ওর সঙ্গে একটু আলাদা করে কথা বলা। কিন্তু, সৃজনী আসেনি।

ফেয়ারওয়েলে সুন্দর করে সাজানো ঘরটায় হাজারো কথা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ডিপার্টমেন্টে নিজেদের কাজ, পুরোনো ছবি, ভিডিওর কোলাজগুলো দেখে সকলে কেঁদেছে। কেউ কেউ কেঁদেছে অর্ণবের মতো মনে মনে। আবার শ্রীপর্ণা, সুচরিতা, মনীষারা হাউহাউ করে।

ওদের ক্লাসে মোট ৪২ জন। বেশিরভাগই নিজের বাড়ি ছেড়ে দূর শহরে পড়তে এসেছে। আজকের পর ওরা সকলে বাড়ি ফিরে যাবে। অর্ণবের তো নিজের শহরেই কলেজ। আলাদা করে বাড়ি ফেরা বলে তেমন কিছু নেই। শ্রীপর্ণা কিংবা তৃণাদের মতে, অর্ণব চাইলে যে কোনও সময় ক্যাম্পাসে ঘুরতে পারবে। ইচ্ছে হলে কলেজের সব অনুষ্ঠানে যোগ দেবে। ওদের তো আর সেই সুযোগ নেই।

কিন্তু অর্ণব জানে, এই সুযোগ যে তার কাছে বিষম যন্ত্রণার। যারা দূর থেকে এসে এখানে থাকল, পড়া শেষ করল, আজ ফেয়ারওয়েলে ওদের বুকটা হুহু করছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে কয়েকদিন মন খারাপ থাকবে। মাঝেমধ্যেই গ্যালারি খুলে স্মৃতিচারণ করবে। চোখে জল আসবে, ইচ্ছে করবে ছুটে যেতে নিজের কলেজের দিনগুলোতে। ওরা ধীরে ধীরে হস্টেল, মেস, ডিপার্টমেন্টের বাইরে কাকার চায়ের দোকান, ডিম টোস্টের গন্ধ, গ্যারাজের গসিপ ছেড়ে নিজের শহরে মানিয়ে নেবে।

কিন্তু, অর্ণব? ওর কেমন লাগবে? যে রাস্তায় জগন্নাথের সঙ্গে হাজারো খুনশুটি করেছে, আজকের পর থেকে সেই রাস্তায় একা হাঁটতে হবে। দু'-একদিন নয়, সারাজীবন। লাইব্রেরির গেটের পাশ দিয়ে বহুবার সাইকেল চালিয়ে যাবে। কিন্তু, লাইব্রেরিতে যাওয়ার জন্য সুকান্ত আর তাকে ডাকতে আসবে না।

বাকিরা ভুলে গেলেও অর্ণব গত ফেব্রুয়ারির পিকনিকের রাত ভুলতে পারবে না। যে ছাদে আজ সে বসে, সেই ছাদেই তো সেদিন জমে উঠেছিল পিকনিক। খুব মনে পড়ছে ওই পিকনিকেই সৃজনীকে নিয়ে দেবজিতের সঙ্গে তার কথাকাটাকাটি। তারপর থেকে দুজনের কথা বন্ধ। এই ফেয়ারওয়েলটা হয়তো কথা বলার শেষ সুযোগ ছিল। কিন্তু কেউ কারোর দিকে তাকায়নি। হয়তো আর কোনওদিন দেবজিতের সঙ্গে অর্ণবের দেখা হবে না!

আজ খুব মনে পড়ছে, এমএ ক্লাসের প্রথম দিনটার কথা। কতগুলো অচেনা মুখ। সেদিনও সবার আগে ক্লাসে গিয়ে বসেছিল সে। প্রথম আলাপ হয় রিয়ার সঙ্গে। রিয়া ওর কাছে এসে নাম জিজ্ঞেস করেছিল। কোথায় বাড়ি আরও কত কী। আজকের পর আর কি রিয়ার সঙ্গে দেখা হবে? অর্ণব জানে, না হওয়াটা বাস্তব। সেই কোন দক্ষিণে রিয়ার বাড়ি। আর অর্ণব উত্তরের ছেলে।

আজকের পর ওই ৪২ জনের আড্ডা আর কখনও জমবে না। তবে সবাই কথা দিয়েছে, যে পিকনিকের প্ল্যানটা আটকে রয়েছে, সেটা একদিন হবেই। আজ নয়তো কাল।

হঠাৎ করে মায়ের ডাকে অর্ণবের হুঁশ ফিরল। ফোনের নোটিফিকেশনে চোখ গেল। হোয়াটসঅ্যাপ খুলে কলেজের গ্রুপে ঢুকল। ওই তো ডিপার্টমেন্টের স্যর, ম্যামের সঙ্গে ওরা ৪১ জন। ছবির ভিড়ে ভেসে উঠল দেবজিতের মেসেজ, 'অর্ণব সরি। আমাদের আর হয়তো প্রতিদিন দেখা হবে না। সবাই যে যার মতো করে নিজের কাজে ব্যস্ত হব। কিন্তু মাসে অন্তত একটা দিন ফোনে কথা বলব। আমাদের ব্যাচের সবাই প্ল্যান করে একসঙ্গে মার্কশিট আনতে যাব। আবার দেখা হবে।'

কিন্তু অর্ণব জানে গ্র্যাজুয়েশনের ফেয়ারওয়েলেও অনেকে এমন কথা বলেছিল। সেবারেও একসঙ্গে মার্কশিট নেওয়ার প্ল্যান ছিল। তবে কেউ আর এক ফ্রেমে আসেনি। এবারেও হয়তো তাই হবে। ঠিক যেমন, সৃজনী কথা দিয়ে আজ আসতে পারল না।

এমনি করেই না আসতে পারার তালিকায় একটা একটা করে নাম বাড়তে থাকবে। তবে থামলে কি চলে! বড় হওয়ার মানেই হয়তো ব্যথাগুলোকে লুকিয়ে এগিয়ে চলা।

নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনায় আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজ

আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের উদ্যোগে ৩ জানুয়ারি আয়োজিত হয়েছিল এক আন্তর্জাতিক সেমিনার। সেমিনারটি আয়োজনে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ। সেখানে আলোচনার মূল বিষয় ছিল নারীদের ক্ষমতায়ন। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও নারীদের জীবনে কতটা উন্নতি হয়েছে এবং ক্ষমতায়নের পথে কী কী বাধা রয়ে গিয়েছে, সেই বিষয়ে কথা বললেন উপস্থিত গবেষক এবং অধ্যাপকরা।

সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক মানস চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রান্তিক ও দরিদ্র ঘরের মেয়েরাও এখন শিক্ষার আলোয় এগিয়ে আসছে।'' অধ্যক্ষ ডঃ অমিতাভ রায়ও একই কথা বললেন। তাঁর মতে, শিক্ষাই একমাত্র উপায় যা নারীদের আত্মনির্ভরশীল করতে পারে।

অতীতে বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ সংস্কারকরা শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের আত্মনির্ভর করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরে সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। চালু হয়েছে 'কন্যাশ্রী', 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও', 'মহিলা শক্তিকেন্দ্র'-র মতো প্রকল্পগুলি। কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য পেলেও এখনও সমাজের সব স্তরে এ বিষয়ে যথেষ্ট খামতি রয়েছে।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'সেলফ হেল্প গ্রুপ এবং মাইক্রো ফিন্যান্স প্রকল্পগুলির মাধ্যমে চা বলয়ের নারীরা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন। এই উদ্যোগগুলো নারীদের ক্ষমতায়নে বড় ভূমিকা রাখছে।' গবেষকরা মনে করেন, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাইক্রো ফিন্যান্স এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে অনেক নারী আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলেও সেই সুযোগ দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছাতে পারেনি। অনেক নারী আজও পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বাধার কারণে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম।

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সিঙ্গাপুরের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা অ্যানে রাফিনের মন্তব্য, 'ফ্রান্সের উপনিবেশিক শাসনকাল থেকে নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়াস শুরু হলেও ভারতে এখনও পুরুষের সমমর্যাদা অর্জন সম্ভব হয়নি।'

বক্তাদের কথায় উঠে আসে, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়লেও, তা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের কাজকে ছোট করে দেখা, ব্যঙ্গ করা বা সন্দেহ প্রকাশ করা আজও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির বড় সমস্যা।

অন্যদিকে, সেমিনারের আহ্বায়ক ডঃ মিনাল আলি মিয়াঁ মনে করেন, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন সমাজের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। সরকার ও সমাজের প্রচেষ্টায় অগ্রগতি হয়েছে, তবে এখনও অনেকটা পথ বাকি। সমাজের এই মানসিকতা পরিবর্তন না হলে নারীরা কখনোই সাফল্যের শেষ চূড়ায় পৌঁছাতে পারবেন না।

ষষ্ঠ সিমেস্টারের শিম্পি দাস, চতুর্থ সিমেস্টারের পূজা মোহন্তরা বক্তাদের কথার সঙ্গে একমত। পূজার কথায়, 'নারী ক্ষমতায়ন মানে নিজের মতো করে বাঁচার স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা অর্জনের আগে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন।'

পদ্মেশ্বরী হাইস্কুল

পঁচাত্তরে পা প্রতিষ্ঠানের, উদযাপনের সূচনা

গৌতম দাস

একসময় গ্রামে অধিকাংশ মানুষই ছিলেন আর্থিকভাবে দুর্বল। স্কুলের জন্য পাড়ি দিতে হত অনেকটা পথ। প্রান্তিক এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী জীবধন সিংহ সরকার। ১৯১০ সালে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওচড়াই গ্রামে কয়েকজন স্বজনের সহযোগিতায় নিজের বাড়িতে খোলেন একটি পাঠশালা। তখন মূলত তাঁর অনুদানে স্কুলটি চলত।

১৯৪৩ সালে জীবধনের ছেলে যতীন্দ্রনাথ নাথ সিংহ সরকার পাঠশালাটি দেওচড়াই বাজারের কাছে নিজেদের জমিতে স্থানান্তরিত করেন। সেসময় প্রাইমারি স্তর পর্যন্ত পঠনপাঠন চলত।

এরপর ১৯৪৬ সালে পঞ্চম শ্রেণি ও ১৯৪৭ সালে ষষ্ঠ শ্রেণি চালু হলে স্কুলটি এমই (মিডল ইংলিশ) স্কুলে পরিণত হয়। অবশেষে ১৯৫১ সালে সপ্তম শ্রেণি চালুর সরকারি অনুমোদন মেলে। তাই ওই বছরকে প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে ধরা হয়।

২০২৫ সালে স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষ উদযাপনের সূচনা হল। চারদিন ধরে চলেছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পাশাপাশি স্কুল প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিজ্ঞানমেলা, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব আয়োজন এবং স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে।

রবি ঠাকুরের 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতাটি পাঠ করে শোনায় ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া কৌস্তভ রায়। একই ক্লাসের অঞ্জলি বর্মন 'জবাব নাই' ও হিয়া কর্মকারের 'জন্মকথা' কবিতাপাঠ প্রশংসিত হয়েছে। নিশাত তাজনিন, বর্ণিতা দাস যুগ্মভাবে ঝুমুর নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের সামনে। প্ল্যাটিনাম জুবিলির থিম সংয়ে

নৃত্য পরিবেশনায় ছিল গীতা দে। এদের পাশাপাশি দর্শকদের নজর কাড়ে একাদশ শ্রেণির দেবাশিস বর্মনের একাধিক নাচ।

১৯৫২ সালে অষ্টম, পরের বছর নবম ও ১৯৫৫ সালে দশমের অনুমোদন মিলেছিল। ১৯৬৭ সালে একাদশ শ্রেণি চালু হলেও পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে ২০০৩ সালে অনুমোদন আসে উচ্চমাধ্যমিকের। পড়াশোনা, খেলাধুলো থেকে সংস্কৃতি- প্রতিটি ক্ষেত্রে জেলা স্তর পর্যন্ত সুনাম কুড়িয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা।

আগে তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুল আর দেওচড়াই হাইস্কুলই মহকুমাবাসীর বড় ভরসা ছিল। তখন বলরামপুর, নাজিরহাট, শালমারা, নাটাবাড়ি, মারুগঞ্জ, চিলাখানা, নাককাটিগাছ, বালাভূত ও বক্সিরহাট সহ বিভিন্ন এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এখানে ভর্তি হত।

দূরের পড়ুয়াদের স্বার্থে ১৯৫৪ সালে তৈরি হল ছাত্রাবাস। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সেটা চালু ছিল।

এখন দেওচড়াই হাইস্কুলে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া সংখ্যা দেড় হাজারের কাছাকাছি। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৪০, অশিক্ষক কর্মচারী ৫।

প্রাক্তন আইএএস সুখবিলাস বর্মা, আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত সুজাতা বর্মন, এনআরএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক তপনকুমার ব্যাপারীর মতো বহু কৃতী এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনী।

উৎসব কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক কুশধ্বজ রায় জানালেন, প্রতিষ্ঠার পঁচাত্তর বছর উপলক্ষ্যে বছরভর নানা অনুষ্ঠান হবে। ডিসেম্বরে সমাপ্তি অনুষ্ঠান। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অরবিন্দ কোঙার, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি আবদুল ওয়াহাব আহমেদ, শিক্ষক হাসেন আলি, তপন বর্মন, শিক্ষাকর্মী ফরিদা বানু প্রমুখ অনুষ্ঠানের সফল আয়োজনের জন্য পড়ুয়া, অভিভাবক ও স্থানীয়দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

শতবর্ষে টাকোয়ামারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

রাজ আমলে প্রতিষ্ঠা। সেই বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপনের সূচনা হয়েছিল ১১ জানুয়ারি। 'শতবর্ষের আলোকে মিলিব একসাথে'- বার্তা দিয়ে আয়োজিত হয় অনুষ্ঠানটি।

কোচবিহারের রাজারা কোচবিহার, নাটাবাড়ি, ধলপল হয়ে টাকোয়ামারি বনাঞ্চলে শিকারে যেতেন। মাঝপথে টাকোয়ামারিতে শিবিরে বিশ্রাম নিতেন তাঁরা। তেমন একদিন রাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর শিকারে এলে স্থানীয় মানুষ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের আর্জি জানান। সেই দাবি মেনে ১৯২৫ সালে তৈরি হয় এই প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাকৃতিক কারণে অবশ্য চারবার স্থান বদলাতে হয়েছিল।

এই বিদ্যালয় তৈরিতে জমিদান সহ নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী প্রয়াত সুধীরচন্দ্র সরকার, প্রয়াত অনিল সরকার, প্রয়াত মতিলাল সরকার ও প্রয়াত আব্দুল গণি মিয়াঁ।

বর্তমানে প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৩২। শিক্ষক-শিক্ষিকা ৫ জন। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন বহু পড়ুয়া

সাফল্যের সঙ্গে আজ নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া প্রিয়া বড়ুয়া, দ্বিতীয় শ্রেণির দিয়া মণ্ডল, চতুর্থের জোনিফা পারভিনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সারাবছর রুটিন মেনে পঠনপাঠনের পাশাপাশি নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় প্রতিষ্ঠানে। শতবার্ষিকী উদযাপনেও তারা অংশগ্রহণ করেছে।

প্রথমেই প্রিয়া বড়ুয়া 'ছুটি' কবিতা পাঠ করে প্রশংসা কুড়িয়ে নেয় দর্শকদের। তারপর 'আমাদের গ্রাম' কবিতাটি পাঠ করে দিয়া। হামিদা খাতুন, অর্শিতা রায়, সীমা মণ্ডল, চৈতালি মণ্ডল এবং তনুশ্রী বর্মন মিলিতভাবে বৈরাতি নৃত্য পরিবেশন করে মঞ্চে। 'ময়না ছলাৎ ছলাৎ' গানে নৃত্য পরিবেশনায় ছিল আর্জিনা খাতুন, সুস্মিতা বর্মন, জোনিফা পারভিনরা। এদের পাশাপাশি দর্শকদের নজর কাড়ে 'বাজে রে মাদল ধিতাং ধিতাং' গানে রোহিত মিয়াঁর নাচ।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র তথা প্রাক্তন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কেশবচন্দ্র সরকার, কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ চৈতি বর্মন বড়ুয়া, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম সাহা, শিক্ষক বিশ্বজিৎ সাহা, পরিচালন কমিটির সভাপতি রোসনা বিবি খাতুন, উদযাপন কমিটির সম্পাদক ইউনিস আলি প্রমুখ।

পার্থপ্রতিম সাহা অনুষ্ঠানের দু'দিন আগে অর্থাৎ ৯ জানুয়ারি প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। তবুও আয়োজন সফল দেখে তাঁর মুখে ছিল তৃপ্তির হাসি। অন্যতম উদ্যোক্তা শিক্ষক বিশ্বজিৎ সাহা সমস্ত শিক্ষক, অভিভাবক ও পড়ুয়াদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুল

বড়দিন-নববর্ষের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের জন্মদিন পালন

রাজু সাহা

'বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু/ আমাদের প্রার্থনা এই শুধু/ তোমারি করুণা হতে বঞ্চিত না হই কভু।'

গত মঙ্গলবারের সকালটা এভাবেই শুরু হল মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুলের পড়ুয়াদের। অন্যভাবে সময় কাটালেন স্কুলের শিক্ষক এবং পড়ুয়ারা। ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্কুল বেলুন দিয়ে সাজিয়ে, কেক কেটে, প্রার্থনা সংগীতের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হল।

কিন্তু এই উদযাপনের উপলক্ষ্য কী? স্কুলে সবার সঙ্গে বড়দিন এবং নতুন বছরের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। পাশাপাশি সেদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ বসুমাতার জন্মদিন। উদযাপন করার একসঙ্গে তিনটি কারণ সচরাচর মেলে না। মঙ্গলবার সেটা হওয়ায় খুশি ছোট থেকে বড় সকলেই। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হল কেক।

প্রধান শিক্ষক হিরণ বসুমাতা জানান, বড়দিনের আগে স্কুল ছুটি হয়ে যায়। সবাই স্কুলের বাইরে পরিবার নিয়ে বড়দিন এবং নববর্ষ উদযাপন করেছে। অনেকে হয়তো কোনও কারণে এবার বঞ্চিত থাকতে পারে। তাদের সেই আক্ষেপ মেটাতে এই আয়োজন। বললেন, 'পড়ুয়াদের আনন্দ দিতে মূলত স্কুলে পঠনপাঠন শুরুর আগে ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। বেলুন দিয়ে সাজিয়ে কেক কেটে বড়দিন এবং নববর্ষ উদযাপন করা হল। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আবার আমারও জন্মদিন পালন করেছেন। জীবনের সেরা জন্মদিন হয়ে থাকল এই দিনটি।'

অনুষ্ঠানের পরে অবশ্য অন্যান্য দিনের মতো শুরু হয়ে যায় পঠনপাঠন। একসঙ্গে বড়দিন, নববর্ষ এবং একইসঙ্গে প্রধান শিক্ষকের জন্মদিন উদযাপনের অনুষ্ঠানে শামিল হতে পেরে খুশি পঞ্চম শ্রেণির অরিন্দম পাল, ষষ্ঠ শ্রেণির সুকান্ত দেবনাথ, দশম শ্রেণির আদিত্য দাস, অষ্টম শ্রেণির সম্রাট দেবনাথের মতো পড়ুয়ার।

আদিত্যর কথায়, 'বড়দিন এবং নববর্ষের সময় স্কুল বন্ধ ছিল। স্কুল খোলার পর শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেভাবে বড়দিন এবং নববর্ষের অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন, খুব মজা হয়েছে।'

স্কুল শুরুর আগে এমন অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে খুশি জবা বসুমাতা, বীণা দেবনাথ, মুক্তা রায়, মনীষা বসুমাতার মতো শিক্ষিকারাও।

কিংবদন্তিকে শ্রদ্ধা

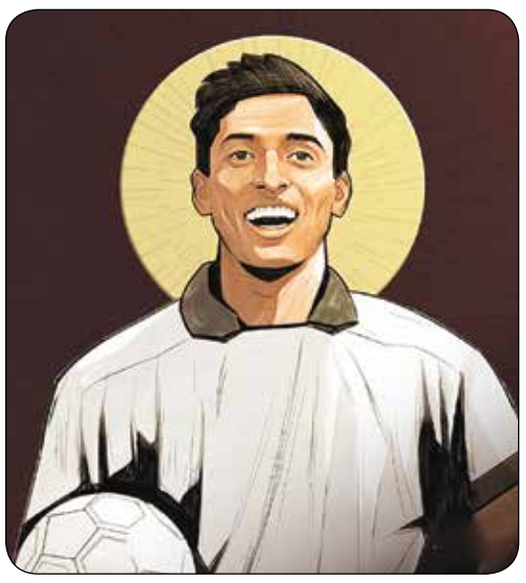

বুধবার ছিল প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার চুনি গোস্বামীর ৮৭তম জন্মদিন। মৃত্যুর পাঁচ বছর পরও তাঁকে মনে রেখেছে ফুটবল বিশ্ব। ভারতীয় কিংবদন্তির জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে নিজেদের এক্স হ্যান্ডেল পেজে শ্রদ্ধা জানাল স্পেনের প্রথমসারির ফুটবল ক্লাব সেভিয়া।

চাপে নায়ার, ব্যাটিং কোচ হচ্ছেন সীতাংশু

ম্যাচ ফি বণ্টনে নয়া বিধির প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : অভিষেক নায়ারের চাপ বাড়িয়ে নতুন ব্যাটিং কোচ হিসেবে সীতাংশু কোটাককে নিয়োগ করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ব্যাটিংয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর থেকেই কাঠগড়ায় অভিষেক নায়ার। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের ভুলের পুনরাবৃত্তিতে প্রশ্ন উঠছে, ব্যাটিং কোচ তাহলে কী করছেন?

ব্যর্থতার জেরে বদলাতে চলেছে সাপোর্ট স্টাফ টিম। বিরাট-রোহিতদের ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে সম্ভবত সৌরাষ্ট্র, এনসিএ তথা 'এ' দলের দায়িত্ব সামলানো সীতাংশু কোটাক। সবকিছু ঠিকঠাক চললে, আসন্ন ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকেই কাজে যোগ দেবেন। বোর্ড সূত্রের দাবি, 'ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে সীতাংশু কোটাকের নাম বিবেচনা করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে সম্ভবত কাজ শুরু করবেন। শীঘ্রই বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে।'

গত দুই সিরিজে ব্যাটিং ব্যর্থতাই রদবদলের ভাবনাকে উসকে দিচ্ছে বলে জানান বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা। দাবি করেন, গত দুই সিরিজে সিনিয়াররা সহ দলের ব্যাটিং সমস্যায় পড়েছে। একটানা ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, সাপোর্ট স্টাফ টিমে নতুন অক্সিজেন দরকার। বিশেষত ব্যাটিংয়ের হাল ফেরাতে।

ঘরোয়া ক্রিকেটে যথেষ্ট পরিচিত এবং সফল কোচ। বর্তমানে 'এ' দলের হেডকোচের দায়িত্বেও রয়েছেন। সৌরাষ্ট্রের হয়ে ১৩০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৮০৬১ রান করেছেন সীতাংশু কোটাক। রনজি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০১৩ সালে অবসরের পর পুরো সময়ের কোচিংয়ে। গত নভেম্বরে অজি সফরে ভারতীয় 'এ' দলের হেডকোচ ছিলেন। ২০২৩ সালের অগাস্টে

সীতাংশু কোটাক।

আয়ারল্যান্ড সফরেও জসপ্রীত বুমরাহ ব্রিগেডের দায়িত্ব সামলান। এবার গৌতম গম্ভীরের সংসারে পা রাখার অপেক্ষা।

গম্ভীরের সহকারী কোচ হিসেবে রয়েছেন অভিষেক ও রায়ান টেন ডোসেট। মরনি মরকেল বোলিং কোচ এবং ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। নির্দিষ্ট করে ব্যাটিং কোচের তকমা না থাকলেও দায়িত্বটা মূলত সামলান নায়ারই। স্বভাবতই সীতাংশুকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে গম্ভীরের প্রিয়পাত্র নায়ারের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা।

ভারতীয় দলে নতুন ব্যাটিং কোচের খবরের মাঝেই চাঞ্চল্যকর পোস্ট কেভিন পিটারসেনের। ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব নিতে। আত্মবিশ্বাসী বিরাট, রোহিতদের চলতি সমস্যা মিটিয়ে দিতে। সমাজমাধ্যমে যে প্রসঙ্গে কেপির ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট- 'আমি উপলব্ধ'। অর্থাৎ, দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত। এদিকে, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির রিভিউ বৈঠকে নিত্যনতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে। তালিকায় নতুন সংযোজন, ম্যাচ ফি বণ্টনে নয়া প্রস্তাব। সূত্রের দাবি, বৈঠকে গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকারের (নির্বাচক কমিটির প্রধান) সঙ্গে উপস্থিত ভারতীয় দলের এক সিনিয়ার সদস্য বোর্ড কর্তাদের প্রস্তাব দেন, এখনই ম্যাচ ফি বণ্টনের প্রয়োজন নেই। পারফরমেন্স খতিয়ে দেখে তা দেওয়া হোক।

সফরে স্ত্রী-পরিবারকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নয়া বিধির ভাবনার নেপথ্যে নাকি স্বয়ং গম্ভীর। বৈঠকে হেডকোচ দাবি করেন, দলের মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গ হচ্ছে এর ফলে। দ্রুত যার নিষ্পত্তি দরকার। কোচের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়েই মূলত স্ত্রী-পরিবারের সফরসঙ্গী হওয়ার ওপর কাটছাঁট হতে চলেছে। ৪৫ দিনের সফরে সপ্তাহ দুয়েকের বেশি নাকি থাকতে পারবেন না স্ত্রী-পরিবাররা। পাশাপাশি বিদেশ সফরে দলের সঙ্গে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত হেয়ারস্টাইলিস্ট, রাঁধুনি, নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে যাওয়ার ওপরও বিধিনিষেধ আসতে চলেছে।

'ভুয়ো খবর দ্রুত ছড়ায়'

বেড রেস্টের জল্পনা ওড়ালেন জসপ্রীত

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর থেকেই নাকি ঘরবন্দি জসপ্রীত বুমরাহ।

চিকিৎসকরা বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন। কবে বেঙ্গালুরুর ক্রিকেট অফ এক্সেলেন্সিতে (সিওই) রিহ্যাব শুরু করবেন, তা অনিশ্চিত। বিশবাঁও জলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা। যদিও ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই যে খবরের সত্যতা কার্যত খারিজ করে দিয়ে সমর্থকদের আশ্বস্ত করলেন স্বয়ং বুমরাহই। দুই লাইনের টুইটে পরিষ্কার করে দিলেন, খবরটা ভুয়ো।

পূর্ণ বিশ্রামের খবর প্রকাশের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় বুমরাহ। তাঁকে নিয়ে গতকাল তৈরি হওয়া জল্পনায় জল ঢেলে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আমি জানি, ভুয়ো খবর সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। খবরটা শুনে আমার মজা লাগছে। অবিশ্বস্ত সূত্র।' বলার কথা, গতকাল সর্বভারতীয় দৈনিক ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, বেড রেস্টে বুমরাহ। কবে রিহ্যাব শুরু করবেন, নিশ্চিত নয়।

বুমরাহর স্বস্তির টুইট যে আশঙ্কা খানিকটা দূর করে আশার কিরণ দেখাচ্ছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে আদৌ কি থাকবেন, আদৌ কি দেখা যাবে আইসিসি টুর্নামেন্টে, ছবিটা এখনও পরিষ্কার নয়। বলার কথা, বুমরাহর ফিটনেস নিয়ে নিশ্চিত হয়ে ১২ জানুয়ারি দল ঘোষণার চূড়ান্ত সময়সীমা থাকলেও ৭ দিন বাড়তি সময় চেয়ে নিয়েছে ভারত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক কর্তা বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন, শীঘ্রই এনসিএ-তে রিহ্যাব প্রক্রিয়া শুরু করবে বুমরাহ। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী ফ্র্যাকচার হয়নি। তবে পিঠ কিছুটা ফুলে রয়েছে। এনসিএ-তে সপ্তাহ তিনেক ধরে চলবে বুমরাহর রিহ্যাব প্রক্রিয়া। এমনকি বুমরাহর ফিটনেস খতিয়ে দেখার জন্য ১-২টি প্র্যাকটিস ম্যাচ আয়োজনের ভাবনাচিন্তাও রয়েছে ক্রিকেট অ্যাকাডেমির।

এদিকে, কুলদীপ যাদবের ফিটনেস নিয়ে আশার আলো। লম্বা রিহ্যাবের পর নেট-ট্রেনিং শুরু করেছেন চায়নাম্যান স্পিনার। আশাবাদী, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজেই মাঠে ফিরবেন। নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টের সময় কুঁচকির চোটে দল থেকে ছিটকে যান। এদিন নিজের বোলিং ভিডিওর সঙ্গে কুলদীপের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট, 'লক্ষ্য স্থির।'

> আমি জানি, ভুয়ো খবর সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। খবরটা শুনে আমার মজা লাগছে। অবিশ্বস্ত সূত্র।
>
> **জসপ্রীত বুমরাহ**

কুলদীপকে নিয়ে অনিশ্চয়তার জেরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিকল্প ভাবনায় একাধিক নাম ঘোরাফেরা করছে। হেডকোচ গম্ভীরের প্রিয়পাত্র কলকাতা নাইট রাইডার্সের তারকা বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে রয়েছে রবি বিষ্ণোইয়ের নামও। পুরোটাই নির্ভর করছে কুলদীপের ম্যাচ ফিটনেসের ওপর।

গতকাল বিসিসিআইয়ের তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচনের আগে সবার ম্যাচ ফিটনেস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চান নির্বাচকরা। তবে রিহ্যাব থেকে সরাসরি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, নাকি তার আগে ম্যাচ প্র্যাকটিসে নিজেকে প্রমাণের সুযোগ পাবেন- তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যাচ্ছে কুলদীপকে নিয়ে।

দিল্লির নেতৃত্বে হয়তো ঋষভ

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন টি২০ সিরিজের ভারতীয় দলে তিনি নেই। জানা গিয়েছিল, তাঁকে বিশ্রামে রাখা হয়েছে। সেই বিশ্রামের মাঝেই ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন ঋষভ পন্থ। জানা গিয়েছে, দিল্লির হয়ে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা রনজি ট্রফির ম্যাচে খেলবেন ঋষভ। শুধু খেলাই নয়, বড় অঘটন না হলে দিল্লি দলকে নেতৃত্বও দিতে চলেছেন ঋষভ। ডিডিসিএ সূত্রে আজ এই খবর জানা গিয়েছে।

ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে জাতীয় দলের সব ক্রিকেটারকেই, কোচ গৌতম গম্ভীরের এমন বার্তার পর ভারতীয় ক্রিকেটে হইচই চলছে। রোহিত শর্মা মুম্বইয়ের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঠিক তেমনই ঋষভও দিল্লির হয়ে খেলবেন বলে

রনজি ট্রফির প্রস্তুতিতে শুভমান।

আজ দল ঘোষণা

আগেই জানিয়েছিলেন রাজধানীর ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি রোহন জেটলিকে। আগামীকাল রনজির দ্বিতীয় পর্বের লক্ষ্যে দিল্লির দল নির্বাচন রয়েছে। সেই দল নির্বাচনের মূল আকর্ষণ হতে চলেছেন পন্থ। যদিও ঋষভ রনজি খেলার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেও সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিরাট কোহলি খেলবেন কি না, এখনও স্পষ্ট নয়। রাত পর্যন্ত দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদের কাছে কোহলি নিয়ে কোনও তথ্য নেই। যদিও দিল্লির প্রাথমিক স্কোয়াডে কোহলির নাম রয়েছে। সেই স্কোয়াডে নাম রয়েছে হর্ষিত রানারও। যদিও ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের স্কোয়াডে থাকার কারণে হর্ষিতের রনজি খেলার কোনও সম্ভাবনাই নেই। রাতের দিকে দিল্লির এক ক্রিকেটকর্তা জানিয়েছেন, 'ঋষভ রনজি খেলার কথা জানিয়েছে। ওকেই দলের অধিনায়ক করে সামনে তাকাতে চাইছি আমরা। তবে কোহলির রনজি খেলা নিয়ে কোনও তথ্য এখনও নেই। আগামীকাল দুপুরে দল নির্বাচনের সময় নির্বাচকরা বিরাটের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরই হয়তো বোঝা যাবে ছবিটা।' উল্লেখ্য পাঁচ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দিল্লি রনজিতে খুব একটা ভালো জায়গায় নেই।

ডিরেক্টর হচ্ছেন সুব্রত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : শিলংয়ে সদ্যই নতুন করে তৈরি হয়েছে ফুটবল স্টেডিয়াম। পরিস্থিতির বিরাট কোনও পরিবর্তন না হলে, এই মাঠেই এবার হতে চলেছে ২০২৭ সৌদি আরব এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভারতের প্রথম ম্যাচ। ২৫ মার্চ বাংলাদেশের বিপক্ষে ওই মাঠে খেলবেন মনবীর সিং-সন্দেশ ঝিংগানরা। তার আগে ২০ তারিখ একই মাঠে মালদ্বীপের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচও খেলার কথা ভারতের। যদিও সরকারি ঘোষণা এখনও বাকি। একাধিক স্প্যানিশ ও বিদেশিদের টপকে ডিরেক্টর ইন্ডিয়া টিমস হিসেবে নিযুক্ত হতে চলেছেন ভারতের প্রাক্তন গোলরক্ষক সুব্রত পাল। কল্যাণ চৌবের পর তিনি দ্বিতীয় গোলরক্ষক যিনি ফেডারেশনে জায়গা পেতে চলেছেন।

করুণ ৭৫২!

ভদোদরা, ১৬ জানুয়ারি : বিজয় হাজারে ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনালেও দাপট অব্যাহত করুণ নায়ারের। ৪৪ বলে বিস্ফোরক অপরাজিত ৮২ রানের ইনিংসে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদর্ভকে পৌঁছে দেন ৩৮০/৩ স্কোরে। দুই ওপেনার ধ্রুব শোরে (১১৪) ও যশ রাঠোর (১১৬) শতরান পেয়েছেন। এদিনের ইনিংসের সুবাদে বিজয় হাজারে ট্রফিতে করুণের সংগ্রহ পৌঁছেছে ৭৫২ রানে। চলতি প্রতিযোগিতায় তিনি মাত্র একবার আউট হয়েছেন। যার ফলে তাঁর গড় দাঁড়িয়েছে চোখ কপালে তুলে দেওয়া মতো, ৭৫২! রানতাড়ায় নেমে মহারাষ্ট্র ৭ উইকেটে ৩১১ রানে শেষ করে। আবারও ব্যর্থ হয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। অর্শিন কুলকার্নি ৯০ ও অঙ্কিত বাউনে ৫০ রান করেন।

কোয়ার্টারে সিন্ধু

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টনে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন পিভি সিন্ধু। বৃহস্পতিবার তিনি ২১-১৫, ২১-১৩ পয়েন্টে হারিয়েছেন বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ৪৬ নম্বরে থাকা জাপানের মানামি সুইজুকে। পুরুষদের সিঙ্গলসে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছেন কিরণ জর্জও।

সামির অপেক্ষায় বাউন্সি পিচ ইডেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ওঠার দিনগুলো তাঁর কেটেছে ইডেন গার্ডেন্সেই। সেই ইডেন গার্ডেন্সেই আগামী বুধবার

টিম ইন্ডিয়ার নতুন ওডিআই জার্সি হাতে মহম্মদ সামি।

আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন মহম্মদ সামি। তাঁর অপেক্ষায় তৈরি হচ্ছে ক্রিকেটের নন্দনকানন। টিকিটের চাহিদাও বাড়তে শুরু করেছে। আগামী শনিবার ভারত ও ইংল্যান্ড, দুই দলই কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, সূর্যকুমার যাদব, জস বাটলাররা কলকাতায় পৌঁছে গেলে টিকিটের চাহিদা আরও বাড়বে।

২২ জানুয়ারি ভারত বনাম ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচকে কেন্দ্র করে ক্রিকেটের নন্দনকাননে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তৈরি হচ্ছে পিচ। ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজ মানেই গতি, বাউন্সের ঝনঝনানি। এবারও তেমনই থাকছে পিচ। যদিও অতীতের তুলনায় এবার ঘাসের পরিমাণ কম থাকছে বলে খবর। ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটের পাশে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডেরও বেশ কিছু ম্যাচ হয়েছে ইডেনে। ফলে আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচের জন্য আলাদাভাবে পিচ তৈরি করা কঠিন। কিন্তু তারপরও ইডেনের বাইশ গজে বাউন্স থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সুজনের কথায়, 'কুড়ির ক্রিকেটে সবসময়ই স্পোর্টিং বাইশ গজের কথা বলা হয়। ইডেনে অতীতের রীতি মেনে তেমনই পিচ হবে। থাকবে বাউন্সও। এই বাউন্স সামির পরিচিত।' টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরও কেকেআরের সঙ্গে দীর্ঘসময় যুক্ত থাকার সুবাদে ক্রিকেটের নন্দনকাননের পিচ সম্পর্কে অবহিত। ফলে কলকাতায় পৌঁছানোর পর গম্ভীরের পরামর্শ ও নির্দেশ কী হতে চলেছে, তা নিয়েও আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেটমহলে। যদিও ইডেনের কিউরেটারের দাবি, ভারতীয় দলের তরফে পিচ নিয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

অস্ট্রেলিয়া সফরের স্মৃতিতে মজে জসপ্রীত বুমরাহ। ক্যাঙারুর সঙ্গে খেলার এই ছবি পোস্ট করলেন সামাজিক মাধ্যমে।

বুমরাহভাই ভারতের ব্রহ্মাস্ত্র, বলছেন আকাশ

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : ব্রিসবেন টেস্টে সুযোগ পাওয়ার পরই আকাশ দীপ প্রমাণ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে সফল হওয়ার মশলা রয়েছে। হয়তো প্রচুর উইকেট তিনি পাননি। কিন্তু বল হাতে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে চাপ তৈরি করতে পেরেছিলেন। সিডনিতে সিরিজের শেষ টেস্টে চোটের কারণে খেলা হয়নি তাঁর। সেই চোটের কারণেই আপাতত ক্রিকেটের বাইরে বিশ্রামে রয়েছেন আকাশ। তার মধ্যেই আজ সংবাদমাধ্যমে তাঁর মিশন অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের সিরিজ তাঁর জীবনটাই বদলে দিয়েছে। আর বদলে যাওয়া সেই জীবনে বিশাল প্রভাব রয়েছে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর জোরে বোলার জসপ্রীত বুমরাহর। প্রিয় বুমরাহভাইয়ের থেকে এমন সব পরামর্শ তিনি পেয়েছেন, যা চিরকাল মনে রাখবেন আকাশ। তাঁর কথায়, 'বুমরাহভাই অসাধারণ একজন মানুষ। দুর্দান্ত ক্রিকেটীয় স্কিল। ভারতীয় দলের ব্রহ্মাস্ত্র হল বুমরাহভাই।'

অতীতে কখনও অস্ট্রেলিয়া যাননি আকাশ। ফলে স্যর ডনের দেশে কীভাবে নিজেকে মেলে ধরতে হয়, কীভাবে পারফর্ম করতে হয়, অভিজ্ঞতা ছিল না তাঁর। অস্ট্রেলিয়া পৌঁছানোর পর থেকেই তিনি বুমরাহর ক্লাসে। আকাশের কথায়, 'হতে পারে অস্ট্রেলিয়ায় আমরা সিরিজ জিততে পারিনি। হতে পারে অস্ট্রেলিয়া সফরটা সফল হয়নি আমাদের। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি যা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তা আমার সারা জীবনের সম্পদ। বিশেষ করে বুমরাহভাইয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবসময় ওঁর পরামর্শ পেয়েছি। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমার উপর ভরসা রেখেছিল। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।' আকাশের মরিয়া চেষ্টার পরই ১-৩ ব্যবধানে সিরিজ হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতের সিরিজ হারের সঙ্গে রয়েছে দল নিয়ে বিস্তর বিতর্কও। বুমরাহ অবশ্য সেই বিতর্কের মধ্যে ঢুকতে চাইছেন না। তাঁর কথায়, 'মাঠের বাইরে কে বা কারা কী বলছেন, জানা নেই। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি।'

অস্ট্রেলিয়া সফরে টিম ইন্ডিয়ার ব্যর্থতার মূল কারণ দলের ব্যাটারদের ব্যর্থতা। রোহিত, বিরাট কোহলিদের ক্রিকেট কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়েও চলছে জল্পনা। আকাশ বলছেন, 'বিরাট ও রোহিতভাইয়ের সফল হওয়ার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তারপরও ওরা রান পায়নি। কেন পায়নি, বলা কঠিন। কিন্তু আমি ওদের ব্যাটিং ইনটেন্টে কোনও সমস্যা দেখিনি।' এদিকে, আগামী জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরের আগে ভারতীয় 'এ' দল বিলেতে হাজির হয়ে তিনটি চারদিনের ম্যাচ খেলতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ২৫ মে কলকাতায় আইপিএল ফাইনালের পর টিম ইন্ডিয়ার মূল স্কোয়াডের অনেক সদস্যই ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে তিনটি চারদিনের ম্যাচে অংশ নিতে পারেন। মিশন ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি হিসেবে 'এ' দলের তিনটি ম্যাচ মহা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে খবর।

> 'জীবন বদলে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সফর'
>
> বিরাট ও রোহিতভাইয়ের সফল হওয়ার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তারপরও ওরা রান পায়নি। কেন পায়নি, বলা কঠিন। কিন্তু আমি ওদের ব্যাটিং ইনটেন্টে কোনও সমস্যা দেখিনি।
>
> **আকাশ দীপ**

শেষ আটে বার্সা

বার্সেলোনা, ১৬ জানুয়ারি : ফের পাঁচ গোল বার্সেলোনার। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ম্যাচটা যেখানে শেষ হয়েছিল বুধবার রাতে সেখান থেকেই শুরু করল কাতালান জায়েন্টরা। এবার কোপা দেল রে-র ম্যাচে তারা ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিল রিয়াল বেটিসকে।

বুধবার রাতে কোপা দেল রে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রবার্ট লেওয়ানডস্কিকে বিশ্রাম দেন বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। তবুও তরুণ তুর্কিদের কাঁধে ভর করে শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলে কাতালান ক্লাবটি। তিন মিনিটেই গোলের খাতা খোলেন গাভি। ড্যানি ওলমোর থেকে বল পেয়ে ঠান্ডা মাথায় তা জালে জড়ান তিনি। প্রথমার্ধেই ব্যবধান বাড়ান জুলেস কুন্দে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে একে একে স্কোরশিটে নাম তোলেন রাফিনহা, ফেরান টোরেস ও লামিনে ইয়ামাল। উলটোদিকে ম্যাচের শেষলগ্নে পেনাল্টি থেকে বেটিস একটি গোল শোধ করলেও তা ম্যাচের গতিপ্রকৃতিতে বিশেষ বদল আনতে পারেনি। এই জয়ের সুবাদে কোপা দেল রে-র কোয়ার্টারে পৌঁছে গেল বার্সা।

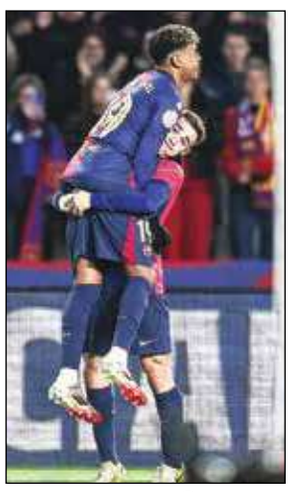

গোলের আনন্দে গাভির কোলে উঠে পড়লেন লামিনে ইয়ামাল।

পিছিয়ে থেকেও জয় আর্সেনালের

লন্ডন, ১৬ জানুয়ারি : নর্থ লন্ডন ডার্বিতে জয় পেল আর্সেনাল। বুধবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তারা ২-১ গোলে হারাল টটেনহাম হটস্পারকে। অথচ ম্যাচের শুরুটা ভালো হয়নি গানার্সদের। ২৫ মিনিটে কোরিয়ান তারকা সন হিউং-মিনের গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। ৪০ মিনিটে স্পার্স ডিফেন্ডার ডোমিনিক সোলাঙ্কির আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে আর্সেনাল। ৪৪ মিনিটে তাদের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। ম্যাচের পর উচ্ছ্বসিত আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছেন, 'আমি দলের পারফরমেন্সে গর্বিত। লিগ কাপ ও এফএ কাপ থেকে বিদায়ের পর এই জয়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এফএ কাপে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কাছে পরাজয়টাই ঘুরে দাঁড়ানোর অণুপ্রেরণা জুগিয়েছে।' এই ম্যাচ জেতার সুবাদে ২১ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল। এক ম্যাচ কম খেলে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল।

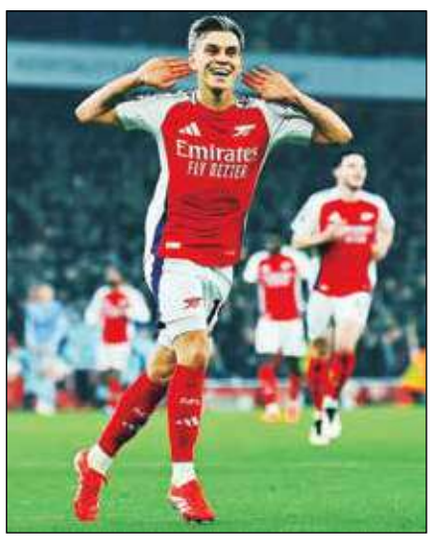

গোলের আনন্দে আর্সেনালের লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড।

বোর্ডের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ হরভজনের

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : দ্বিচারিতা করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে একদিকে সিনিয়ার ক্রিকেটারকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার নিদান দিচ্ছে। অথচ সেই ঘরোয়া ক্রিকেটে ভূরিভূরি রান করা করুণ নায়ার, অভিমন্যু ঈশ্বরণরা ব্রাত্য টেস্ট দলে! বোর্ড, নির্বাচকদের যে ইস্যুকে একসুরে বিঁধলেন হরভজন সিং, রবিন উথাপ্পারা। রবিন উথাপ্পার যুক্তি, প্রতি মরশুমেই প্রায় হাজারের ওপর রান করে চলেছে বাংলার অভিমন্যু। বারবার জাতীয় দলের দরজায় টোকা মারলেও দরজা খোলেনি। তাহলে ঘরোয়া ক্রিকেটের গুরুত্ব কোথায়? লাল বলের ঘরোয়া ক্রিকেট যদি টেস্ট দলে নির্বাচনের মাপকাঠি না হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

হরভজন সিংয়ের গলায় 'ঘরোয়া ক্রিকেট' বোর্ডের নিদান নিয়ে কটাক্ষের সুর। বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৬৬৪ ব্যাটিং গড়ের মালিক নায়ারের প্রসঙ্গ টেনে প্রাক্তন অফস্পিনারের দাবি, 'ওর পরিসংখ্যানে চোখ বুলোচ্ছিলাম। ২০২৪-'২৫ মরশুমে ৬টি ইনিংস খেলে ৫টিতেই অপরাজিত থেকে ৬৬৪ রান করেছে। ওটাই ব্যাটিং গড়! স্ট্রাইক রেট ১২০। তারপরও ওকে নিচ্ছে না। এটা অবিচার। অনেকে তো দুই ম্যাচের পারফরমেন্সের সুবাদেই ডাক পাচ্ছে। কেউ কেউ আবার আইপিএলের হাত ধরে টেস্ট টিমেও ঢুকে পড়ছে। তাহলে করুণ নায়ারের ক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম কেন?'

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ভাজ্জির অভিযোগ, 'সবাই রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির অফ ফর্ম নিয়ে কথা বলছে, রনজি ট্রফি খেলার পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু যারা রনজিতে খেলছে, রান পাচ্ছে, তারা কেন অবহেলিত? তাহলে কবে খেলবে ওরা? এখনও বুঝতে পারি না টেস্টে ট্রিপল সেঞ্চুরির পরও কেন বাদ পড়ল? আমাকে যা যন্ত্রণা দেয়।'

এদিকে, যুবরাজ সিং আবার 'ঘরোয়া ক্রিকেট দাওয়াই'-এর পক্ষে। প্রাক্তনের দাবি, যত বড় ক্রিকেটার হও না কেন, ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে ঘরোয়া ক্রিকেটই সঠিক মঞ্চ। যুবরাজ বলেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেট গুরুত্বপূর্ণ। সবসময় মনে করি, সময় থাকলে খেলো। আর ছন্দে না থাকলে অবশ্যই খেলা উচিত। প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সেরা জায়গা।'

সেলেব্রিটি ক্রিকেট লিগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ফাঁকে যুবরাজ আরও বলেছেন, 'সিরিজ ধরে বিচারের পক্ষপাতী নই আমি। সাফল্য পেলে প্রশংসায় ভাসবে, পরের সিরিজে ব্যর্থ হলেই গেল গেল রব। আমার মতে, ৩-৪ বছরের পারফরমেন্স মাথায় রাখা উচিত। আর গৌতম গম্ভীর সবে দায়িত্ব নিয়েছে। রোহিত অপরদিকে কয়েক মাস আগে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে। ওডিআই বিশ্বকাপে ভারত ফাইনালে খেলেছে। আইপিএলে পাঁচবারের জয়ী অধিনায়ক। তারপরও গত টেস্টে নিজেই সরে দাঁড়িয়েছে! অতীতে কয়জন অধিনায়ক এটা করতে পেরেছে?'

> করুণ নায়ারের পরিসংখ্যানে চোখ বুলোচ্ছিলাম। ২০২৪-'২৫ মরশুমে ৬টি ইনিংস খেলে ৫টিতেই অপরাজিত থেকে ৬৬৪ রান করেছে। ওটাই ব্যাটিং গড়! স্ট্রাইক রেট ১২০। তারপরও ওকে নিচ্ছে না। এটা অবিচার। অনেকে তো দুই ম্যাচের পারফরমেন্সের সুবাদেই ডাক পাচ্ছে।
>
> **হরভজন সিং**

ঘরোয়া ক্রিকেটই সঠিক বিকল্প : যুবরাজ

তৃতীয় রাউন্ডে সিনার, সোয়াতেক

মেলবোর্ন, ১৬ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নিলেন জানিক সিনার, ইগা সোয়াতেক।

বৃহস্পতিবার রড লেভার এরিনায় চার সেটের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার ট্রিস্টান স্কুলকেটকে হারালেন সিনার। ট্রিস্টানের কাছে প্রথম সেট হেরে গেলেও হাল ছাড়েননি। পরের তিনটি সেট জিতে ম্যাচ পকেটে ভরে নেন ইতালিয়ান টেনিস তারকা। ম্যাচের ফল সিনারের পক্ষে ৪-৬, ৬-৪, ৬-১, ৬-৩। তবে অঘটন এদিনও ঘটল। দ্বিতীয় রাউন্ডে বিদায় নিলেন পঞ্চম বাছাই ড্যানিল মেদভেদেভ। ৪ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটের লড়াইয়ে মেদভেদেভ ৩-৬, ৬-৭ (৪/৭), ৭-৬ (১০/৮), ৬-১, ৬-৭ (৭/১০) গেমে আমেরিকার লার্নার তিয়েনের বিরুদ্ধে হেরে যান।

বিদায় মেদভেদেভের

অন্যদিকে, দ্বিতীয় রাউন্ডে সহজ জয় ছিনিয়ে নিলেন ইগা সোয়াতেক। মহিলা সিঙ্গলসের ম্যাচে রেবেকা স্রামকোভাকে স্ট্রেট সেটে হারান তিনি। সোয়াতেকের সামনে প্রথম সেটে দাঁড়াতেই পারেননি তাঁর স্লোভাকিয়ার প্রতিপক্ষ। দ্বিতীয় সেটও একপেশেভাবে জেতেন পোলিশ টেনিস তারকা। ম্যাচের ফল ৬-০ ও ৬-২।

e-Tender Notice

NIT No.-9(e)/MGP/KAL/2024-25, for various work of under BEUP are invited by the U/S. Last date & Time of submission bids as on 31.01.2025 upto 11:00 hours. Details may be seen on website www.wbtender.gov.in Govt. of WB & simultaneously this office notice board on all working days during office hours.

Sd/- Pradhan
Mendabari Gram Panchayat

e-Tender

Pradhan, Sishujhumra G.P, Dist-Alipurduar invites e-Tender vide NIT No. 8/e-NIT/SGP/24, Dated - 16/01/2025, Ref. memo no. 359/SGP/2024-25, Dated- 16.01.2025. The last date of submission of bid is 24/01/2025 upto 16.00 hrs. All other details can be seen at **https://wbtenders.gov.in** or at the office of the undersigned during office hours.

By order
Pradhan, Sishujumra GP

খালিদ ব্রিগেডকে নিয়ে সতর্ক বাগান

ঘরের মাঠে অপ্রতিরোধ্য জামশেদপুর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

পায়ের জোর বাড়ানোর ট্রেনিংয়ে দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : শুধু কলকাতা নয়, জামশেদপুরেও খালিদ জামিলের কুসংস্কার নিয়ে নানা মজার গল্প ওখানকার ফুটবল মহলে চালু হয়েছে। তবে সকলেই এক বাক্যে দুইটি জিনিস স্বীকার করে নেন। এক, ঘরের মাঠে খালিদের ট্র্যাক রেকর্ডের ধারেকাছে নেই আগের কোনও কোচ। আর দ্বিতীয়ত, কোচের পরিশ্রম ও কপালের জোরেই জামশদপুর এফসি-র এত রমরমা এবার। যদিও তাঁকে প্রশ্ন করলে একটাই উত্তর আসবে, 'ছেলেরা অসম্ভব পরিশ্রম করছে বলেই মাঝের ওই খারাপ সময়টা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।' তবে শুধুই পরিশ্রমের উপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই তিনি। প্রতিপক্ষকে মেপে নেওয়ার কাজটা আগেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলার সময়েই গ্যালারি থেকে করে এসেছিলেন। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'ওদের অ্যাটাক লাইন আইএসএলের সেরা। তাই আমাদের সাবধান তো থাকতেই হবে।' ঘটনা হল, জামশেদপুরের ডিফেন্স যে বেশ পলকা, তার প্রমাণ ২৩ গোল খাওয়ায়। সেখানে মোহনবাগান একাধিক ম্যাচে ক্লিনশিট রেখে গোল খেয়েছে মাত্র ১৩। জাভিয়ের সিভেরিও তাই মোহনবাগানকে নিয়ে ভাবতে নারাজ। বলে দেন, 'ওরা অনেক বড় দল। বিরাট বাজেট। ডিফেন্সে দুই বিদেশি বা বাকিরাও দুর্দান্ত। তাই ওদের নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমাদের ভালো খেলতে হবে।' দলে কোনও চোট-আঘাত বা কার্ড সমস্যা না থাকা স্বস্তি দিচ্ছে খালিদকে।

জামশেদপুরের যেটা শক্তি, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার এখনও পর্যন্ত সেটাই খানিকটা অস্বস্তি। তাঁর দল এখনও পর্যন্ত লিগে দুই ম্যাচ হেরেছে। উভয়ই অ্যাওয়ে এবং প্রথম চারে থাকা দুই দল বেঙ্গালুরু এফসি ও এফসির গোয়ার বিপক্ষে। চার নম্বরে থাকা জামশেদপুর ঘরের মাঠে ভয়ংকর। তাই কাজটা যে সহজ নয় একথা বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই মোলিনার, 'ডার্বি জিতেছি বলে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। প্রথম দফায় নিজেদের মাঠে সহজেই জিতেছিলাম, সেটাও অতীত। এখন ওরা দুর্দান্ত খেলছে। আগের ম্যাচটাই আধিপত্য নিয়ে জিতেছে। তাছাড়া ওরা ঘরের মাঠে অপ্রতিরোধ্য। একটা বাদে সব ম্যাচ জিতেছে নিজেদের মাঠে। তাই শুক্রবারের ম্যাচ খুব কঠিন হবে।'

আইএসএলে আজ

জামশেদপুর এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : জামশেদপুর
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

যুবভারতীতে না খেললেও এখানে জর্ডন মারে এখন গোলের মধ্যে। ভালো খেলছেন ফ্রি কিক স্পেশালিস্ট বাগানের প্রাক্তনী জাভি হার্নান্ডেজও। মোহনবাগানকে ভোগাচ্ছে চোট-আঘাত সমস্যা। গ্রেগ স্টুয়ার্ট-দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা পুরো ম্যাচ খেলার মতো ফিট কিনা সেটা ডার্বিতে শেষদিকে নামায় বোঝা যায়নি। যদিও মোলিনা বলেছেন, 'কাকে কখন খেলাব, সেটা তো এখন বলা সম্ভব নয়। তবে ওরা শুরু থেকে খেলার জন্য তৈরি।' শুধু অনিরুদ্ধ থাপা ও আশিক কুরুনিয়ান ছাড়া বাকিরা ফিট বলে দাবি তাঁর।

মোহনবাগানের অন্যতম প্রধান শক্তি, দুই উইংয়ে মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোর ডানা মেলে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করা। ডার্বি জিতলেও সেদিন খানিকটা নিষ্প্রভই লেগেছে দুইজনকে। এতে বিরক্ত মোলিনা। তাই এদিন দুপুরে বাসে করে জামশেদপুর রওনা দেওয়ার আগে পর্যন্ত উইং নিয়ে প্রচুর অনুশীলন করান বলে অন্দরের খবর। এই বিষয়টা যে তাঁকে ভাবাচ্ছে সেটা বোঝা যায় যখন বলেছেন, 'আমার ছেলেদের পারফরমেন্সে আমি খুশি। কিন্তু আরও উন্নতি করতে সাহায্য করাই কোচ হিসাবে আমার কাজ। তাই আমার দলকে গোল করা, ডিফেন্ডিং, আরও ভালো বোঝাপড়া তৈরি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, সবেতেই আরও উন্নতি করতে হবে।'

সেই উন্নতি আদৌ হল কিনা, সেই পরীক্ষা শুক্রবার। তিন পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা আরও জোরালো করল নাকি ইস্পাতনগরীর ফার্নেসের আগুন খানিকটা হলেও থমকে যেতে হল বাগানের পালতোলা নৌকোকে, সেটাই এখন দেখার।

মাঝমাঠে জিকসনের সঙ্গী হয়তো মহেশ

পিঠের ব্যথায় কাবু ক্লেইটন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : ক্লেইটন সিলভাকে ছাড়াই এফসি গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতিতে মগ্ন ইস্টবেঙ্গল। অনুশীলন তখন মাঝপথে। সাজঘর থেকে বেরিয়ে হোটেলের পথ ধরলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

সেরা ছন্দে না থাকলেও লাল-হলুদ জনতার কাছে এই মুহূর্তে সবেধন নীলমণি সেই ক্লেইটনই। স্বাভাবিকভাবেই গোয়া ম্যাচে তিনি অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন সমর্থকরা। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার মাঠ ছাড়ার সময় জানালেন তিনি পিঠের ব্যথায় কাবু। বলেছেন, 'মাঝেমধ্যেই এই সমস্যা হয়। ওষুধ খাচ্ছি। নইলে আমি অনুশীলন করছি না, এমন খুব একটা হয় না।' তাঁর সংযোজন, 'একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার নেই। দলের আমাকে প্রয়োজন।' বৃহস্পতিবারও লাল-হলুদ অনুশীলনে গরহাজির আনোয়ার আলি। এদিনও মাঠে এসে কোচ অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে কথা বলে ফিরে গেলেন হেক্টর ইউস্তে। গোয়া ম্যাচে খেলতে পারবেন কি না জিজ্ঞাসা করা হলে বলেছেন, 'কিছু সমস্যা রয়েছে। চেষ্টা করব মাঠে নামার।' সূত্রের খবর পুরোনো চোটই ভোগাচ্ছে স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে। ফলে প্রথম একাদশ সাজাতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছেন অস্কার ব্রুজোঁ। এদিন রক্ষণে তিনি খেলান নন্দকুমার শেখরকে। গোয়া ম্যাচে সৌভিক চক্রবর্তী না থাকায় মাঝমাঠে জিকসন সিংয়ের সঙ্গে হয়তো জুটি বাঁধবেন নাওরেম মহেশ সিং।

মহমেডানে ডামাডোল চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : বেতন সমস্যা নিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে ডামাডোল অব্যাহত। ক্লাবের কোচ, খেলোয়াড়, ক্লাবকর্তা থেকে বিনিয়োগকারী কারও সঙ্গে কারও পারস্পরিক বোঝাপড়া নেই। চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের আগে বেতন সমস্যা নিয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন ফুটবলাররা। সেই নিয়ে বৃহস্পতিবার ক্লাবে ফুটবলারদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা ছিল ক্লাবকর্তা ও বিনিয়োগকারী সংস্থার। কিন্তু কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ তিনদিনের ছুটি দেওয়ায় ফুটবলাররা কেউ বৈঠকে আসেননি। তাই কোচের সঙ্গে বৈঠক করেন কর্তারা। বৈঠক শেষে কর্তাদের দাবি, কোনও বেতন সমস্যা নেই। নভেম্বর পর্যন্ত বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুটবলারদের বাইরে থেকে উসকানি দেওয়া হচ্ছে। আসলে সমস্যা ধামাচাপা দিতে প্রত্যেকে নিজেদের ওপর থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। পাশাপাশি নিজেদের পিঠ বাঁচাতে 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব'-র কথা বলছেন তাঁরা।

ফাইনালে বিএসসি

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল বিএসসি ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৯ উইকেটে সানরাইজ স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। অরবিন্দনগর ক্লাবের মাঠে সানরাইজ প্রথমে ৩০.৫ ওভারে ১১২ রানে অল আউট হয়। সঞ্জয় দাস ১৪ রান করেন। পঙ্কজ খাড়িয়া ২৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে বিএসসি ১০.৩ ওভারে ১ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। শুভম ঘোষ ৪৫ ও সম্রাট ভট্টাচার্য ৪২ রানে অপরাজিত ছিলেন।

জয়ী এসকেআর

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবলে সেমিফাইনালে সাউথ বেরুবাড়ি গৌরচণ্ডী এসকেআর ফুটবল অ্যাকাডেমি। বৃহস্পতিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৫-০ গোলে ইয়েলমো ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন আকিব আলম। - নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

কোয়ার্টারে অ্যাভেঞ্জার্স

বারবিশা, ১৬ জানুয়ারি : বারবিশা স্পোর্টস অ্যাসসিয়েশনের এমপি রাজ্যসভা টি২০ গোল্ড কাপ ক্রিকেট বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল কোকরাঝাড় অ্যাভেঞ্জার্স একাদশ। প্রথম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে আলিপুরদুয়ারের শক্তি সংঘকে হারিয়েছে। বিবেকানন্দ ক্লাবের মাঠে প্রথমে শক্তি ১৯.৫ ওভারে ১২৯ রানে গুটিয়ে যায়। গড়লে ৪৭ রান করেন। শান্তনু অধিকারী ১৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে অ্যাভেঞ্জার্স ১৫.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩০ রান তুলে নেয়। সিরাজ আলির অবদান ৫১ রান। ম্যাচের সেরা আকিব আলম ১৮ ও সৈকত ধর ২৫ রানে ২ উইকেট নেন। শনিবার দ্বিতীয় প্রি-কোয়ার্টারে খেলবে পিএসসি একাদশ এবং সিএসকে শ্রীরামপুর।

উত্তরের খেলা

চ্যাম্পিয়ন বয়েজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : দাত্তু ফাদকার ট্রফি আন্তঃমহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ স্কুল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ১১৬ রানে সেন্ট মাইকেলস স্কুলকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে বয়েজ ৪৩.২ ওভারে ১৬৩ রানে অল আউট হয়। তুফান রায় ৫৩ রান করে। গৌরব দত্ত ও তহসিন রাজা রহমানের অবদান ২৬। সইফ আলি ১৮ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে রোশন আখতার (৩০/২)। জবাবে মাইকেলস ১৮.৩ ওভারে ৪৭ রানে গুটিয়ে যায়। গৌরব মুন্ডা ৯ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে গৌরব (৬/২) ও ফাইনালের সেরা তুফান (৭/২)।

সেমিতে স্বস্তিক

বারবিশা, ১৬ জানুয়ারি : জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল স্বস্তিক ট্রেডিং একাদশ। বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২৪ রানে আপডেট একাদশকে হারিয়েছে। টসে হেরে স্বস্তিক ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮৮ রান তোলে। জিৎ শীল ৩২ রান করেন। জবাবে আপডেট ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৪ রানে থামে। পিন্টু রাউত ৪৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা সুজিত বিশ্বাস ২৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে বঙ্গাইগাঁও বি-১২ ও বারবিশা একাদশ।

সেরা প্রসেনজিৎ-অভিজিৎ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ৪৫ ঊর্ধ্ব ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন প্রসেনজিৎ দে-অভিজিৎ দে। হিন্দি হাইস্কুল মাঠে ফাইনালে তাঁরা ১৫-৭, ১৫-৯ পয়েন্টে নিরুময় ভাওয়াল-বিশ্বজিৎ পালকে হারিয়েছেন।